

রাজনারায়ণ বসুর

আত্মচরিত

রাজনারায়ণ বসুর

আত্ম-চরিত

তৎকর্ত্তৃক লিখিত হস্তলিপি হইতে মুদ্রিত

গ্রন্থকার-পরিচিতি

শ্রীহরিহর শেঠ

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
ক লি কা তা — ১ ২

প্রথম সংস্করণ—বাং ১৩১৫, ইং ১৯০৯
দ্বিতীয় সংস্করণ—বাং ১৩১৯, ইং ১৯১২
তৃতীয় সংস্করণ—বাং ১৩৫৯, ইং ১৯৫২

দাম : চার টাকা মাত্র

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, হইতে প্রকাশিত ও লোকসেবক প্রেসে, ৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৫ হইতে শ্রীসুখলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

গ্রন্থকার-পরিচিতি

সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের পরে বঙ্গ-বরেণ্য মনীষী রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের আত্মচরিত পুনঃ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া বাঙ্গলার সুধীসমাজ নিশ্চয়ই আনন্দলাভ করিবেন। বাঙ্গলার নব অভ্যুত্থানের যুগে প্রাচীন ও নবীনের যুগসন্ধিসময়ে যখন পাশ্চাত্য জাতির আগমনে তাহার অভিসন্ধিমূলক শাসন- ও শিক্ষা-ব্যবস্থার ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গ্রন্থখানিতে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের ঘটনাবলীর শুধু উল্লেখ বা বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার মূল্যবান অনুভূতি বা উপলব্ধিও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গ্রন্থখানির নাম 'আত্মজীবনী' 'জীবনস্মৃতি' এসব কিছু না দিয়া 'আত্মচরিত' দেওয়া হইয়াছে, ইহা খুব সমীচীন হইয়াছে, কারণ ইহাতে তাঁহার চারিত্রিক উৎকর্ষ অপকর্ষের কথাই সমধিক ফুটিয়া উঠিয়াছে। চারিত্রিক দুর্বলতা বা গুহ্য কথাও কিছুমাত্র গোপন করা হয় নাই। প্রসঙ্গত যে সকল বিষয়ের অবতারণা বা বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও যেমন জ্ঞাতব্য তেমনই উপভোগ্য। ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে বিখ্যাত রাজমহলের ধ্বংসাবশেষের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, সেকালের বাঙ্গালী বাবুর কথা, সামাজিক রীতি প্রভৃতি হইতে বাঙ্গালীর তৎকালীন জাতীয় চরিত্রের পরিচয় সবই সমান উপভোগ্য। আবার অন্য দিকে ব্রাহ্মধর্ম-

প্রবর্তনের প্রাথমিক যুগের অনেক কথা, এই ধর্মের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে কোন কোন বিচিত্র প্রথা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ-আন্দোলন ও তাহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণের কথা, কলিকাতায় সিপাহীবিদ্রোহের রূপ, ভারতের জাতীয় মহাসভার উৎপত্তি মূলে হিন্দু মেলানুষ্ঠান প্রভৃতিও যথেষ্ট জ্ঞাতব্য কথায় পূর্ণ।

কর্মজীবনের প্রসঙ্গে তৎকালীন বহু সমাজহিতকর কার্য ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও সে সকলের সংযোগ এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, মদনমোহন তর্কলঙ্কার, রামগোপাল ঘোষ, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি এবং বহু মহাপ্রাণ ইংরাজ মনীষীর কথাও আছে। সে সকলের মধ্যে এমন কোন কোন বিষয় আছে যাহা জানা উচিত অথচ সহজে সাধারণের জানিবার উপায় নাই।

কিরূপে তাঁহার পাঠ্যাবস্থায় একখানি ইংরাজী ভাষায় অনূদিত ফরাসী ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে এক মিশরীয় পুরোহিতের কথা হইতে প্রথম হিন্দুধর্মের প্রতি বিশ্বাস বিচলিত হয় এবং পর পর খৃষ্টধর্ম ও মুসলমানধর্মে আস্থা আইসে—এই সকল ক্রমবিবর্তনের কথা ও তৎসহিত পাঠ্যজীবনের প্রসঙ্গে সেকালের কোন কোন খ্যাতনামা সুপণ্ডিত ইংরাজ অধ্যাপকের ও অধ্যাপনাপ্রণালীর চিত্র বেশ চিত্তাকর্ষক। শিক্ষাব্রতী ও ধর্মোপদেষ্টারূপে তাঁহার চরিতকথায় যে সকল পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে অনেক কিছু শিক্ষা পাওয়া যায়।

এই আত্মচরিতের মধ্যে সন্নিবেশিত কুমারী এলিজা-

বেথ্ন সার্প ও কুমারী কবের সহিত পত্রব্যবহার, তাঁহার বক্তৃতার অংশ বিশেষ, কবিতায় বঙ্গের পূর্ব মহিমা বর্ণন প্রভৃতি আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিও জ্ঞাতব্য কথায় পূর্ণ। ভারতে বৃটীশ-অভ্যুদয়ের পর কলিকাতায় নব্য-বাঙ্গলার সামাজিক জীবনে যে সকল বিবর্তন দেখা দিয়াছিল, তাহার বহু পরিচয় ইহার মধ্যে আছে। তৎকালীন শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনোভাব, পদস্থ ইংরাজদের দেশীয় লোকের সহিত আচরণ ও কার্যাবলীর বিবরণ প্রভৃতি আর কত কথার উল্লেখ করিব। ইহা সে যুগের একখানি সুচিত্রিত আলেখ্য স্বরূপ। এক কথায় গ্রন্থখানিকে সমসাময়িক নব্য বাঙ্গালীর একখানি প্রামাণিক অমূল্য সামাজিক ইতিহাস বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অনুসন্ধিৎসু বাঙ্গালী মাত্রেরই এই ধর্ম- ও সমাজ-সংস্কারক সাধুচরিত পাঠ করা উচিত।

গ্রন্থখানির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সম্প্রতি কিছুদিন হইতে 'দৈনিক বসুমতী'তে ধারাবাহিকরূপে এই আত্মচরিত প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ইহাকে রক্ষা করা আদৌ সুবিধাজনক নহে। বলা বাহুল্য, এই সময় গ্রন্থাকারে ইহার নব সংস্করণ প্রকাশ করায় প্রকাশক মহাশয়েরা শিক্ষিতসমাজের ধন্যবাদ-ভাজন হইবেন।

চন্দননগর, হুগলী, শ্রীহরিহর শেঠ
৯ই আষাঢ়, ১৩৫৯

TRANSIIT, NON PERIIT.

(My Grandfather, Rajnarain Bose, died September, 1899).

Not in annihilation lost, nor given
To darkness art thou fled from us and light,
O strong and sentient spirit; no mere heaven
Of ancient joys, no silence eremite
Received thee; but the omnipresent thought
Of which thou wast a part and earthly hour,
Took back its gift. Into that splendour caught
Thou hast not lost thy special brightness. Power
Remains with thee and the old genial force
Unseen for blinding light; not darkly lurks:
As when a sacred river in its course
Dives into ocean, there its strength abides
Not less because with vastness wed and works
Unnoticed in the grandeur of the tides.

AUROBINDO GHOSE

LEAN HARD.

Child of my Love—lean hard—
And let me feel the pressure of thy care.
I know thy burden, child—I shaped it—
Poised it in mine own hand—made no proportion
Of its weight to thine unaided strength;
For even as I laid it on, I said—
"I shall be near, and while she leans on me,
"This burden shall be mine, not hers;
"So shall I keep my child within the circling arms
"Of mine own love." Here lay it down, nor fear
To impose it on a shoulder which upholds
The government of worlds. Yet closer come—
Thou art not near enough—I would embrace thy care,
So I might feel my child reposing on my breast.
Thou lovest me? I know it—doubt not, then,
But loving me—lean hard.

LINES WRITTEN ON READING "LEAN HARD".

Father I *must* Lean Hard,
And lay on Thee the burden of this pain:
This murmuring impatience too—Thou know'st
Is harder still to bear: my fainting heart
Must find its shelter neath the circling arms
Of thine own deep love. Firm, clasp it there!
Take *all* my burden—Thou said'st it *shall* be Thine;
Leaning on *Thee* I know I shall be strong.

Father! dear Father! I would be closer yet—
But Thou must draw me, else I cannot come.
Thine *arm* is not enough—where else can I repose
But on Thy loving breast? Soft pillowed there
For ever let me lie! Weary and weak,
My feet had stumbled on this rugged way,
Had'st thou not held my hand; and now I'm come
Close to the narrow stream—E'en should its waters
Roar and waves swell high—Thine everlasting arms
Shall bear me safely through—its floods can ne'er
O'erwhelm. Father! Thou lov'st thy child—
I do not doubt—but *will* "Lean Hard."

রাজনারায়ণ বসু





রাজনারায়ণ বসু



রাজনারায়ণ বসু

রাজনারায়ণ বসুর বাসগৃহ



আমার প্রকৃত ধর্ম্মজীবন ইং ১৮৬০ সাল হইতে মদ্যপান পরিত্যাগের সহিত আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে কেবল কবিত্বশক্তি সহকারে বক্তৃতা লিখিতাম। ত্যাগস্বীকার না করিলে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয় না। আমার সাধনের বৃত্তান্ত গ্রন্থশেষে প্রদত্ত হইবে*। উহা কিয়ৎ পরিমাণে দ্বিতীয় সংখ্যা তাম্বুলোপহারে সূচিত হইয়াছে।

আমার জীবনে সম্পাদিত কাজের ফর্দ্দ।

(১) ব্রাহ্মসমাজে প্রেমের ভাব প্রবেশ করানো ও ব্রাহ্মধর্ম্মের সপ্তলক্ষণ-নির্দ্দেশক বক্তৃতা।

(২) ধর্ম্মবিজ্ঞানের সৃষ্টি—ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা।

(৩) "Grandfather of Nationality"—একজন আমাকে বলিয়াছিলেন। Hindu Revival "হিন্দুধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ" হইতে।

(৪) সমাজ-সংস্কার—বিধবাবিবাহ নিজ পরিবারে প্রবর্ত্তন।

(৫) আমা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া নবগোপাল মিত্রের দ্বারা হিন্দু মেলা ও জাতীয় সভা সংস্থাপন।

(৬) College Reunion

(৭) বিদ্বজ্জনসমাগম।

*এই বৃত্তান্ত আত্মচরিতের হস্তলিপিতে পাওয়া যায় নাই। বোধ হয় তিনি লিখিয়া যাইতে পারেন নাই।

বিজ্ঞাপন

এই আত্মচরিতের যতদূর পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছিল, তাহার পরও ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ২৪।২৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি ইহার হস্তলিপিখানি তাঁহার প্রিয় দৌহিত্রী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, কুমারী কুমুদিনী মিত্রকে দিয়া যান, এবং তাঁহাকেই ইহা প্রকাশ করিবার ভার দিয়া যান। তাঁহার এই দৌহিত্রীর নাম তিনি কুমারীরত্ন রাখিয়াছিলেন। আত্মচরিতের মূল খাতাখানি হইতে কুমারীরত্ন একটি নকল প্রস্তুত করেন। তাহা হইতে, মূলের সহিত মিলাইয়া, এই পুস্তক মুদ্রিত হইল। মুদ্রণকার্য্য নানা কারণে তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করিতে হইল। তজ্জন্য ভুল ত্রুটি লক্ষিত হইলে পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন।

বসু মহাশয়ের একখানি সম্পূর্ণ জীবনচরিত প্রকাশিত হইলে ভাল হয়। কিন্তু তাহা সময়সাপেক্ষ। পরে তজ্জন্য চেষ্টা করা যাইবে।

তাঁহার যে চারিখানি ফটোগ্রাফ প্রকাশিত হইল, তন্মধ্যে যেখানিতে বৎসরের উল্লেখ নাই, তাহা আনুমানিক ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের।

জন্ম ও বংশ-বৃত্তান্ত

১৭৭৮ শকের ২৩শে ভাদ্র দিবসে (ইং ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮২৬) বঙ্গদেশের চব্বিশ পরগণা জেলার মাগুরা পরগণায় বোড়াল গ্রামে আমার জন্ম হয়।* চাপড়া ষষ্ঠীর দিন জন্ম হয়। আমার স্মরণ হয়, যে পর্যন্ত না ব্রাহ্ম-ধর্ম অবলম্বন করি, প্রতি জন্মতিথি দিবসে মাতাঠাকুরাণী আমাকে পীতবস্ত্র পরাইতেন ও আমা দ্বারা একটি মাছ পুকুরে ছাড়িয়া দেওয়াইতেন। আমার পূর্বপুরুষদিগের নিবাস গড় গোবিন্দপুর ছিল। ইংরাজেরা যখন ঐ স্থানে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তখন তাহার† এওজি জমি কলিকাতার বাহির সিমলা পল্লীতে আমার পিতৃ-পুরুষদিগকে দেন। বাহির সিমলার প্রাণকৃষ্ণ বসু আমার পূর্বপুরষদিগের জ্ঞাতি ছিলেন। তাঁহার বংশোদ্ভব যদুনাথ বসু এক্ষণে (১২৯৬) ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিতেছেন।

বাহির সিমলা পল্লীস্থিত মতি শীলের পুষ্করিণীর নিকট প্রাণকৃষ্ণ বসুর বাটী হইতে আমার প্রপিতামহ শুকদেব বসু কোন কারণ বশতঃ বোড়ালগ্রামে বসতি করিতে বাধ্য হয়েন। ইনি পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত

---

* এই আত্ম-চরিতের ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা হয়। যে স্থলে ঐ স্থান ও লিখিবার দিবস উল্লেখ করিবার আবশ্যক হইয়াছে, তাহা পেরেন্‌থিসিসের ভিতর উল্লিখিত হইয়াছে।

† [অর্থাৎ বিনিময় স্বরূপ।]

হইয়া বৈদ্যনাথ (যেখানে আমি এক্ষণে অবস্থিতি করিতেছি) হত্যা দিবার জন্য স্বগ্রাম হইতে যাত্রা করেন। রাস্তায় স্বপ্ন হয়। তাহাতে যে স্বপ্নাদ্য ঔষধ লাভ করেন, তাহা লইবার জন্য আমাদিগের বোড়ালের বাটীতে ঐ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা নানা স্থান হইতে আসিত। আমার পিতামহ, তৎপরে আমার খুড়া মহাশয়, ঐ ঔষধ বিতরণ করিতেন। অনেকে উক্ত ঔষধ সেবন দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। ইংরাজি ১৮৬৮ সালে যখন বোড়ালের বাটী একেবারে আমরা পরিত্যাগ করিয়া আসি, তখন সেই ঔষধ গ্রামের নবীন পণ্ডিত মহাশয়কে প্রস্তুত ও বিতরণ করিবার ভার দিয়া আসি। এক্ষণে অতি অল্প লোক ঐ ঔষধের জন্য আইসে।

শুকদেব বসুর দুই পুত্র, রামপ্রসাদ বসু ও রামসুন্দর বসু। রামপ্রসাদ বসু চাকরী করিতেন, তাঁহার অনুজ রামসুন্দর বসু বাটীতে বসিয়া গৃহকার্য দেখিতেন। সেকালে এইরূপ রীতি ছিল, এক ভাই চাকরী করিতেন, আর এক ভাই বাটীতে থাকিয়া গৃহকার্য্য ও বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করিতেন। রামপ্রসাদ বসু ঢাকার কষ্টমের দেওয়ান ছিলেন। তখন ঢাকাই কাপড়ের ব্যবসার বিনাশ করিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঐ কাপড়ের উপর ভয়ানক জেয়াদা মাসুল বসাইয়াছিলেন। আমাকে কোন সাহেব বলিয়াছিলেন যে, এই নিদারুণ প্রণালী দ্বারা ঢাকার কাপড়ের ব্যবসায়ের গলায় দড়ি দিয়া উহাকে হত্যা করা হয়। রামপ্রসাদ বসু বড় উদারচিত্ত ব্যক্তি ছিলেন। যাহা উপার্জন করিতেন, তাহার অধিকাংশ দান করিতেন। বোড়ালের ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণ ও অন্যান্য বস্তু দান করিতেন। সুবর্ণ দানে অনেক ফল বলিয়া তাহা দান করিতেন। সেকালে অতিথিসেবা একটি পরমধর্ম্ম বলিয়া গণিত হইত। এ দিকে খড়ো বাড়ী (সেকালে কোঠা বাড়ী করিবার রীতি এত প্রচলিত হয় নাই) এবং পিতামহীঠাকুরাণীদিগের হাতে রূপার পৈঁচে, তথাপি বাটীতে প্রত্যহ দুই বেলা একশত পাত পড়িত। পিতামহীঠাকুরাণীরা স্বহস্তে পাক করিয়া লোকদিগকে খাওয়াইতেন, এবং কেবল বাটীর কর্তা ঘি খাইলে ভাল দেখায় না বলিয়া সকলের জন্য প্রস্তুত রাশীকৃত উষ্ণ অন্নের উপর ঘি ঢালিয়া

দিতেন। কোন কারণ বশতঃ আমার বড় ঠাকুরদাদা ঢাকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। যখন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বাটীতে বসিয়াছিলেন, তখন উপরি-উল্লিখিত স্বপ্নাদ্য ঔষধ একমাত্র জীবনোপায় ছিল। একদিন গ্রামের একটি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে বলিল যে, কল্য আমার খাওয়া হয় নাই। এই সময়ে তাঁহার নিকট একটি মাত্র টাকা ছিল। তিনি আপনার কি হবে, না ভাবিয়া ঐ টাকাটি ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাহা লইতে অসম্মত হন। অনেক জেদাজেদির পর তিনি তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। ব্রাহ্মণ যাইবার সময় বড় ঠাকুরদাদা মহাশয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমাকে আমি এই টাকাটি দিলাম, বড় গিন্নী (তাঁহার বড় স্ত্রী) যেন টের না পায়, তাহা হইলে আমাকে গালি দিয়া ভূতছাড়া করিবে; যেহেতু এই টাকাটি আমার অদ্যকার একমাত্র অবলম্বন।" ঈশ্বরের কি কারখানা! ক্ষণেক পরে, কলিকাতার এক বাবুর চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে ষোল টাকা আইসে।

সেকালে মুসলমান রীতি নীতি অনুসরণ করিতে আমাদিগের দেশের ভদ্রলোকেরা ভালবাসিতেন। বড় ঠাকুরদাদা ঢিলে পাজামা পরিয়া বাটীতে বসিয়া থাকিতেন এবং দলাদলি করিতেন। একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিয়াছিল, "ঢিলে পাজামা পরিয়া দলাদলি করিলে কেহ আপনার কথা শুনিবে না, ঢিলে পাজামা পরিত্যাগ করুন।"

আমার পিতামহ রামসুন্দর বসুও বড় উদারচিত্ত লোক ছিলেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে একটি ছাতি ঘাড়ে করিয়া গ্রামের প্রত্যেক লোকের বাটীতে যাইতেন এবং প্রত্যেক লোকের সেই দিনের জন্য আহার্য্য দ্রব্য আছে কিনা, জিজ্ঞাসা করিতেন। যাহার না থাকিত, তাহাকে তাহা নিজ বাটী হইতে পাঠাইয়া দিতেন। বিদেশে চাকরী করে, এমন লোকের পুষ্করিণী খনন অথবা বাটী নির্ম্মাণের ভার লইয়া, দুই প্রহর রৌদ্রে বুকে মধ্যমনারায়ণ তৈল মাখিয়া, ছাতা লইয়া ঐ কার্য্য তদারক করিতেন। বায়ুরোগ ছিল বলিয়া মধ্যমনারায়ণ তৈল ব্যবহার করিতেন। এই বায়ুরোগের জন্য তাঁহার ধাত এমনি গরম ছিল যে, শীতকালে একটি ফিনফিনে উড়ানি গায়ে দিয়া

কাটাইতেন। গরম কাপড় সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি পাগল পুষিতে বড় ভালবাসিতেন। একদিন গ্রামের প্রান্তে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে একটি পাগলের সহিত তাঁহার মোলাকাৎ হয়; তাহাকে বাড়ী আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার তোয়াজের সীমা কি? সেই পাগলের একটি ধুতি পরা ও মাথায় একটি লাল টুপি ছিল, সেই লাল টুপিতে কতকগুলি ঘুংঘুর বাঁধা ছিল। সে সর্বদা বলিত "আমার নাম পূর্ব্বে অমুক মুখুর্য্যে ছিল, এক্ষণে আমার নাম Don Antonio Pedro, আমি লিসবোয়া (Lisbon) গিয়াছিলাম।" তখন পর্টুগীজ জাহাজ বাণিজ্যার্থে বঙ্গদেশে আসিত, বোধ হয় এই ব্যক্তি তাহাতে চড়িয়া বিলাত যাইয়া থাকিবে। ঠাকুরদাদা, বাটিতে যে সকল রোগী স্বপ্নাদ্য ঔষধ লইতে আসিত, তাহাদিগের বিষ্ঠা-মূত্র স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন। রোগীদিগের সঙ্গীদিগকে তাহাদিগের সেবা করিতে দিতেন না, নিজে স্বহস্তে তাহাদিগের সেবা করিতে ভালবাসিতেন। ইহা তিনি পুণ্যকার্য্য জ্ঞান করিতেন। এক্ষণকার সভ্যাভিমানী ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাহাদিগের বিষ্ঠা মূত্র স্বহস্তে পরিষ্কার করিতে ঘৃণাবোধ করিতেন না। কোন কোন ইংরাজকে আপনাদিগের অতি প্রিয় বন্ধুর এইরূপ শুশ্রূষা করিতে দেখা যায়। ইহাকে তাঁহারা nursing বলেন। পুরুষ অপেক্ষা বিবিরা এই কার্য্য অধিক করিয়া থাকেন; কিন্তু আমাদিগের বর্ত্তমান বাঙ্গালী বাবুরা, যাঁহারা ইংরাজদিগের অনুকরণ করিতে ভালবাসেন, তাঁহারা এই কার্য্যকে ঘৃণা করেন। আমরা ইংরাজদিগের দোষগুলি অনুকরণ করিতে পটু, সদ্‌গুণ অনুকরণ করিতে পটু নহি। রামসুন্দর বসু দীন-দরিদ্রের যেরূপ সেবা-শুশ্রূষা করিতেন বর্ত্তমান বাবুরা ততদূর না করুন, খুব নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগের ঐরূপ শুশ্রূষা করিতে ঘৃণা না করিলে বাঁচি।

রামসুন্দর বসুর তিন পুত্র। তাঁহার বড় স্ত্রী দ্বারা এক পুত্রলাভ করেন। তাঁহার নাম মধুসূদন বসু। তাঁহার ছোট স্ত্রী দ্বারা দুই পুত্র হয়। তাঁহাদিগের নাম নন্দকিশোর বসু ও হরিহর বসু। নন্দকিশোর বসুর জন্ম ১৮০২ সালে এবং হরিহর বসুর জন্ম ১৮০৪ সালে

হয়। নন্দকিশোর বসু আমার পিতা। ইঁহার বিবরণ দিবার পূর্ব্বে আমার খুড়ো মহাশয় হরিহর বসুর বিবরণ দিতে উপযুক্ত বোধ করি। ইনি ২৩ বৎসর বয়ঃক্রমে বায়ুরোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়েন, সেই অবধি তিনি কলিকাতায় আর আসেন নাই। বোড়াল কলিকাতা হইতে ছয় ক্রোশ দূর মাত্র, তথাপি আইসেন নাই। কলিকাতার বাহ্য আকারের যে উন্নতি হইয়াছিল, তাহা তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত স্বচক্ষে আদোবে দেখেন নাই। ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার মৃত্যু হয়। পাল্‌কি চড়া তিনি বিপদ জ্ঞান করিতেন। তাহাতে তাঁহার বড় অসুখ হইত। স্নায়ুর দুর্ব্বলতা জন্য অসুখ হইত। ইনি আমাদিগের বৈদ্যশাস্ত্র বেশ জানিতেন। গ্রামে চিকিৎসা করিতেন, কিন্তু কাহারো নিকট কিছু লইতেন না। কখন্ পীড়িত ব্যক্তিকে গঙ্গাযাত্রা করিতে হইবে, তাহা নাড়ী দেখিয়া ঠিক বলিয়া দিতে পারিতেন; এই জন্য গ্রামে তাঁহার অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা ছিল। অতি বিজ্ঞ লোক বলিয়া গ্রামে তাঁহার খ্যাতি ছিল। শাস্ত্রের অনেক শ্লোক তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি গ্রামের একজন প্রধান লোক বলিয়া গণ্য ছিলেন। আমাদিগের বাটীতে দুই বেলা গ্রামের লোকের বিলক্ষণ জনতা হইত। অনেক তামাক পুড়িত। গ্রামের লোক তখন দুই দলে বিভক্ত ছিল। একটি দলের নাম বাজারিয়া দল, আর একটি দল ব্রহ্মজ্ঞানীর দল। আমার খুড়া মহাশয় ব্রহ্মজ্ঞানীর দলের কর্ত্তা ছিলেন। আমার খুড়া মহাশয় নবযৌবন-কালে রামমোহন রায়ের একজন অনুবর্ত্তী ছিলেন, এই জন্য তাঁহার দল ব্রহ্মজ্ঞানীর দল এই নাম লাভ করিয়াছিল। তাঁহার নবযৌবনকালে তিনি একদিন বাটীর সম্মুখস্থিত ধোবা পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া রামমোহন রায়ের গ্রন্থপাঠ করিতেছিলেন। এমন সময়ে গ্রামের রামধন তর্কবাগীশ সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। খুড়া মহাশয় কি গ্রন্থ পাঠ করিতে-ছিলেন, তাহা জানিতে পারিয়া তাহা তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া ধোবা পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিলেন। খুড়া মহাশয় দলাদলি করিতেন বটে, কিন্তু আপনার অনুচরদিগকে লইয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন। বাজারিয়া দলের লোকেরা গ্রামের ঠন্‌ঠনিয়া বাজারে বসিয়া কেবল গাঁজা খাইত ও

বাজারের লোকদিগের নিকট বলপূর্ব্বক তোলা তুলিত। খুড়া মহাশয় একবার তাহাদিগের অত্যাচারের বিষয়ে শ্রীরামপুরের মার্শম্যান সাহেবের প্রকাশিত "সমাচার দর্পণ" নামক সংবাদপত্রে এক পত্র ছাপাইয়া দেন। তাহাতে দারোগা আসিয়া ঠন্‌ঠনিয়া বাজারে বসিয়া উক্ত বিষয়ে সুরোথাল করে। আমার পিতাঠাকুর কলিকাতায় চাকরী করিতেন, আর খুড়া মহাশয় বাটী থাকিয়া গৃহকার্য্য দেখিতেন। খুড়া মহাশয় আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বাটীতে রোপিত বোম্বাই আমের গাছে প্রথম যখন ফল ফলিল, তখন আমাকে খাইতে দিয়া বলিলেন যে, অদ্য আমার গাছ পোতা সার্থক হইল। বিধবাবিবাহ প্রথা আমার পরিবার মধ্যে প্রবর্ত্তিত করাতে তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকিলেও আমার প্রতি এইরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

আমার পিতা নন্দকিশোর বসু রামমোহন রায়ের স্কুলে ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। পিতাঠাকুর ইংরাজি ভাল উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, কিন্তু ঐ ভাষাতে বিশুদ্ধরূপে পত্রাদি ও বিষয়কর্ম্মের কাগজপত্র লিখিতে পারিতেন। আমি যখন কলেজ ছাড়িয়া বেঙ্গল সেক্রেটারি হালিডে সাহেবের (ইনি পরে লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর হয়েন) নিকটে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী জন্য প্রার্থী হই, তখন পিতা ঠাকুরের পরিচয় দেওয়াতে তিনি বলিয়াছিলেন, "That Nanda Kishore who used to write English so well?"

রামমোহন রায়ের স্কুল হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে অবস্থিত ছিল। পরে ইহা পূর্ণমিত্রের স্কুল এই নাম লাভ করে। পিতা ঠাকুর স্কুল ছাড়িয়া দিন কতক রামমোহন রায়ের সেক্রেটারীর কার্য্য করেন। তিনি রামমোহন রায়ের একজন প্রাথমিক শিষ্য ছিলেন। আমাদিগকে গ্রামের নিকটস্থ রাজপুর গ্রামের মদনমোহন মজুমদারও (সব বাড়ীর লোকে ইঁহাকে মদন কাকা বলিয়া ডাকিত) তাঁহার এক জন প্রাথমিক শিষ্য ছিলেন। ইনি যখন কলিকাতায় বাবার নিকট অথবা আমাদিগের বোড়ালের বাড়ীতে আসিতেন, তখন আমাদিগের মহা আনন্দের উদয় হইত। ইঁহার কেশ তখন শুভ্র হইয়াছিল। আমার মাতামহ অন্য কন্যাকে দেখাইয়া আমার মাতা ঠাকুরাণীর সহিত

আমার পিতার বিবাহ দেন। তাহাতে বাবা চটিয়া পুনরায় একটি বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করাতে রামমোহন রায় তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন যে, গাছের ফলের দ্বারা গাছের উৎকৃষ্টতা বিবেচনা করা কর্তব্য। যদি তোমার এই স্ত্রীতে উত্তম পুত্র জন্মে, তবে তোমার এই স্ত্রীকে সুন্দরী বলিয়া জানিবে।

পিতাঠাকুর প্রথমে দিনকতক হরকরা অফিসে কেরাণীগিরি করিয়াছিলেন। সেকালে হরকরা বলিয়া এক সংবাদপত্র ছিল। তাহা এক্ষণে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' সংবাদপত্রের সহিত একীভূত হইয়াছে। এই হরকরা সম্বন্ধে নন্দগোপাল নামক এক ইংরাজী কবি (ইনি ইংরাজী ভাল জানিতেন না, তথাপি ইংরাজীতে কবিতা লিখিতে ছাড়িতেন না) তাঁহার প্রণীত 'গোল্ডেন মুন' নামক কাব্যে লিখিয়াছেন 'হরকরা স্বামী ইংরাজ স্ত্রী'। হরকরা কাগজের তেজস্বী লেখার জন্য তাঁহাকে 'স্বামী' বলিয়া ছিলেন। তখন হরকরার মালিক স্যামুয়েল স্মিথ সাহেব ছিলেন। স্মিথ সাহেব আমার পিতাঠাকুরকে বড় ভালবাসিতেন। পিতাঠাকুর হরকরা অফিস ছাড়িয়া অন্য দুই এক জায়গায় কেরাণীগিরি করিয়া একুশ বৎসর বয়সে গাজিপুর 'অহিফেন এজেন্সি অফিস'-এ নিযুক্ত হয়েন। জন ট্রটেন সাহেব তখন অহিফেন এজেণ্ট ছিলেন। পিতাঠাকুরের একবার জ্বর হওয়াতে সেখানকার ডাক্তার সাহেব তাঁহাকে এমনি এক জোলাপ দেন যে, সেই জোলাপে তাঁহার অসংখ্য দাস্ত হয়। সেই অবধি তাঁহার শরীর ভাঙিগয়া যায়। তখন তীব্র জোলাপ দেওয়া, ফস্ত খোলা ও জোঁক লাগান রীতি প্রচলিত ছিল। তৎপরে বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়া কোন কোন আফিসে কর্ম করিয়া ট্রেজারীতে নিযুক্ত হয়েন। তৎপরে দেবোত্তর জমি বাজেয়াপ্ত জন্য স্থাপিত 'স্পেশাল কমিশন অফিস'-এর হেড কেরাণী পদে নিযুক্ত হয়েন। এই কর্ম করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইংরাজী ১৮৪৫ সালে ৭ই ডিসেম্বর ৪৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পিতাঠাকুর অতিশয় খাঁটি লোক ছিলেন। তিনি যদি মনে করিতেন, তাহা হইলে 'স্পেশাল কমিশন অফিস'-এ যখন নিযুক্ত ছিলেন, তখন অন্যায়রূপে অনেক টাকা রোজগার করিতে পারিতেন। দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর জমি বাজেয়াপ্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য অনেক লোক তাঁহাকে ধরিত, তাহাদিগের নিকট হইতে উৎকোচ লইলে অনেক টাকা রোজগার করিতে

পারিতেন, কিন্তু পয়সা লইতেন না। যেরূপ আয় ছিল, সেইরূপ ব্যয় করিতেন, তাঁহাকে বড়মানুষী করিতে কেহ দেখে নাই। তাঁহার মৃত্যু সময়ে আমি কোন সঞ্চিত অর্থ তাঁহার উত্তরাধিকারী স্বরূপে পাওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার কৃত কতকগুলি ঋণ পরিশোধ করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তিনি শেষ স্পেশাল কমিশনার মুরসাহেবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি যেখানে কর্ম করিয়াছিলেন, সকল স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার অনেক বড় মানুষের সহিত তাঁহার আলাপ ছিল, সকলেই তাঁহাকে তাঁহার সৎপ্রকৃতি ও অমায়িক স্বভাব জন্য অতিশয় সম্মান করিত ও ভালবাসিত। ইনি বেদান্ত-ধর্মে বিশ্বাস করিতেন। যখন ইঁহার মৃত্যু হয়, তখন শঙ্করভাষ্য আনাইয়া পড়িতে বলেন এবং ওঁকার জপ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর দেখা গেল, তাঁহার বুড়া আঙ্গুল অন্য আঙ্গুলের উপর রহিয়াছে। রামমোহন রায়ের সকল শিষ্যেরা বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মে বিশ্বাস করিতেন। পিতাঠাকুর বেদান্ত প্রতিপাদ্য নিরাকারবাদে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহার এই মত ছিল যে, ভিতরে যাহা মত থাকুক না কেন, "তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ" মনেতেও লৌকিকাচার উল্লঙ্ঘন করিবে না। তিনি কোষাকুষি লইয়া রোজ পূজা আহ্নিক করিতেন, আর একটি প্রেকের উপর তুলসীর মালা ঝুলানো থাকিত। রামমোহন রায়ের অনুবর্তী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির বাটিতে যাইলে তাহা পরিয়া যাইতেন। বর্তমান ব্রাহ্মেরা এ প্রকার আচরণ কপটতাচরণ জ্ঞান করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগের ইহা বিবেচনা করা কর্তব্য যে, সকল ধর্ম একেবারে উন্নতি লাভ করে না। ক্রমে উন্নতি লাভ করে। অতএব সেই ধর্মের প্রথম অনুন্নত অনুবর্তীদিগকে অবজ্ঞা করা উচিত হয় না। এক্ষণকার স্কুলের বালকেরা নিউটন অপেক্ষা গণিত জানে, তাহা বলিয়া কি তাহারা নিউটনের ন্যায় সম্মানার্হ? বিশেষতঃ প্রাথমিক ব্রাহ্মেরা লৌকিকাচার পালন করা ধর্মের অঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। অতএব তাহা পালন কপটাচার বলিয়া কিরূপে গণ্য হইতে পারে? যদি এপ্রকার লৌকিক আচার পালন ভয়ানক দোষ বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে মহাত্মা সক্রেটিসকে ঐ দোষে দূষিত বলিতে হইবে। তিনি মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন ঃ "ক্রিটো, আই ও এ কক্ টু ইস্কিউলা-পিউস"। সক্রেটিস লৌকিকাচার পালন ধর্মের অঙ্গ

মনে করিতেন। ১৮৪৫ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে আমার পিতাঠাকুরের মৃত্যু হয়। অনেকদিন হইল পিতাঠাকুরের পরলোক হইয়াছে, কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, যেন এখনও তিনি জীবিত আছেন। এখনও যেন তিনি সেই ডিগ্‌ডিগে কিন্তু যেন মোম দিয়া গড়া গৌরবর্ণ শরীর লইয়া দাঁড়া ডেস্কের নিকট দাঁড়াইয়া লিখিতেছেন। তিনি কখন বসিয়া লিখিতেন না।

আমার বাল্যকালে আমার স্মরণ হয় যে, আমি শিব পূজা করিতে ভালবাসিতাম। খেলার মধ্যে তাহা প্রধান খেলা ছিল। শিব গড়িয়া পূজা করিতাম ও তাহার সম্মুখে কুমড়া ইত্যাদি বলি দিতাম। শিবকে বলি দেওয়া শাস্ত্রসম্মত নহে, মুরুব্বিরা বলিলেও তাহা শুনিতাম না।

শৈশব ও তাৎকালিক শিক্ষা

আমার শিক্ষা "মা নিষাদ" এবং চাণক্য-শ্লোক এবং

গাড—ঈশ্বর
লাড—ঈশ্বর
আই—আমি
ইউ—তুমি
কম—আইস
গো—যাও

এই সকল মুখস্থ করানো দ্বারা আরম্ভ হয়। পবিত্র বাল্মীকির পবিত্র রসনা হইতে যে অনুষ্টুপ ছন্দের প্রথম শ্লোক আপনা হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহাকে আশ্চর্যরূপে আপ্লুত করিয়াছিল, তাহা সেকালে ছেলেকে মুখস্থ করাইয়া তাহার শিক্ষা আরম্ভ করান হইত। আমার স্মরণ হয়, আমার জেঠা মহাশয় মধুসূদন বসু, যাঁহার নাম পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি আমাকে তাঁহার হাঁটুর উপর বসাইয়া আমাকে "গাড ঈশ্বর, লাড ঈশ্বর" মুখস্থ করাইতেন। দুর্গানারায়ণ বসু মধুসূদন বসুর পুত্র। ইনি এক্ষণে (১২৯৬) মেদিনীপুরে কাজ করিতেছেন। ইনি অতি সুরসিক ব্যক্তি। মেদিনীপুরে গিয়াছেন, অথচ দুর্গানারায়ণকে জানেন না, এমন লোক নাই। আমি যে গুরু মহাশয়ের কাছে পড়িতাম, তিনি বর্ধমানের একজন উগ্রক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু তিনি উগ্রস্বভাব ছিলেন না। কিন্তু আমি তাঁহাকে ভয়ানক পদার্থ বলিয়া দেখিতাম। তিনি যদি "রাজনারায়ণ" বলিয়া আমাকে ডাকিতেন, তখনই আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যাইত। সাত বৎসর বয়ঃক্রমের সময় পিতাঠাকুর আমাকে শিক্ষার্থ কলিকাতায় আনেন। আনিয়া প্রথমে এক গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় আমাকে ভর্তি করিয়া দেন। কিছুদিন পরে ইংরাজী শিখিবার জন্য শম্ভু মাষ্টারের স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। এই স্কুল বৌবাজারের একটি ছোট অন্ধকার ঘরে হইত। ছাত্রের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। শম্ভুমাষ্টার অতি অল্পই ইংরাজি জানিতেন। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন ও তাঁহার নাসিকার উপর চন্দনের এক দীর্ঘ তিলক

ধারণ করিতেন। তিনি অপরাহ্নে স্কুলে আসিয়া পড়াইতেন। পূর্বাহ্নে গ্রিফ সাহেব আসিয়া পড়াইতেন। গ্রিফ সাহেব শম্ভু মাষ্টারের অপেক্ষাও ইংরাজি অল্প জানিতেন। কিন্তু তাহা বলিলে কি হয়? একটি লাল মুখ থাকিলে যেমন স্কুলের গুমর বাড়ে, এমন আর কিছুতেই নহে। ভুল করিলে ইঁহারা ফেরূল্ দ্বারা ছাত্রের হাতে মারিতেন। অনেক দিন অবধি ফেরূল্ শব্দের ব্যুৎপত্তি কি জানিতে পারি নাই; পরে একদিন লাটিন ভাষায় অভিধান দেখিতে দেখিতে 'ফেরুলা' শব্দ পাইলাম। উহা একটি কাঠের চাক্তি, মস্ত বাঁটওয়ালা। উহা রোমানদিগের দ্বারা ও সেকালের ইংরাজদিগের দ্বারা ছাত্রকে দণ্ড দিবার জন্য ব্যবহৃত হইত।

শম্ভু মাষ্টারের স্কুল হইতে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি হই। তখন হেয়ার সাহেবের স্কুলের নাম 'স্কুল সোসাইটীজ স্কুল' ছিল। স্কুল সোসাইটী দ্বারা সেকালে অনেক উপকার হইয়াছে। তাঁহাদিগের প্রকাশিত রীডারগুলি অতি উত্তম পুস্তক ছিল। স্কুলের প্রকৃত নাম 'স্কুল সোসাইটীজ স্কুল' হইলেও হেয়ার সাহেব উহার কর্তা ছিলেন। সাধারণ লোক হেয়ার সাহেবের স্কুল বলিয়া ডাকিত। হেয়ার সাহেবের জীবন-বৃত্তান্ত সাধারণে অবগত আছেন। যাঁহারা অবগত নহেন, তাঁহাদিগকে প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত 'লাইফ অফ ডাঃ হেয়ার' পড়িতে অনুরোধ করি।

বাঙ্গালীরা ময়লা জাতি জানিয়া, যাহাতে বাঙ্গালী বালকেরা পরিষ্কার থাকিতে যত্নবান হয়, তজ্জন্য হেয়ার সাহেব মধ্যে মধ্যে স্কুলের ছুটি হইবার সময়ে স্কুলের ফটকে একটি তোয়ালিয়া ও বেত হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। প্রত্যেক বালকের গা তোয়ালিয়া দ্বারা কষে ক্ষণেক রগড়াইতেন। যদি ময়লা বেরোতো তাহা হইলে তাহাকে দুই-এক ঘা বেত কষাইয়া দিতেন। তিনি বালকদিগকে গা পরিষ্কার করিবার জন্য সাবান দিতেন। প্রতি শনিবার তাঁহাকে হাতের লেখা দেখাইতে হইত; তিনি লিখিবার বিষয় যে সকল উপদেশ দিতেন, সেইরূপ না লিখিলে দুই এক ঘা বেত কষাইয়া দিতেন। তিনি একটি অক্ষর বড় ও একটি অক্ষর ছোট হইলে বড় রাগ করিতেন। আমার ভাগ্যক্রমে কখন তাঁহার নিকট হইতে বেত খাই নাই। কিন্তু আমি তাঁহার বেত্রচালনৈষণা নিবারণ করিবার জন্য বেত খাইয়া একটি ছাত্রের আত্মহত্যার গল্প আমার তখনকার

ইংরাজীতে লিখিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার এই গল্প হইতে তিনি উপদেশ লাভ করিবেন, কিন্তু করিলেন না। যখন আমি এই কার্য করি তখন আমার বয়স এগার কি বার। এই কার্য জন্য আমি নিজে বেত খাই নাই, এক্ষণে আমার পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করি। আমার চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়ি। হেয়ার সাহেব আমাদিগের বক্তৃতাশক্তি ও রচনাশক্তি উন্নত করিবার অভিপ্রায়ে একটি বিতর্ক সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আমি তাহাতে 'বিজ্ঞান সাহিত্য অপেক্ষা শ্রেয়ঃ কি না' এই বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করি। যদ্যপি আমার গণিত ভাল লাগিত না, তথাপি আমার প্রবন্ধে আমি তাহাকেই সাহিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা অর্পণ করিয়াছিলাম। আমি আমার প্রবন্ধে যেরূপ রচনা শক্তি ও নিঃস্বার্থ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে হেয়ার সাহেব আমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আমার প্রতি তাঁহার অতিশয় স্নেহ জন্মিয়াছিল। তিনি পিতার ন্যায় স্নেহপূর্বক আমাকে বলিতেন যে, "কত শীঘ্র তুমি বাড়িতেছ।" একবার জ্বর হওয়াতে আমি তাঁহাকে সংবাদ না দেওয়াতে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সংবাদ দিলে তিনি অবশ্য আমাকে ডাক্তার ও ঔষধ সঙ্গে লইয়া দেখিতে যাইতেন।

হেয়ার সাহেবের স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে যখন আমি পড়ি, তখন আমাদিগের তিনজন শিক্ষক ছিলেন। একজনের নাম দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর একজনের নাম উমাচরণ মিত্র, তৃতীয়ের নাম রাধামাধব দে। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা। ইনি পরে কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার হইয়াছিলেন। উমাচরণ মিত্র জনাই নিবাসী ছিলেন। রাধামাধবের বাটী কলিকাতার চাঁপাতলায় ছিল। উমাচরণ হেড মাষ্টার ছিলেন। দুর্গাচরণের নিকট আমরা কত উপকৃত তাহা বলিতে পারি না। তিনিই আমাদিগের মনে জ্ঞানের ইচ্ছা এবং অনুসন্ধানের ইচ্ছার উদ্রেক করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের মনোমুকুলকে প্রথম প্রস্ফুটিত করেন। দোষের মধ্যে এই যে তিনি আমাদিগের নিকট সংশয়বাদ প্রচার করিতেন। পরকাল নাই এবং মনুষ্য ঘটিকা যন্ত্রের ন্যায়, এইরূপ উপদেশ দিতে দিতে যদি উমাচরণ আসিতেন, তাহা হইলে বলিতেন, 'আর একটু বসি আমরা,

উমাচরণ আসিতেছেন'। উমাচরণ আস্তিক ছিলেন, তিনি সংশয়বাদ ভালবাসিতেন না। উমাচরণ আমাদিগের নিকট স্কটের 'আইভানহো', পোপের 'পোয়েমজ', প্রিয়রের 'হেনরি টু এমা' এবং অন্যান্য গদ্য পদ্য কাব্য আমাদিগের নিকট উত্তমরূপে পাঠ এবং ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগের মনে ইংরাজি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি যেরূপে ঐ সকল কাব্য পড়িতেন তাহা কখন ভুলিবার নহে। যে সকল গদ্য পদ্য কাব্য তিনি আমাদিগের নিকট পড়িতেন, তাহা ক্লাসের পাঠ্য পুস্তক ছাড়া। একালের কোন শিক্ষক কি এরূপ করিয়া থাকেন? আর করিবারও জো নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালী দ্বারা হস্তপদ বাধা।

রাধামাধব আমাদিগকে গণিত শিখাইতেন। চিরকালই আমি গণিত বিদ্বেষী। গণিতের পুস্তক দেখিলে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইত। এই রোগকে গণিতাতঙ্ক রোগ বলা যাইতে পারে। উহা জলাতঙ্ক রোগের ন্যায়। গণিতের মধ্যে বীজগণিতের প্রতি আমার অনুরাগ ছিল। গণিতের প্রতি অমনোযোগ দ্বারা রাধামাধবের মনে কতই না কষ্ট দিয়াছি। এই রাধামাধব বাবুর সহিত পরে আমার মেদিনীপুরে দেখা হয়। তখন আমি মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেডমাষ্টার। তিনি ওভারসয়ার পি, ডবল্যু, ডি পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন।

হেয়ার স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময় আমি হস্তযন্ত্রে মুদ্রিত একটি সংবাদপত্র প্রতি সোমবার বাহির করিতাম। উহা সমস্ত হাতে লিখিয়া বাহির করিতাম। সংবাদপত্রে সংবাদ, সম্পাদকীয় উক্তি ও প্রেরিত পত্র থাকিত, উহাতেও সেইরূপ দস্তুর মোতাবেক থাকিত। এই কাগজ চালানোতে আমার সমাধ্যায়ীরা আমাকে সাহায্য করিত। ঐ সংবাদপত্রের নাম ক্লাব ম্যাগাজীন ছিল। উহার নাম আমাদিগের ক্লাবের নামে রাখিয়াছিলাম। নামটি পুরাতন ইংরাজী অক্ষরে কাগজের শিরোদেশে জাজ্জ্বল্যমান রূপে লেখা হইত। এই কাগজ দেখিয়া দুর্গাচরণ বলিয়াছিলেন যে, উহা যেন নেপোলিয়ানের বাল্যকালের তুষারদুর্গ নির্মাণের ন্যায়। কিন্তু আমি যেরূপ বড় লোক হইব, তিনি আশা করিয়াছিলেন, তাহা আমি কিছুতেই হইতে পারি নাই। আমার স্মরণ হয়, হেয়ার স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময় আমি ইংরাজীতে একটি

শ্লেষাত্মক কবিতা রচনা করিয়া তাহাতে আমার প্রধান প্রধান সঙ্গীদিগকে বিশেষতঃ একজন সুবর্ণ বণিক জাতীয় সঙ্গীকে বিদ্রূপ করিয়াছিলাম। তাহাতে সুবর্ণ বণিকেরা শব্দ দ্বারা টাকা কিরূপে পরীক্ষা করিয়া লয়, তাহার উল্লেখ ছিল। এই কবিতা রচনা জন্য আমার অনুতাপ হইতেছে।

হেয়ার সাহেবের স্কুলে থাকিয়া ক্লাসের পড়া ছাড়া আমার প্রথম অতিরিক্ত পাঠের বিষয় 'রবিন্‌সন ক্রুশো'। ঐ পুস্তকে উল্লিখিত ঘটনাসকল এমনি মনে বিদ্ধ হইয়াছিল যে, সেগুলি আমার সম্মুখে যেন ঘটিতেছে দেখিতাম। কোথায় পড়িয়াছিলাম যে, বিলাতের একটি ছাত্র হোমারের ইলিয়ড পড়িবার সময় ঐ সকল কাব্যে বর্ণিত ঘটনাসকল যথার্থই সম্মুখে ঘটিতে দেখিত। আমার ততদূর না হউক অনেকটা সেইরূপ বটে। ধর্ম বিষয়ে আমার মনকে যে পুস্তক প্রথম খুলিয়া দেয়, তাহার নাম শেভালীয়র র্যামজের 'ট্র্যাভেলজ অফ সাইরাস'। উহা ফরাসিস্ ভাষা হইতে অতি সহজ ইংরাজিতে অনুবাদিত। বইটি কিন্তু মস্ত। যেখানে মিশর দেশের পুরোহিতেরা সাইরস রাজাকে বুঝাইতেছে যে, মিসরিক পুরাণ কেবল রূপকমাত্র, সেই স্থান পড়িয়া আমার প্রতীতি হইল যে হিন্দুধর্মও ঐরূপ। মন এইরূপে খুলিয়া গেলে আমি পুত্তলিকা পূজা হইতে বিরত হই। সরস্বতী পূজা সম্মুখে উপস্থিত, তাহা করিলাম না। ইহাতে আমার মনে হয়, আমার পিতা অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ; যেহেতু তাঁহার মত ছিল, "তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ" ; কিন্তু সেই অবধি পৌত্তলিকাচার না করিলে আমাকে আর কিছু বলিতেন না।

ইং ১৮৪০ সালে আমি হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে হিন্দু কলেজে ভর্তি হই। তখন মধ্যে মধ্যে হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে বালকগণ হিন্দু কলেজে ফ্রি ভর্তি হইত। হেয়ার সাহেব বঙ্গদেশে ইংরাজি শিক্ষার পিতা বলিয়া তাঁহার সম্মানার্থ কলেজের অধ্যাপকেরা ইহাদিগের নিকট হইতে বেতন লইতেন না। এই সকল বালকদিগকে হিন্দু কলেজের ছোকরারা 'বড়ে' বলিত। কেন 'বড়ে' বলিত, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। হেয়ার সাহেব তাঁহার স্কুল হইতে তাহাদিগকে বড়ের মতন কলেজে চালিয়া দিতেন, এই জন্য কিম্বা বালকেরা দরিদ্র বলিয়া তাহারা কলেজের বড় মানুষ ছাত্রদিগের কল্পনানুসারে বড়ি ভাতে দিয়া ভাত খাইত, তাহাদিগের বড় মানুষ সমাধ্যায়ী অপেক্ষা সকাল

সকাল কলেজে আসিতে সমর্থ হইত, এই বলিয়া তাহারা উক্ত বড় মানুষ ছাত্রদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের নিকট অগৌরব কিন্তু প্রকৃতরূপে গৌরবসূচক এই উপাধি লাভ করিয়াছিল কিনা তাহা বলিতে পারি না। আমি প্রথমে হিন্দু কলেজের থার্ডক্লাসে অর্থাৎ সর্বোচ্চ দুই শ্রেণী কলেজ বিভাগ ধরিতে গেলে, তাহার স্কুল বিভাগের প্রথম ক্লাসে, ভর্ত্তি হই। সেই বৎসরই অনেক পুস্তক প্রাইজ পাই। সেই বৎসর গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত 'জেনারল কমিটি অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন'-এর সেক্রেটারী ডাঃ ওয়াইজ আমাদিগকে মিল্টনের পরীক্ষা করেন। তাহার পর সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়া ৩০ টাকার সিনিয়র স্কলার্ষিপ (সেই বৎসরই উচ্চ শ্রেণী জন্য ছাত্রবৃত্তি প্রথম নির্ধারিত হয়) পাইয়া প্রথম শ্রেণীতে উঠি। দুই বৎসর উক্ত স্কলার্ষিপ ভোগ করি। তাহার পর ৪০ টাকার ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া দুই বৎসর তাহা ভোগ করিয়া কলেজ পরিত্যাগ করি। তখন সর্বোত্তম ছাত্রদিগের প্রদত্ত পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত এবং টাউনহলে গবর্ণর জেনারেল আসিয়া স্বহস্তে অতি নিম্নশ্রেণীস্থ বালকদিগকে পর্যন্ত পারিতোষিক বিতরণ করিতেন। দুই এক বার সাহিত্য, পুরাবৃত্ত ও ধর্ম-নীতিতে আমার প্রদত্ত উত্তর সংবাদপত্রে ছাপা হয় ও ধর্মনীতিতে একটি রৌপ্য মেডেল প্রাপ্ত হই। তখন বেঙ্গল হেরাল্ড নামক একটি সংবাদপত্র ছিল। তাহা 'হিস্টরি অফ দি সিপয় মুটিনী' এবং 'হিস্টরি অফ দি আফগান ওয়ার' প্রণেতা লেফ্‌টেন্যাণ্ট উইলিয়ম কেই (ইহার পর তিনি 'স্যার' হয়েন) সম্পাদন করিতেন। আমি পুরাবৃত্ত বিষয়ক যে উত্তর দিয়াছিলাম তৎসম্বন্ধে তিনি উক্ত কাগজে যাহা লিখেন, তাহার প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া গেল।

"The distribution of scholarships and prizes to the students of the Hindu College took place on Thursday last. Our readers will have found the abstract of the proceedings of this interesting ceremony in our last. *The Hurkaru* has published them in *extenso* including the best essay which was read by its author and the best answers to the historical questions for the senior scholarship. The essay, compared with the Hindu College Prize essays of several years past printed in the report, is very inferior; but the answers to the historical questions are

astonishing for their fulness and general accuracy. They present too in their style a most marked contrast to the essay which is often not idiomatic while that of the answers is scarcely often otherwise. We have been told that it is the practice for the competitors for the scholarships to write their answers at first in rough draft and then copy them. Now if this was done in the case of the answers to which we are referring, the student who is the author of them must, besides a most extraordinary memory, and faculty of expression in English, write it with a rapidity which is rare even among Englishmen, for these answers occupy very nearly two columns of the Hurkaru very closely printed in brevier type. We write tolerably fast but we doubt if we could write the quantity in the same time; and we are quite sure that we could not write so much twice over without allowing a moment for thought and recollection. If Rajnarain Bose wrote his answers at once he cannot have taken any time to recall all the historical facts embodied in his answers but have written them off as if writing from a book and not from memory and his performance, despite some slight mistakes in matter and style, is really most extraordinary. He has not passed over a single question. He has answered every one in the most detailed manner generally with great accuracy and interspersed his answers with remarks that show considerable powers of reflection and discrimination. How comes it that he could not beat the essayist at the work, for the subject of the essay afforded great advantage to one whose mind is so wellstored with historical facts and who writes with such extraordinary ease and rapidity? The subject given was: "On the effects produced on the fortunes of different nations and of mankind in general by the individual character of remarkable persons illustrated from History." The author of the answers to the historical questions should surely have been able to write a better essay than the one to which the palm of superiority in business has been awarded."

["গত বৃহস্পতিবার হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে বৃত্তি ও পুরস্কার বিতরণ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের গত সংখ্যার কাগজে ইহার পাঠক-

গণ এই চিত্তাকর্ষক উৎসবের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার পাইয়াছেন। হরকরা সেগুলির বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন ; শুধু তাহাই নহে, স্বয়ং লেখক কর্তৃক পঠিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধটি এবং উচ্চ বৃত্তির জন্য পুরাবৃত্ত-বিষয়ক প্রশ্নের শ্রেষ্ঠ জবাবগুলিও তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে মুদ্রিত হিন্দু কলেজের গত কয়েক বছরের পুরস্কৃত প্রবন্ধগুলি অপেক্ষা এই প্রবন্ধটি অনেক নিকৃষ্ট; কিন্তু পুরাবৃত্ত-বিষয়ক প্রশ্নের জবাবগুলি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। জবাবগুলি যেমন সম্পূর্ণ তেমনই সাধারণভাবে নির্ভুল। রচনাটির শৈলী ভাল নয়, কিন্তু এই জবাবগুলির মুন্সিয়ানা অনস্বীকার্য। আমরা অবগত হইলাম যে, বৃত্তিগুলির জন্য প্রতিযোগিগণ তাঁহাদের জবাবগুলি সাধারণতঃ প্রথমে খসড়া আকারে লিখেন, তারপর সেগুলি নকল করিয়া দেন। এই নীতি যদি পুরাবৃত্ত-বিষয়ক জবাবগুলির ক্ষেত্রেও অনুসৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, যে-ছাত্রটি এগুলির রচয়িতা তাঁহার স্মৃতি শক্তি ও ইংরাজীতে তাঁহার প্রকাশ-ক্ষমতা তো বিস্মকর বটেই, উপরন্তু তিনি দ্রুত লিখনে ইংরাজগণেরও হিংসার উদ্রেক করিতে পারেন ; কারণ এই জবাবগুলি হরকরার প্রায় দুইটি স্তম্ভে ছোট হরফে ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা মোটামুটি দ্রুত লিখিতে পারি, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে এতটা লেখা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত কি না সন্দেহ ; উপরন্তু ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, না ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা দুইবারও ইহা লিখিতে পারিতাম না। রাজনারায়ণ বসু যদি একবারেই ইহা লিখিয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তিনি ঐতিহাসিক তথ্যগুলি স্মরণ করিয়া লইবার সময় পান নাই ; পক্ষান্তরে তিনি এমনভাবে লিখিয়াছেন যেন কোন পুস্তক হইতে লিখিতেছেন, স্মৃতি হইতে নহে। বিষয়গত ও শৈলীগত সামান্য ভুল থাকিলেও বাস্তবিকপক্ষে লেখকের এই কৃতিত্ব অত্যন্ত বিস্ময়কর। তিনি একটি প্রশ্নও ছাড়িয়া যান নাই ; প্রত্যেকটি প্রশ্ন বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছেন—বিস্তারিত তো বটেই, নির্ভুলও। উপরন্তু মাঝে মাঝে তিন যে মন্তব্যগুলি করিয়াছেন তাহা তাঁহার চিন্তাশক্তি ও নির্বাচন ক্ষমতার প্রভূত পরিচয় দেয়। তাহা হইলে এই প্রশ্ন উঠে যে, ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল, তিনি প্রবন্ধটি তত ভাল করিয়া লিখিতে পারিলেন

না, বিশেষ করিয়া যখন প্রবন্ধটির বিষয় তাঁহার ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ মনের অনুকূল ছিল এবং তাঁহার লিখনশক্তি দ্রুততায় ও সাবলীলতায় সিদ্ধ ছিল? যে বিষয়টি লিখিতে দেওয়া হইয়াছিল তাহা হইল এই ঃ "ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের একক চরিত্র কি ভাবে বিভিন্ন জাতি তথা সমগ্র মনুষ্যজাতির ভাগ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে?" পুরাবৃত্ত-বিষয়ক জবাবগুলির রচয়িতা নিশ্চয়ই পুরস্কৃত প্রবন্ধটি অপেক্ষা আরও ভাল করিয়া লিখিতে পারিতেন।"]

বেংগল হেরাল্ড ১৪ই জানুয়ারী, ১৮৪৩, শনিবার।

পাঠকবর্গকে এখানে আমার জানানো কর্তব্য যে আমি পুরাবৃত্তের প্রশ্নের উত্তর খসড়া অবস্থায় পরীক্ষককে দিয়াছিলাম। তাহা পরিষ্কার করিয়া লিখি নাই।

হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীতে এই সকল পুস্তক পঠিত হইত ঃ

(১) বেকনের—'এসেজ'।

(২) শেক্সপীয়রের—ম্যাকবেথ, লীয়র, ওথেলো, হ্যামলেট।

(৩) মিল্টনের—প্যারাডাইস লষ্ট, লিসিডাস, কোমাস, ল'এলেগ্রো, ইল পেনসেরসো, সনেটজ ইত্যাদি।

(৪) পোপের—'এসে অন ক্রিটিসিজম', 'রেপ অব দি লক', ইলয়সা টু আবেলার্ড, এলিজি অন দি ডেথ অফ এ ইয়ং লেডি, প্রোলোগ টু দি স্যাটায়ার্স ইত্যাদি।

(৫) ইয়ং-এর 'নাইট থটজ'।

(৬) গ্রে-র 'পোয়েমজ্'।

পুরাবৃত্তে কোন্ পুস্তক হইতে প্রশ্ন দেওয়া হইত, তাহা নির্ধারিত না থাকাতে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বৎসরের ভিতর পড়িতে হইত।

(১) হিউমের 'হিস্টরি অফ ইংলন্ড'। (সম্পূর্ণ)

(২) গিবনের 'রোমান এম্পায়ার'। (সম্পূর্ণ)

(৩) মিটফোর্ডের 'হিস্টরি অফ গ্রীস'।

(৪) ফার্গুসনের 'রোমান রিপাবলিকস্'।

(৫) এলফিনস্টোনের 'ইন্ডিয়া'।

(৬) রাসেলের 'মডার্ণ ইউরোপ'।

সর্বশুদ্ধ প্রায় ছত্রিশ ভালাম হইবে।

গণিত

(১) ইউক্লিড্—প্রথম ছয় খণ্ড ও একাদশ খণ্ড।

(২) বীজগণিত।

(৩) সমতল ও মাণ্ডলিক ত্রিকোণমিতি।

(৪) বৈশ্লেষণিক কনিক-এর অংশসমূহ।

(৫) অন্তরকলন এবং সমাকলন।

(৬) মিশ্র গণিত।

(ক) হেওয়েলের 'বলবিদ্যা'।

(খ) বার্কলির 'জ্যোতিষ'।

(গ) ওয়েবস্টারের 'উদস্থিতিবিদ্যা'।

(ঘ) ফেল্পের 'আলোক ও চক্ষু-বিদ্যা'।

(৭) গ্রহণ-এর হিসাব।

পাঠক দেখিবেন যে, উপরের ফর্দে গিবনের 'রোমান এম্পায়ার' উল্লিখিত আছে। পুরাবৃত্তলেখকের মধ্যে গিবন ও মেকলে, বিবিধ প্রবন্ধ লেখকের মধ্যে মেকলে এবং কবিদিগের মধ্যে স্পেন্সর, টমসন ও বাইরন আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। আমি সেক্সপিয়র ও মিল্টনের ক্ষমতা দেখিয়া স্তব্ধ হইতাম কিন্তু আন্তরিক ভালবাসাটা উপরোক্ত কবিসকলের প্রতি ছিল। মেকলের গ্রন্থের নাম "বর্ফি" রাখিয়াছিলাম। কলেজে থাকিতে আমি মনে মনে ভবিষ্যতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কার্য সম্পাদন করিবার কল্পনা করিতাম। তন্মধ্যে 'জাতীয় ও ব্যক্তিগত সুখসমৃদ্ধির বিজ্ঞান', একটি প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এবং একটি অতিবৃহৎ 'সার্বজনীন ইতিহাস' লিখিবার কল্পনা, এবং উৎকল, দ্রাবিড়, কর্ণাট, মহারাষ্ট্র পরিভ্রমণ করিয়া চারি বেদ ও সমস্ত পুরাণ সংগ্রহ করিবার কল্পনা প্রধান ছিল।

আমাদিগের সময়ে কাপ্তেন রিচার্ডসন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তাঁহার নিকটে আমি তিন বৎসর পড়ি। তাহার পরে তিনি বিলাত যান। তৎপরে দুই বৎসর কর সাহেবের নিকট পড়ি। কাপ্তেন সাহেব ইংরাজি

সাহিত্যশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সেক্সপিয়র তিনি যেমন পাঠ করিতেন ও বুঝাইতেন এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। মেকলে সাহেব তাঁহার সেক্ষপিয়র আবৃত্তি শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি ভারতবর্ষের সব কিছু ভুলিতে পারি, কিন্তু আপনার শেকস্‌পীয়র-আবৃত্তি ভুলিতে পারি না।' তিনি আশ্চর্যরূপে সেক্ষপিয়র বুঝাইয়া দিতেন। হ্যামলেটে যেখানে আছে "দ্যাট্‌ শোজ্‌ ইটস্‌ হোর লীভজ্‌ ইন দি গ্লাসী স্ট্রীম" সেই স্থান বুঝাইবার সময় তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে গাছের পাতা সবুজ, "হোর লীভজ্‌" এই প্রয়োগ কবি কেন ব্যবহার করিলেন? ইহার উত্তর দিতে না পারাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, পাতার নিম্নভাগই জলে প্রতিবিম্বিত হয়, সে ভাগ সাদা। তিনি 'লিটারারি লীভজ্‌', 'লিটারারি রিক্রিয়েশনজ' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা এবং 'সিলেকশনজ ফ্রম দি ব্রিটিশ পোয়েটস্‌' নামক সংগ্রহের সংগ্রহ-কর্তা। ঐ সংগ্রহের প্রথমে ইংরাজী কবিদিগের জীবনী আছে। তাহা অতি সংক্ষেপ অথচ অতি সুন্দররূপে লিখিত। এই সকল গ্রন্থ এক সময়ে ভারতবর্ষের কৃতবিদ্য সমাজে সর্বজনাদৃত ছিল। কাপ্তেন সাহেব ইয়ারগোছ লোক ছিলেন। যদি কেহ 'এ্যামিস' শব্দকে "এমিস" উচ্চারণ করিতেন, তাহা হইলে তখনই বলিতেন, 'ইউ আর এ মিস'। তিনি আমাদিগকে নাট্যালয়ে সর্বদা যাইতে বলিতেন। তাঁহার বাটীতে দেখা করিতে গেলে তিনি বলিতেন, 'আজ থিয়েটারে যাইতেছেন নাকি?' তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে, কবিতা আবৃত্তিবিদ্যা শিখিবার প্রধান স্থল নাট্যালয়। তিনি নিজে তথায় গিয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দিতেন, তাহারা সম্মানের সহিত তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিত। ইনি বিলাত হইতে ফিরিয়া হুগলী কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপ্যালী করেন। তৎপরে পুনরায় হিন্দু কলেজে নিযুক্ত হয়েন। শিক্ষা সমাজের সভাপতি ড্রিংকওয়াটার বেথুন সাহেবের সঙ্গে ইঁহার বিবাদ হওয়াতে ইনি ১৮৫০ সালে কর্মচ্যুত হয়েন। কর্মচ্যুত হইবার পর কলিকাতার ওয়েলিংটন দত্তদিগের দ্বারা সংস্থাপিত মেট্রোপলিটন কলেজে দিন কতক প্রিন্সিপ্যালী করেন। ইনি পুনরায় অনেক বৎসর পরে মেজর রিচার্ডসন হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের সাহিত্য-অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়েন। কয়েক মাস মাত্র ঐ কার্য করিয়া বিলাত প্রত্যাগমন করেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহাকে স্মরণ হইলে কি পর্যন্ত ভক্তি ও প্রেম উচ্ছ্বসিত হয়, তাহা বলিতে পারি না—তাঁহার স্বভাব বিশুদ্ধ ছিল না—কিন্তু তথাপি হয়। যখন তিনি প্রথম বিলাত যান, তখন তাঁহাকে আমরা যে অভিনন্দন পত্র দিই, তাহা তাঁহার সম্মুখে পড়িতে তিনি আমাকেই মনোনীত করেন। আমি কলেজে সর্বোত্তম আবৃত্তিকারী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলাম। যেমন ইতিহাসবিদ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলাম, তেমনই 'গুড রীডর' বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলাম।

ভি. এল. রীজ সাহেব আমাদিগের গণিতাধ্যাপক ছিলেন। ইনি এক অদ্ভুত জীব ছিলেন। ইনি ফ্রান্সের সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের ধ্বজাবাহক ছিলেন। নেপোলিয়নের প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ছিল। তাঁহার কথা বলিতে ইঁহার মুখ দিয়া লাল পড়িত। ইনি আদোবে ছাত্রদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতেন না; কিন্তু গণিতের কেমন একটি নৈসর্গিক ভয়ানকত্ব আছে, তাঁহার অধ্যাপনের সময় আইলে কোন কোন বালক কলেজের রেল টপকাইয়া পালাইত। আমি কখন রেল টপ্‌কাইয়া পালাই নাই; কিন্তু আমার স্মরণ হয়, তাঁহার ভয়ে সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় তলের হলে অন্য কতকগুলি ছোকরাদিগের সহিত লুকাইয়া ছিলাম। কমিটির মিটিঙ্গের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে ঐ হল বন্ধ থাকিত। আমরা সে দিন কোন রকমে তাহার ভিতর ঢুকিয়া ছিলাম। ইনি ইংরাজী ভাল উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। ইনি একদিন কেদারায় বসিয়া আছেন; ছারপোকা—যাহার সম্বন্ধে কোন সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন—

"হিমালয়ে হরঃশেতে হরিঃশেতে মহোদধে
সূর্যো ভ্রমতি চাকাশে মৎকুনস্য চ শঙ্কয়া।"

তাহা তাঁহার অত মোটা পেণ্টলুন ফুঁড়িয়া কামড়াইতে তিনি 'বাগ্‌স! বাগ্‌স!' না বলিয়া 'বোগ্‌স, বোগ্‌স' বলিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি 'ডি'-কে "দ" এবং 'টি'-কে "ত" উচ্চারণ করিতেন। একদিন তাঁহার ক্লাসে বসিয়া আমি সম্মুখে কাগজ রাখিয়া তাহাতে আঁকড়ি জুঁকড়ি পাড়িতেছিলাম; তিনি আমার পিছন দিকে দাঁড়াইয়া আমার দুই কাঁধে দুইহাত দিয়া মুখটি আমার মুখের অতি নিকটে আনিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া তিনি যেরূপ উচ্চারণ করিতেন সেরূপ

করিয়া বলিলেন, 'সাহিত্যে এত ভাল; গণিতে ভাল নয় কেন?'

এমন উত্তম-স্বভাব শিক্ষক আমি কখন দেখি নাই। তাঁহার স্বভাব অতি চমৎকার ছিল; কিন্তু ধর্ম বিষয়ে তিনি ঘোর সংশয়বাদী ছিলেন। কাপ্তেন সাহেবের খ্রীষ্টিয়ধর্মে বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু তিনি সংশয়বাদী ছিলেন না। কবিরা কখন সংশয়বাদী হইতে পারেন না। মেকলে সাহেব বলিয়াছেন, শেলী নাস্তিক হইলেও তাঁহার আস্তিকতা তাঁহার কবিতার নানা স্থানে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

কর সাহেব কাপ্তেন সাহেবের মতন জাঁকালো লোক ছিলেন না কিন্তু প্রগাঢ় বিদ্বান ছিলেন। কাপ্তেন সাহেব এক বিষয়ে অর্থাৎ ইংরাজী সাহিত্য বিষয়ে আসাধারণ রূপে ব্যুৎপন্ন ছিলেন কিন্তু কর সাহেব সকল বিষয় জানিতেন। যখন আমরা কাপ্তেন সাহেবের শিক্ষাধীন ছিলাম তখন তিনি ধর্মনীতি বিষয়ে লেকচার দিতেন। তাহার পর যখন কর সাহেবের শিক্ষাধীন হই, তখন তিনিও ঐ বিষয়ে লেকচার দিতেন। কিন্তু আমরা দুই তুলনা করিয়া দেখিয়াছি কর সাহেবের লেকচার গভীরতর বোধ হইত কিন্তু তত সুন্দর বোধ হইত না। কর সাহেব আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি প্রথমে হেড মাষ্টার ছিলেন, পরে প্রিন্সিপাল হন। তাঁহার হেড মাষ্টারের পদ হইতে উন্নতির জন্য চেষ্টা বিষয়ে আমাকে সব খুলিয়া বলিতেন। তাঁহার ধর্মমত কিরূপ ছিল আমরা অবধারণ করিতে সমর্থ হই নাই। এক দিন তিনি আমাদিগের নিকট আমাদিগের দেশের পৌত্তলিকতার সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের বোধ হইল তিনি প্রগাঢ় খ্রীষ্টিয়ান নহেন। ইনি পরে হুগলী কলেজের প্রিন্সিপাল হয়েন। সেই অবস্থাতে গবর্ণমেন্টের আদেশানুসারে মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার স্কুলসকল পরিদর্শন করিতে যান। সেই সময়ে তাঁহার সহিত আমার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। আমি ঐ সময়ে মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলাম। ইনি বিলাত গিয়া ভারতবর্ষ বিষয়ে দুইখানি পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহাদের নাম 'ডোমেস্টিক ম্যানার্স অফ দি হিন্ডুজ্' এবং 'গ্লিম্প্সেজ অফ ইন্ড'। তিন-চারি বৎসর হইল (এক্ষণে ১৮৮৯) তাঁহার মৃত্যু-সমাচার সংবাদপত্রে পাই। এই সমাচার পাইবার পূর্বে কতবার আমি এইরূপ দিবা-স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, আমি যেন এই বৃদ্ধ বয়সে স্কটলণ্ডে গিয়া তাঁহার সহিত

সাক্ষাৎ করিতেছি, আর তিনি আমাকে দেখিয়া যাহার পর নাই আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

আমাদিগের আর এক অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহার নাম হালফোর্ড সাহেব। মানুষটি সকল বিষয়ে বিশেষতঃ ব্যাকরণ ও শব্দ শাস্ত্রে অসাধারণ বিদ্বান ছিলেন। লোকটি বড় নীরস ছিলেন কিন্তু স্বভাব ভাল ছিল। ইনি একদিন প্রস্রাব করিতে গিয়াছেন, আমরা তাঁহার নোট বই খুলিয়া দেখিলাম, এক স্থানে 'স্নেক, স্-নেক, নেক, নাক, নাগ' লিখিত রহিয়াছে। এইরূপে সংস্কৃত "নাগের" সংগে ইংরাজী "স্নেক" শব্দ মিলাইয়া দিয়াছেন। আর এক স্থানে দেখিলাম "বোক্কাস্ কিং অফ মাউরিটানিয়া, বোক্কাস্ (গ্রীক ভাষায়)=ছাগল=বোকা (বাংলা) অর্থাৎ বোকা ছাগল।" সেই নোটবয়ে আমরা দেখিলাম এক স্থানে রসিক পুরুষ একটি কবিতা লিখিয়া রাখিয়াছেন। আমরা কখন মনে করি নাই যে হালফোর্ড সাহেব কবিতা লিখিতে পারেন অথবা কবিতা লিখিতে ভালবাসেন। সেই কবিতা লর্ড এলেনবরোর প্রতি উক্ত। বিষয় চীনের সহিত যুদ্ধ। উহাতে এক স্থানে চীন সম্রাটকে 'সেরিক লর্ড' বলা হইয়াছে, দেখিলাম। রোমানেরা চীন দেশকে সেরিকা বলিত। ইনি একদিন আমাদিগকে বলিলেন যে সেম্যাটোলজি নামে একটি নূতন বিদ্যা ইংলণ্ডে আবিস্কৃত হইয়াছে। তাহা ব্যাকরণ, ন্যায় ও অলংকার এই তিনের সংযোগ। সেম্যাটোলজি নামেতে আমাদিগের বড় আমোদের উদয় হইল। আমরা তাঁহাকে ঐ বিষয়ে লেক্চার দিতে প্রার্থনা করিলাম। যে কয়েকজন অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে আমি প্রধান। তিনি কর সাহেবকে আমাদিগের উৎসাহের কথা বলাতে কর সাহেব বলিলেন, "আপনাকে উহারা ঠাট্টা করিয়াছে।" সেই অবধি আমার প্রতি কিছু দিনের জন্য বাম ছিলেন এবং কর সাহেবও যখন আমাকে নিজ হইতে (কলেজ কমিটি হইতে যাহা পাওয়া গিয়াছিল তাহার অতিরিক্ত) সার্টিফিকেট দেন, তখন তাহাতে লিখিয়া দিয়াছিলেন "যতদূর প্রত্যক্ষভাবে জানি, তাহার স্বভাব চরিত্র ভাল ছিল।" কলেজ কমিটির সার্টিফিকেটে লেখা ছিল "তাহার স্বভাবচরিত্র অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিল।" সেম্যাটোলজি বিদ্যার উল্লেখ একবার যাহা আমরা হালফোর্ড সাহেবের মুখে শুনিয়াছিলাম, আর কখন শুনি নাই। হালফোর্ড সাহেবের আর দুই একটি

গল্প আমার প্রণীত হিন্দু কলেজের ইতিবৃত্তে আছে।

আমার সহাধ্যায়ীর মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আনন্দকৃষ্ণ বসু, জগদীশনাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র দেব ও গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রধান ছিলেন। পরলোকগত কবিবর মাইকেল মধুসূদন সেকেন্ড ক্লাস হইতে খ্রীষ্টিয়ান হইয়া ছাড়িয়া যান। তৎপরে বিশপ্স্ কলেজে ভর্তি হয়েন। প্যারীচরণ সরকার প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রোফেসর এবং সুরাপাননিবারণী সভার প্রথম সংস্থাপক ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ব্যারিষ্টর। তিনি খ্রীষ্টিয়ান হইয়া বিলাত যান। ইনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু আইনের অধ্যাপক পদে দিন কতক নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণে (১৮৮৯) তিনি তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। লিভিতে ইঁহার কন্যার ভারতীয় পরিচ্ছদ দেখিয়া ভারত-সাম্রাজ্যেশ্বরী ভিক্টোরিয়া বড় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইনি খ্রীষ্টিয়ান হইয়া যখন ভারতে ছিলেন, তখন এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, 'আমি ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টান'। মানুষ হাজার উদার হউক তাহার পক্ষে জাত্যভিমান সম্যকরূপে পরিত্যাগ করা সুকঠিন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভূত যশের সহিত ইন্সপেক্টর অব স্কুলজ্ পদের কার্য সম্পাদন করিয়া এক্ষণে পেন্সন লইয়াছেন। ইনি বঙ্গভাষায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা এবং 'গার্হস্থ্যবিধি' প্রভৃতি কতকগুলি অতি উত্তম গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষাতে রচনা করিয়াছেন। যোগেশচন্দ্র ঘোষ কলিকাতার বিখ্যাত কালীশঙ্কর ঘোষদিগের বংশজাত। ইনি গণিত বিদ্যাতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী কার্য কিছুদিন করিয়া পরলোক গমন করেন। আনন্দকৃষ্ণ বসু বিখ্যাত সর্ রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র। ইনি এক্ষণে জীবিতমান আছেন। ইনি কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ বিদ্বান ও রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ ও রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেবের লেখাপড়ার কার্যে তাঁহাদিগের ডান হাত বলিলে হয়। জগদীশনাথ রায় বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম জেলা পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র অনেক দিন অত্যন্ত সুখ্যাতির সহিত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য করিয়া এক্ষণে পেন্সন লইয়াছেন। পরলোকগত নীলমাধব মুখোপাধ্যায় কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। গিরীশচন্দ্র দেব

মাইকেল মধুসূদন দত্ত



শ্রেণীতে উঠি, সেই বৎসর তিনি কলেজ পরিত্যাগ করেন। শ্রুত হওয়া গিয়াছিল যে, তাঁহার ঐ জীবনী প্রণয়নে মহা খ্যাত্যাপন্ন খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম প্রচারক ডাক্তার ডফ সাহায্য করেন। ঐ জীবনী কিশোরী বাবুর সাংসারিক উন্নতির কারণ হয়। তাঁহার ঐ লেখা বেঙ্গল সেক্রেটরী হেলিডে সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হেলিডে সাহেব তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী পদ দেন। আমি উক্ত জীবনী রচনায় বিলক্ষণ সাহায্য করি। রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় অনেক গল্প আমার পিতার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিই। এই সকল গল্পের সঙ্গে একটি গল্প এইরূপ ছিল যে রামমোহন রায় নিজের প্রচারিত ধর্ম্মকে 'ইউনিভর্সাল রিলিজিয়ন' অর্থাৎ বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন, আর যখনই এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেন, তখনই তাঁহার অশ্রুপাত হইত। আমার পিতাঠাকুরও যখন ঐরূপ বলিতেন, তখন গদগদ হইতেন।

কলেজে পড়িবার সময় বিখ্যাত রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁহার বাটী ঐ সময়ে ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের প্রধান আড্ডা ছিল। এই জন্য তিনি "এজুরাজ" অর্থাৎ এডুকেটেডদিগের রাজা এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তিনি ইংরাজীওয়ালাদিগের অনভিষিক্ত রাজা (আন্‌ক্রাউনড্‌ কিং) ছিলেন। তিনি ঐ বৎসর পূজার সময় তাঁহার অতি সুন্দর ক্ষুদ্র ষ্টীমার "লোটস" (পদ্ম) আরোহণ করিয়া রাজমহল ও গৌড়ের ভগ্নাবশেষ দেখিবার জন্য গমন করেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও আমাকে এবং অন্যান্য দুই-একজনকে সঙ্গে লইয়া যান। অদ্য তিন বৎসর হইল "সুরভি" সংবাদপত্রে উক্ত ভ্রমণের বৃত্তান্ত প্রকাশ করি, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

এক্ষণে বাঙ্গালীরা কত দেশদেশান্তর যাইতেছে, সাত সমুদ্র তের নদী পার বিলাত যাইতেছে, কেহ কেহ আট সমুদ্র চৌদ্দ নদী পার আমেরিকায় যাইতেছে। কিন্তু চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে কেহ যদি লেণ্ডোর বা মসূরী পর্য্যন্ত যাইত, তাহা হইলে তাহাকে লোকে বীর পুরুষ জ্ঞান করিত। স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ ততদূর গিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার বীরত্ব আমরা কত-

দূর প্রশংসনীয় জ্ঞান করিতাম তাহা বলিতে পারি না। উক্ত ঘোষজা মহাশয় তাঁহার সময়ে ইংরাজীওয়ালাদিগের প্রধান নেতা ছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজের উত্তীর্ণ এবং উক্ত কলেজে পঠনশীল যুবকদিগের অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহারা সকলে রামগোপাল বাবুর বাটীতে একত্রিত হইয়া তাঁহার সহিত ইংরাজীতে কথোপকথন করিতেন এবং ইংরাজী বিদ্যাবিষয়ক আলাপ করিয়া তৃপ্তিসুখ উপভোগ করিতেন। এই জন্য তিনি "এজুরাজ" বলিয়া খ্যাত ছিলেন। এই এজু শব্দ এডুকেটেড শব্দের অপভ্রংশ। ১৮৪৩ সালে যখন আমরা কলেজের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করি, তখন একদিন রামগোপাল বাবুর সহিত আমাদের পরামর্শ হইল যে তাঁহার 'লোটস' ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া পূজার ছুটি বঙ্গদেশ ভ্রমণে অতিবাহিত করা যাইবে। তাঁহার লোটস ষ্টীমারটি ক্ষুদ্র, কিন্তু দেখিতে অতি সুন্দর, যথার্থই তাহা তাহার নামের উপযুক্ত ছিল। সেটিকে যথার্থ পদ্মের ন্যায় দেখাইত। বাষ্পীয় পোত আরোহণ করিয়া বঙ্গদেশের দূরস্থ স্থান ভ্রমণ করা তখন দুঃসাহসিক কার্য্য বলিয়া লোকে মনে করিত। এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে আমি প্রবৃত্ত হইব, পূর্ব্বে মাতাঠাকুরাণী তাহা জানিতে পারিলে ভ্রমণে যাইতে দিবেন না, অতএব তিনি যাহাতে টের না পান অথচ কার্য্যটি সমাধা করিতে হইবে এই জন্য একটি ষড়যন্ত্র করিলাম। সে ষড়যন্ত্রের ভিতর কেবল আমি ও আমার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর মহাশয় ছিলেন। স্থির হইল, মাতা ঠাকুরাণীকে বলা হইবে যে আমি রামগোপাল বাবুর স্বগ্রাম বাঘাটী যাইতেছি, তাহার পর ক্রমে ক্রমে পিতা-ঠাকুর যথার্থ কথা ব্যক্ত করিবেন। যে দিন আমরা বাষ্পীয়পোত আরোহণ করিব সেদিন উৎসাহের সীমা কি? সকাল সকাল আহারাদি করিয়া আমরা কয়জনে রামগোপাল বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তখন ব্যাগ নামক পদার্থ—যাহা এক্ষণে কাপড়, তরকারী, ফল, হুঁকা, তামাক প্রভৃতি জগতের জিনিসে পরিপূর্ণ হইয়া ভদ্রলোককে ভদ্র মুটিয়াতে পরিণত করে—তাহার ব্যবহার ছিল না। আমরা প্রত্যেকে এক একটি কাপড়ের মোট লইয়া ষ্টীমার আরোহণ করিয়া ত্রিবেণী পৌঁছিলাম। পূর্ব্বে ত্রিবেণী, বলাগড়, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান কি স্বাস্থ্যকর স্থানই ছিল! লোকে কলিকাতা হইতে জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তথায় যাইত। এক্ষণে ঐ সকল স্থান ম্যালেরিয়ার আকর

হইয়াছে। বাঘাটী ত্রিবেণীর নিকটস্থ গ্রাম। আমরা তথায় রামগোপাল বাবুর গ্রাম্য বাটীতে পূজার কয়েক দিন যাপন করিলাম। রামগোপাল বাবু নিজে পূজার কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন না; তাঁহার সম্পর্কীয় একটি বৃদ্ধ লোক পূজার সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন, কেবল শান্তিজল লইবার দিনে রামগোপাল বাবুকে শান্তিজল নিতে দেখিলাম। এ কয়েক দিবস কেবল মেকলের রচনাবলী (মেকলে'জ এসেজ্) পাঠ করি। তখন আমরা মেকলে-খোর ছিলাম। তাঁহাকে ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া বোধ হইত। এক্ষণে তাঁহার শত শত মহদ্‌গুণ সত্ত্বেও তাঁহাকে কবিওয়ালা ও তাঁহার এক একটি রচনা (এসে) এক এক তান কবির ন্যায় জ্ঞান হয়। অমন পক্ষপাতী, একবগ্‌গা ও অত্যুক্তিপ্রিয় গ্রন্থকার অতি অল্পই আছে। তৎপরে ত্রিবেণীতে পুনরায় ষ্টীমার আরোহণ করিয়া আমরা মুর্শিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করিলাম। দিনগুলি অতি আমোদে কাটান হইত। প্রাতে উঠিয়া চা, বিস্কুট ও ডিম খাওয়া হইত। মধ্যাহ্নকালে বাঙ্গালীর ভাত, ডাল, মাছের ঝোল; রাত্রিতে ইংরাজীতর অথবা হিন্দুস্থানীতর আহার হইত। সকাল বিকাল দুই বেলা তীরে নামিয়া আমরা পাখী মারিতে যাইতাম। সেই পক্ষীর মাংস ভক্ষণ করা যাইত। একদিন রামগোপাল বাবু আমাকে একটি পিস্তল ছুঁড়িতে দিলেন। আমি বলিলাম, "আমি পিস্তল কখন ছুঁড়ি নাই, ভয় হইতেছে পাছে হাতটা উড়িয়া যায়।" রামগোপাল বাবু বলিলেন, "গেলই বা।" তখন ঐ কথা কঠোর বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি। আমরা ক্রমে বঙ্গদেশের অক্সফোর্ড নবদ্বীপ পার হইয়া বিল্বগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়কে ষ্টীমারে উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্য তথায় ষ্টীমার নোঙর করিলাম। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সে সময়ের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বঙ্গভাষায় একজন সুকবি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত প্রধান কবিতার নাম বাসবদত্তা। তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। বিটন স্কুল যখন প্রথম স্থাপিত হয়, তখন আপনার কন্যাকে উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইয়া এবং অন্যান্য প্রকারে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তাররূপ মহৎ কার্য্যে বিটন সাহেবকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিটন সাহেব এজন্য তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন এবং "মাই ডিয়ার মদন" (প্রিয় মদন) বলিয়া পত্র লিখিতেন। ইনি ও ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর মহাশয় "সর্ব্বশুভংকরী" নামে পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকাতে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে একটি প্রস্তাব তর্কালংকার মহাশয় লিখিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক ঐরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব অদ্যাপি বংগভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। তর্কালংকার মহাশয় বিল্বগ্রামের একজন ভট্টাচার্য্য হইয়া সমাজ-সংস্কার কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি সহস্র সাধুবাদের উপযুক্ত। আমরা তর্কালংকার মহাশয়কে সংগে লইয়া মুরশিদাবাদাভিমুখে গমন করিলাম। আমরা মুরশিদাবাদের ঘাটে নোঙর করিয়াছি, এমন সময়ে নবাবের মাল বোঝাই করা একটি লম্বোদর ভড় কৃশাংগী "লোটসের' উপর আসিয়া জোরে পতিত হয়। তাহাতে লোটসের বিলক্ষণ অংগহানি হয়, লোটসের আরোহী কয়েকজন বীর পুরুষ ভড়ের উপর উঠিয়া মাঝিদিগকে উত্তম মধ্যম দেন। এইরূপ উত্তম মধ্যম দিয়া মুরশিদাবাদ সম্মুখে আর থাকা বিধেয় নহে জ্ঞান করিয়া ভাগীরথী ও পদ্মার সংগম-স্থলাভিমুখে ষ্টীমার চালান হয়। তৎপরে উক্ত সংগমস্থল হইতে আমরা রাজমহলাভিমুখে যাত্রা করি। রাজমহলে পোঁছিয়া তথায় মুসলমান নবাব-দিগের নির্ম্মিত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দর্শন করি। তন্মধ্যে কৃষ্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত সিংহ-দালান প্রধান। এই দালানে বসিয়া নবাব প্রত্যহ দরবার করিতেন। ভূতপূর্ব্ব হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ইংরাজী সুকবি ও কাব্য-শাস্ত্রবিশারদ, সেক্সপিয়র প্রণীত নাটকের বিখ্যাত আবৃত্তিকারী আমাদিগের শিক্ষক সুপ্রসিদ্ধ কাপ্তেন রিচার্ডসন এই সকল ভগ্নাবশেষ সম্বন্ধে যে একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার বাংগালা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

এস হে, পথিক! হেথা, এস এই স্থানে,
কালের নাশিনী গতি হের এই খানে।
যখন নিশীথ কালে পেচকের রব,
শ্রবণবিবরে আসি পশিবেক তব,
সুতীক্ষ্ম চীৎকার ধ্বনি উঠিবে সঘনে
কৃশতনু শিবা হতে নির্জ্জন গগনে;
যদি হে! তোমার চিত্ত হয় হে তেমন
পবিত্র উৎসাহে পূর্ণ, কবিত্বে মগন,

কিম্বা জ্ঞান-চিন্তারত হয় তব মন,
এ ভগ্ন প্রাচীর তোমা বলিবে তখন,—
কি অনিত্য হয়, হায়! পার্থিব গৌরব,
মানব কীরিতি সহ গত হয় সব,
আশা ভরসা যত যৌবনের সাথে
হৃদয় ভগ্নাবশেষ রাখিয়া পশ্চাতে।

যখন রেলওয়ে রাজমহল পর্য্যন্ত হয়, তখন এই সকল ভগ্নাবশেষ রেলওয়ে এবং রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের বাসস্থান নির্ম্মাণ জন্য একেবারে বিধ্বস্ত করা হয়। যখন এই বিধ্বংস কার্য্য চলিতেছিল, তখন আমি এই ভ্রমণের ১৭ বৎসর পরে রাজমহলে পুনরায় একবার যাই। তখন গিয়া দেখি মজুরেরা অতি কষ্টে নবাবদিগের অট্টালিকাসকল ভাঙ্গিতেছে। সেকালে অট্টালিকাসকল খুব মজবুত ছিল, এক্ষণকার অট্টালিকাসকল আদৌ সেরূপ মজবুত নহে। ইংরাজনির্ম্মিত অট্টালিকাসকলে শীঘ্র ফাট ধরে। রাজমহলের উল্লিখিত ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়া আমরা ষ্টীমারে আরোহণপূর্ব্বক, রাজমহলের পর্ব্বতের দিকে গঙ্গা নদীর যে খাড়ী গিয়াছে সেই খাড়ীর ভিতর দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিয়া উক্ত পাহাড়সকল পর্য্যবেক্ষণ করি ও পাহাড়িয়াদিগের বন্য গীত শ্রবণ ও বন্য নৃত্য দর্শন করি।

তৎপরে রাজমহল হইতে মহানন্দা-পদ্মা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলাভিমুখে গমন করি। এই পথে জলদস্যুর ভয় থাকাতে আমরা রাত্রিতে ষ্টীমারের ডেকের উপর ভাল করিয়া পাহারা দিতাম। আমি মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া তলওয়ার হাতে করিয়া পাহারা দিতাম। যখন আমরা মহানন্দার ভিতরে প্রবেশ করিলাম, তখন তাহার পুষ্করিণীর জলের ন্যায় আকাশবর্ণ জল ও তীরস্থ শ্যামল বন উপবন দর্শন করিয়া মনে মহানন্দ উপস্থিত হইল। যখন মহানন্দা নদীর ভিতর ষ্টীমার অগ্রসর হইতে লাগিল তখন গ্রাম্য লোকেরা "ধোঁয়া কলের লা এয়েছেরে" "ধোঁয়া কলের লা এয়েছেরে" বলিয়া তীরে আসিয়া বাষ্পীয়পোত দর্শন করিতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে বাষ্পীয়পোত কখন মহানন্দার ভিতর প্রবেশ করে নাই। লোকে তাহা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইল এবং আমাদিগকে কোন শ্রেষ্ঠতর লোক হইতে সমাগত অদ্ভুত জীব মনে

করিল। ষ্টীমার হইতে যখন গ্রামে কেহ দুধ কিনিতে যাইত, তখন সে গিয়া দেখিত, যে গ্রামের সমস্ত লোক পলায়ন করিয়াছে, গ্রাম শূন্য পড়িয়া আছে। একি ব্যাপার! আমরা ইহা দেখিয়া মনে করিলাম যে, আমরা কলম্বস ও তাঁহার সঙ্গীর ন্যায় কোন একটা নূতন আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছি; ও সেই আমেরিকাবাসী ইণ্ডিয়ানগণ আমাদিগের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতেছে। ইহার মধ্যে একদিন মহানন্দার তীরে আমরা রাত্রে নঙ্গর করিয়া আছি, এমন সময়ে বাঘের ডাক শুনা গেল। যখন আমরা ভোলাহাট নামক স্থানের সম্মুখে পৌঁছিলাম, তখন আমরা একটি "কড়কড়ে পানীতে" (র‍্যাপিড) পড়িলাম। ষ্টীমার কোন মতে আর অগ্রসর হয় না। আমরা রামগোপাল বাবুকে বলিলাম, আর অগ্রসর হইবার আবশ্যক নাই, ঘরে ফিরিয়া যাওয়া যাক্। রামগোপালবাবু অসমসাহসিক কার্য্যসকল করিতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি বলিলেন, "ফিরিয়া যাওয়া আমাদের অভিধানে লেখে না, ষ্টীমারের কলে সম্পূর্ণ জোর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তাহাতে বইল (বয়লার) ফাটিয়া আমরা যদি আকাশে উড়িয়া যাই, তাহাতে ক্ষতি নাই।" রামগোপালবাবু বলিতেন যে এমন অনেকবার ঘটিয়াছে যে, বন্দুকের গুলি তাঁহার শরীরের খুব নিকট দিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে স্পর্শও করে নাই। তিনি বলিতেন "আমি মন্ত্রপূত জীবন ধারণ করি।" (আই বেয়ার এ চার্মড্ লাইফ)। ষ্টীমারে পূর্ণ জোর দিবার পূর্ব্বে ষ্টীমার হালকি করিবার জন্য ষ্টীমারের অধিকাংশ জিনিষপত্র জালিবোটে করিয়া তীরে নামান হইল। ষ্টীমার স্বকীয় কলে সম্পূর্ণ জোর পাইয়া ভয়ানক গাঢ় বাষ্পরাশি পুনঃ পুনঃ উদ্গিরণ করতঃ ঈশ্বরেচ্ছায় "কড়কড়ে পানী" কোন প্রকারে পার হইল। নদীর দুই তীর লোকে লোকারণ্য; যেমন পার হইল অমনি রামগোপালবাবু রামমোহন রায়ের গান ধরিলেন, "ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়," কেবল "অন্যের" শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া "জলের" এই শব্দ ব্যবহার করিয়া গান গাইতে লাগিলেন,—"ভয় করিলে যাঁরে না থাকে জলেরই ভয়।" তৎপরে আমরা মালদহ নগরে উপস্থিত হইয়া তথাকার তদানীন্তন ডেপুটী কলেক্টরবাবুর বাসায় আতিথ্য স্বীকার করিলাম। তিনি আমাদিগকে সমাদরে তাঁহার বাসায় রাখিলেন। তথায় দুই-এক দিন অবস্থিতি করিলে

পরে গৌড়নগরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে সংকল্প হইল। ঐ ভগ্নাবশেষ মালদহ নগর হইতে আট ক্রোশ দূরে অবস্থিত। উহা দেখিতে নিবিড় বনাকীর্ণ, আমাদিগের সঙ্গে যে কয়েকটি বন্দুক ছিল, তদ্ব্যতীত আর কয়েকটি বন্দুক ও কয়েকটি হস্তী সংগ্রহ করা গেল। আমাদিগের সঙ্গে মালদহের তদানীন্তন সিবিল সার্জ্জন সাহেব জুটিলেন, তাঁহার নাম এতদিন পরে স্মরণ হইতেছে না, বোধ হয় ডাঃ এল্টন হইবে। এক হস্তীর উপর রামগোপালবাবু ও ডাক্তার সাহেব এবং অন্যান্য হস্তীর উপর আমরা সকলে চলিলাম। তর্কালঙ্কার মহাশয় একটি হস্তীতে উপবিষ্ট ছিলেন—কোট ও পেণ্টলুন পরা, হাতে বন্দুক, কিন্তু মাথায় টিকি ফর্‌ফর্‌ করিয়া বাতাসে উড়িতেছে! দৃশ্যটি দেখিতে মনোহর হইয়াছিল। যাইতে যাইতে তর্কালঙ্কার হাতীর উপর হইতে পড়িয়া গেলেন। হাতীটি অতি শায়েস্তা ছিল, অমনি থমকিয়া দাঁড়াইল। আর এক পা নিক্ষেপ করিলে তর্কালঙ্কার মহাশয় চেপটিয়া যাইতেন। এইরূপে আমরা গৌড়ে উপস্থিত হইয়া কোতোয়ালি দরজা নামক সেকালের কোতোয়ালির ভগ্নাবশেষের মধ্যে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ঐ কোতোয়ালি দরজার খিলান অতি বৃহৎ। এ প্রকার খিলান, বোধ হয়, ভূমণ্ডলে অতি অল্প স্থানেই আছে। তৎপরে আহারের উদ্‌যোগ হইল। সাহেব ও রামগোপালবাবু একত্রে আহার করিলেন, আমাদের বাঙ্গালীতর বন্দোবস্ত হইল। গৌড়ের জঙ্গলবাসী কতকগুলি লোক সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। তাহাদিগের নিকট হইতে আমরা মহিষের দুগ্ধ কিনিলাম এবং কয়েজনে পড়িয়া খিচুড়ি রাঁধিলাম। ভোজন সমাধা করিয়া আমরা ভগ্নাবশেষ দর্শনে বহির্গত হইলাম। আমরা দেওয়ান-খানা নামক একটি ভগ্নাবশেষ দেখিলাম। এইখানে বাদসাহের প্রত্যহ দরবার হইত। প্রাচীরের উপর অতীব সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দেখিলাম। সেই কারুকার্য্যের মধ্যে কোরান হইতে উদ্ধৃত কয়েকটি আরবী বাক্য খোদিত দৃষ্ট হইল। আমি যেন আমার সম্মুখে দেখিতে পাইলাম যে, বাদসাহ সিংহাসনে আসীন আছেন, আর উজীর ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবনতজানু হইয়া উপবিষ্ট আছেন, অনতিদূরে সুবিচারপ্রার্থী অসংখ্য মুসলমান ও হিন্দু দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তৎপরে চটকা গেলে বোধ হইল যেন আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম।

মনুষ্যের কীর্ত্তি কি অস্থায়ী! যে স্থান এরূপ জনতা ও লৌকিক কার্য্যের ব্যস্ততার আধার ছিল, তাহা এক্ষণে বিজন ও ভয়ানক হিংস্র জন্তুর আবাস হইয়াছে। তৎপরে আমরা প্রকান্ড প্রকান্ড কয়েকটি পুষ্করিণী দেখিলাম; সে সকল পুষ্করিণী এক একটি হ্রদের ন্যায়। তাহাতে বৃহৎ বৃহৎ কুমীর ভাসিতে দেখা গেল। এক স্থানে আমরা কলিকাতার অক্টারলনী মনুমেণ্টের ন্যায় একটি অত্যুচ্চ স্তম্ভাকৃতি গৃহ দেখিলাম। শুনিলাম যে, তাহার উপর রাজ-জ্যোতির্ব্বেত্তা রাত্রে উঠিয়া নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। আমার ক্ষণেকের জন্য স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইল, যেন অদ্যাপি রাত্রে উষ্ণীষধারী ও আপাদলম্বিত আলখাল্লাপরিহিত রাজ-জ্যোতির্ব্বেত্তা নভোমণ্ডলে দূরবীক্ষণ নিয়োগ করতঃ নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। এইরূপ অন্যান্য অনেক ভগ্নাবশষ দেখা গেল। এই সকল ভগ্নাবশেষের বৃত্তান্ত র‍্যাবেন্‌শা সাহেব সম্প্রতি তাঁহার প্রণীত "রুইন্‌স্ অব্ গৌড়" নামক গ্রন্থে সবিশেষ বিবৃত করিয়াছেন। এই সকল ভগ্নাবশেষ দেখিয়া আমরা মালদহ নগরে প্রত্যাগমন করিলাম। সে দিবস সাহসী রামগোপালবাবু ও ডাক্তার সাহেব ব্যতীত আর সকলের সৌভাগ্যক্রমে ব্যাঘ্র কিংবা অন্য কোন হিংস্র জন্তুর সহিত মোলাকাৎ হয় নাই, তাহা হইলে আমাদিগের মধ্যে যে কয়জন অপদার্থ ভীরু বাঙ্গালী ছিল, তাহাদিগের দুর্দ্দশা কি হইত বলা যায় না।

হিন্দু কলেজে পড়িবার সময় আমার ধর্ম্মমতে পর পর কতকগুলি পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু ঊনিশ বৎসরের সময় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হইলে যে আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম হই, তাহা এখনও আছি। এই সম্বন্ধে দেবেন্দ্রবাবু আমাকে তাঁহার কোন পত্রে নানকের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া লিখেন, "যুগে যুগে একো বেল।" পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে শেভালিয়র র‍্যামজে-র 'সাইরাসেজ ট্র্যাভেলজ্' পড়িয়া প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে আমার বিশ্বাস বিচলিত হয়। তৎপরে রামমোহন রায়ের 'অ্যাপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক ইন ফেভর অফ্ দি প্রিসেপ্টস্ অফ্ জীসাস' এবং চ্যানিঙ্গের গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টীয়ান হই, তৎপরে ঈষৎ মুসলমান হই, পরিশেষে কলেজে ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্ব্বে হিউম পড়িয়া সংশয়বাদী হই। যে পুস্তক যখনই পাঠ করা যায় তখনই

সেইরূপ হওয়া অবশ্য বালকতা বলিতে হইবে, আর তখন যথার্থই বালক ছিলাম।

ঈষৎ মুসলমান হইবার বৃত্তান্ত এই। প্রথম যাহা ঠাট্টাতে আরম্ভ করিলাম, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে যথার্থতঃ হইয়া পড়ি। কলেজে থাকিতে দেখিলাম, সহাধ্যায়ী জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের ঝোঁক ত্রিত্ববাদাত্মক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের (ট্রিনিট্যারিয়ান ক্রিশ্চিয়ানিটি) দিকে। উক্ত ধর্ম্ম আমার বিষদৃষ্টির বিষয় ছিল। আমি মিছামিছি মুসলমান হইলাম এবং আমার সমাধ্যায়ীদিগের নিকট জ্ঞানেন্দ্রমোহন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের পক্ষে যে প্রমাণ দেখাইতে লাগিলেন, আমি ঠিক সেইরূপ প্রমাণ মুসলমান ধর্ম্মের পক্ষে দেখাইতে লাগিলাম। তখন খ্রীষ্টীয় জগতে পেলি সাহেবের আদর বড়। আমি দেখাইলাম যে পেলি সাহেব খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের পক্ষে যে প্রমাণ দেখাইয়াছেন, ঠিক সেইরূপ প্রমাণ মুসলমান ধর্ম্মের পক্ষে দেওয়া যায়। সমাধ্যায়ীরা ধরিল যে, মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি যদি এতই অনুরাগ তবে তুমি প্রকাশ্যরূপে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর না কেন। আমি বলিলাম, অবশ্য গ্রহণ করিব। আমি তৎপরে এই মর্ম্মে এক হস্তলিখিত ঘোষণাপত্র প্রচার করিলাম যে, অমুক দিন আমি কলেজ ষ্ট্রীটে যে মশজিদ আছে (সে মশজিদ এখনও আছে) তাহাতে বিধিপূর্ব্বক প্রকাশ্যরূপে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিব। এই ঘোষণাপত্র সমস্ত কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে প্রচারিত হইল। তাহারাও বাহিরের লোকদিগকে তাহা দেখাইল। সে দিন উক্ত মশজিদের সম্মুখে অবশ্য লোক জমিত, কিন্তু পরিশেষে বিদ্রূপ টের পাইয়া জমে নাই। যাহা হউক ধর্ম্ম লইয়া এরূপ উপহাস করা উচিত হয় নাই। তজ্জন্য এখন অনুতাপ হইতেছে। বলিতে কি, এই হিড়িকে মুসলমান ধর্ম্ম বিষয়ে আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। তখন বাটীতে পারসী পড়িতাম, সেই পারস্য ভাষা এই কার্য্যে অনেক সহায়তা করিয়াছিল। আমি এই সম্বন্ধে সেল-এর কোরাণ, 'চ্যাপ্টার্স ইন গিবনজ্ রোমান এম্পায়ার এ্যাবাউট ম্যাহোমেড এ্যান্ড হিজ্ সাক্‌সেসর্জ' এবং আর আর অনেক গ্রন্থ, যাহার নাম এক্ষণে মনে পড়িতেছে না, তাহা পাঠ করি। এই করিতে করিতে যথার্থই মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি আমার একটু শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। স্যার ওয়াল্টার স্কট বলেন যে, লোকে যাহা

ভান করে, ক্রমে ক্রমে তাহা যথার্থই হয়, এই কথা ঠিক।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আমার পিতাঠাকুর বেদান্তধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। জীবাত্মা পরমাত্মা অভেদ, জগৎ স্বপ্নবৎ, নির্ব্বাণ মুক্তি, এই সকল মতে বিশ্বাস করিতেন। একদিন তিনি ও কলিকাতার শিমুলিয়ানিবাসী আমাদের জ্ঞাতি পরম বৈষ্ণব নন্দলাল বসু* ও আমি, এই তিন জন বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেছিলাম। আমার পিতাঠাকুর নির্ব্বাণ মুক্তির মত সমর্থন করিতেছিলেন। নন্দলাল বাবু সিঁড়িতে নামিবার সময় আমাকে চুপি চুপি বলিলেন, "বাপু! তোমার বাবার মত তুমি বিশ্বাস করিও না। দেখ, চিনি হইবার চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল।"

হিন্দু কলেজে যত দিন থাক, ছাত্রবৃত্তি উপভোগ করিয়া পড়, তাহাতে অধ্যক্ষেরা আপত্তি করিতেন না। অধিক দিন ছাত্রেরা পড়িবে বলিয়া এই সকল ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইত। আমার ইচ্ছা ছিল যে, আরো দুই তিন বৎসর পড়ি, কিন্তু একটি উৎকট পীড়া জন্মানোতে আমি ১৮৪৪ সালের প্রথমে কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। উক্ত উৎকট পীড়ার কারণ অপরিমিত মদ্যপান। তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মদ্য-পান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। তখনকার কলেজের ছোকরারা মদ্যপায়ী ছিলেন বটে, কিন্তু বেশ্যাসক্ত ছিলেন না। তাঁহাদিগের এক পুরুষ পূর্ব্বে যুবকেরা মদ্যপান করিত না—কিন্তু অত্যন্ত বেশ্যাসক্ত ছিল; গাঁজা, চরস খাইত, বুলবুলের লড়াই দেখিত, বাজি রাখিয়া ঘুড়ি উড়াইত ও বাবরি রাখিয়া মস্ত পাড়ওয়ালা ঢাকাই ধুতি পরিত। কলেজের ছোকরারা এই সকল রীতি একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কখনই পানাসক্ত হইতেন না, যদ্যপি তাহা সভ্যতার চিহ্ন এমন মনে না করিতেন। আমাদিগের বাসা তখন পটলডাঙ্গায় ছিল। আমি পাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল (ইনি পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া শান্তিপুরে অনেক দিন কার্য্য করিয়াছিলেন). প্রসন্নকুমার সেন এবং নন্দলাল মিত্র প্রভৃতির সহিত কলেজের গোলদীঘিতে মদ খাইতাম, এবং এখন যেখানে সেনেট হাউস হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি শিককাবাবের দোকান ছিল, তথা হইতে গোলদীঘির রেল টপকাইয়া (ফটক

* ইঁহার পুত্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) উক্ত কাবাব কিনিয়া আনিয়া আমরা আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলস্পর্শশূন্য ব্র্যাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ সংস্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক কার্য্য মনে করিতাম। একদা আমি গোলদীঘিতে মদ খাইয়া টঙপভুজঙগ হইয়া রাত্রিতে বাটীতে আসাতে মাতাঠাকুরাণী অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি আর কলিকাতার বাসায় থাকিব না, বোড়ালে গিয়া থাকিব।" পিতাঠাকুর আমার আচরণের বিষয় অবগত হইয়া আমাকে পরিমিত মদ্যপায়ী করিবার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। সেই কৌশল অবলম্বন করাতে আমি প্রথম জানিতে পারিলাম যে, বাবারও যবনস্পৃষ্ট আহার চলে। মদ্যপান বিষয়ে রামমোহন রায়ের শিষ্যে ও হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে প্রভেদ ছিল। রামমোহন রায়ের শিষ্যেরা অত্যন্ত পরিমিতপায়ী ছিলেন। কিন্তু কলেজের অধিকাংশ ছাত্র এরূপ ছিলেন না। একবার রামমোহন রায়ের কোন শিষ্য অপরিমিত মদ্যপান করাতে রামমোহন রায় ছয় মাস তাঁহার মুখ দর্শন করেন নাই। পিতাঠাকুর আমাকে পরিমিতপায়ী করিবার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করিলেন তাহা বর্ণিত হইতেছে। সেকালে মুন্সী আমীর আলী সদর দেওয়ানী আদালতের একজন প্রধান উকীল ছিলেন। এই মুন্সী আমীর আলী পরে সিপাহী বিদ্রোহের সময় (পাটনার বিদ্রোহের সময়) গবর্ণমেণ্টের উপকার করাতে নবাব উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণকার (১৮৯০) হুগলীর ইমামবাড়ার মতওয়াল্লি সাহেব তাঁহার পুত্র। যে বাটীতে সদর দেওয়ানী আদালতের কার্য্য হইত, সেই বাটীতে খাস কমিশনের কার্য্য হইত। খাস কমিশন সদর দেওয়ানীর অঙগ ছিল বলিলেই হয়। মুন্সী আমীর আলী উভয় সদর দেওয়ানী ও খাস কমিশনের ওকালতী করিতেন। পিতাঠাকুরের সহিত মুন্সী আমীর আলীর আন্তরিক বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। মুন্সী সাহেব আমার পিতাঠাকুরকে "রাজদার দোস্ত" বলিতেন। যে বন্ধুকে গোপনীয় কথা বলা যাইতে পারে, পার্শিতে তাহাকে "রাজদার দোস্ত" বলে। প্রায় প্রতিদিন মুন্সী আমীর আলীর বাটী হইতে আমাদিগের বাসায় একটি টিনের বাক্স আসিত। আমি মনে করিতাম যে, মুন্সী আমীর আলী পিতাঠাকুরকে তরজমা জন্য সদর দেওয়ানীর কাগজপত্র

পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। (পিতাঠাকুর খাস কমিশনের হেডক্লার্কের কার্য্য করিতেন, আবার ঠিকা কাগজ তরজমা করিয়াও কিছু উপার্জ্জন করিতেন)। একদিন সন্ধ্যার পর আমাকে পিতাঠাকুর তাঁহার লিখিবার ঘরে ডাকিলেন। ডাকিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি বুঝিতে পারিলাম না যে ব্যাপারটা কি। তাহার পর দেখিলাম, তিনি একটি দেরাজ খুলিয়া একটি কর্কস্ক্রু ও একটি সেরীর বোতল ও একটি ওয়াইন গ্লাস বাহির করিলেন। তৎপরে প্রকাণ্ড টিনের বাক্সটি খুলিলেন। টিনের বাক্স খোলা হইলে আমি দেখিলাম যে, তাহাতে সদর দেওয়ানীর কাগজ নাই, পোলাও, কালিয়া, কোপ্তা রহিয়াছে। পিতাঠাকুর আমাকে বলিলেন, "তুমি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে এই সকল উত্তম দ্রব্য আহার করিবে, কিন্তু মদ (সেরী) দুই গ্লাসের অধিক পাইবে না; যখনই শুনিব অন্যত্র মদ খাও, সেইদিন অবধি এই খাওয়া বন্ধ করিয়া দিব।" কিন্তু আমি সেইরূপ পরিমিত পানে সন্তুষ্ট হইতাম না। অন্যত্র পান করিতাম। এইরূপ অপরিমিত মদ্যপানে আমার একটি পীড়া জন্মিল। * * * তাহার সঙ্গে জ্বর ছিল। ছয় মাস শয্যাগত ছিলাম। পিতাঠাকুর আমার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি হাফেজের একটি মেসরা (পংক্তি) আবৃত্তি করিয়া আমার সম্বন্ধে আক্ষেপ করিতেন। সেই মেসারার অর্থ এই যে, প্রিয়তম কখন চলিয়া যাইবে সেই আশঙ্কাতে আমার চিত্ত বেত্রবৃক্ষের ন্যায় কম্পিত হইতেছে। "হমচু বেদ লর্জ্জানস্ত।" কিন্তু আমি ঈশ্বরেচ্ছায় সারিয়া উঠিলাম। আমি এই পীড়া উপলক্ষে কলেজ পরিত্যাগ করি। কলেজ পরিত্যাগ করিবার পরই আমার প্রথমা স্ত্রী ও তৎপরে আমার পিতাঠাকুরের মৃত্যু হয়। আমার প্রথমা স্ত্রী জলে ডুবিয়া মরেন। তিনি পল্লীর বালিকাদিগের সঙ্গে তাঁহার পিত্রালয়ের খিড়কির পুষ্করিণীতে সাঁতার শিক্ষা করিতেন। সাঁতার দিতে দিতে তলিয়া যান। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আমার পিতাঠাকুরের মৃত্যু ১৮৪৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে হয়। যখন তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য পাল্কিতে উঠান গেল, তখন, তিনি পৌত্তলিক নহেন, তখনকার ব্রাহ্মধর্ম্ম অর্থাৎ বৈদান্তিক ধর্ম্মে প্রাণত্যাগ করিতেছেন, ইহা গ্রামস্থ লোকদিগকে দেখাইবার জন্য আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "আপনার কোন্ ধর্ম্মে

মৃত্যু হইতেছে, সকলকে বলুন।" তিনি বলিলেন, "বৈদান্তিক ধর্ম্মে।" তিনি গঙ্গাতীরের পথে যাইতে যাইতে, আমার জন্য কিছু রাখিয়া যাইতে পারিলেন না, এই বলিয়া শিরে করাঘাত করিতে দৃষ্ট হইয়াছিলেন।

আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, কলেজ পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে আমি সংশয়বাদী হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী ও পিতার মৃত্যু আমাকে প্রকৃতিস্থ করিল। পুনরায় ধর্ম্মে আমার বিশ্বাস হইল; কিন্তু এবার আমার পৈতৃক ও সে সময়ের তত্ত্ববোধিনী সভার প্রচারিত বৈদান্তিক ধর্ম্মে বিশ্বাস হইল। লালা হাজারীলাল প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন। ইঁহার বাটী ইন্দোরে ছিল, ইঁহার একটি প্রণবাঙ্কিত স্বর্ণাঙ্গুরী ছিল। তখন যে ব্রাহ্ম হইত, তাহাকে একটি ঐরূপ স্বর্ণাঙ্গুরী দেওয়া হইত। প্রণবের নীচে পারস্য ভাষায় "ইঁ হম্ নখাহদ্ মান্দ" "এইরূপ রহিবে না" এই বাক্য অঙ্কিত ছিল। এই বাক্য দেখিতে পাইলে বিপদের সময় সম্পদের অবস্থা মনে পড়িবে এবং সম্পদের সময় বিপদের অবস্থা মনে পড়িবে, এই জন্য ঐ বাক্য অঙ্গুরীতে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন। লালা সাহেব প্রতিদিন প্রাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের প্রতিজ্ঞা পত্র অনেকগুলি সঙ্গে করিয়া লইয়া বাহির হইতেন, দুপ্রহরের পূর্ব্বে সেগুলি স্বাক্ষর করাইয়া আনিয়া হাজির করিতেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, যাঁহারা স্বাক্ষর করিতেন, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশেষরূপে বুঝিয়া স্বাক্ষর করিতেন, এমন নহে; কিন্তু নিতান্ত অল্পসংখ্যক নয় এমন ব্যক্তি যে বুঝিয়া করিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। লালা সাহেব লোকের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিয়া প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষরের জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত করিতেন। লালা সাহেব সহভাব এবং প্রাক্-ভাব অর্থাৎ জড়পদার্থের সহিত ঈশ্বরের সহভাব কিংবা জড়পদার্থের পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রাক্-ভাব এই বিষয়ে সর্ব্বদা তর্ক করিতেন। এই বিষয় আমাদিগের মধ্যে তখন প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল। এখনও যেন সম্মুখে দেখিতেছি, লালা সাহেব এক-বার করিয়া নস্য লইতেছেন এবং সহভাব, প্রাক্-ভাব করিতেছেন। লালা সাহেব লর্ড মন্‌বড্ডোর গ্রন্থ অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন এবং দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার মতের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। লর্ড মন্‌-বড্ডোর মত ছিল মানুষ বানর-বংশ-সম্ভূত। তিনি ডারউইনের পূর্ব্বে এই

মত প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি আমিষ ভোজনের বিপক্ষ ছিলেন। এমন কি, উদ্ভিদ পাক করিয়া খাওয়া অবিধেয় বলিতেন। তাঁহার মতে কাঁচা উদ্ভিদ খাওয়া উচিত। তিনি পাক কার্য্যকে অনৈসর্গিক মনে করিতেন। লালা সাহেব এই মত অনুসারে কাঁচা বেগুন, কাঁচা লাউ প্রভৃতি (আমরা অনেক নিষেধ করিলেও) ভক্ষণ করিতেন, ইহাতে তাঁহার একবার পেটের পীড়া হয়। তিনি খুব উৎসাহী প্রচারক ছিলেন। কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ তিনিই স্থাপিত করেন। অন্যান্য স্থানের মধ্যে তিনি মেদিনীপুরে গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান ইন্দোরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

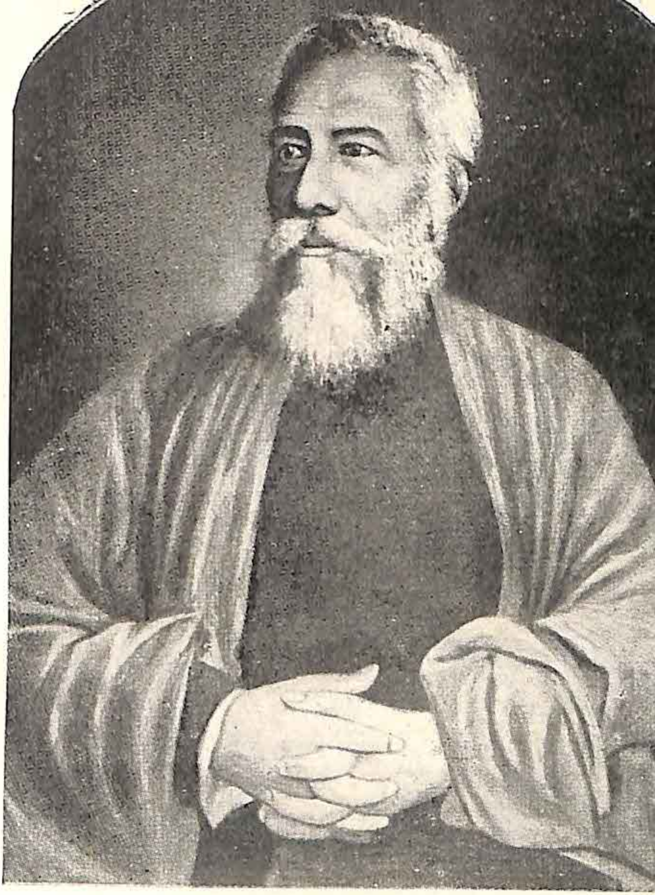
যে দিন প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া (ইং ১৮৪৬ সালের প্রারম্ভে) ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি, সে দিন আমি স্বগ্রামের দুই এক জন বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সহিত তাহা করি। যে দিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি, সে দিন বিস্কুট ও সেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করা হয়। জাতি বিভেদ আমরা মানি না, উহা দেখাইবার জন্য ঐরূপ করা হয়। খানা খাওয়া ও মদ্য পান করা রীতির জের রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদিগের সময় পর্য্যন্ত টানিয়াছিল, কিন্তু সকলেই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের দিন ঐরূপ করিতেন এমন নহে। আমি এই সময়ে অতি পরিমিত রূপে পান করিতাম। পীড়ার পর চৈতন্য হইয়াছিল। কোন্ সময়ে মদ্যপান একেবারে পরিত্যাগ করি ও কেন করি, তাহা পরে লিখিত হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাতে আমার কলেজের সমাধ্যায়ীরা আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে এক অদ্ভুত জীব মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই সংশয়বাদী অথবা ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন ছিলেন। কলেজের উত্তম ছোকরা যে ব্রাহ্ম হইতে পারে, ইহা তাঁহাদিগের স্বপ্নের অগোচর ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই পরম শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্রবাবুকে এক পত্র লিখি। তাহাতে আমাদিগের শাস্ত্র হইতে এমন এক গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করি যাহার প্রথম ভাগে বেদের, দ্বিতীয় ভাগে স্মৃতির ও তৃতীয় ভাগে ইতিহাস পুরাণ ও তন্ত্রের বাছা বাছা শ্লোক সকল থাকিবে। ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ সঙ্কলনের অনেক দিন পূর্ব্বে লিখি। দেবেনবাবু এই পত্র পাইয়া আমার সঙ্গে কথোপকথন করিতে এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ আমার সহিত পরামর্শ করিতে ও তদ্বিষয়ে আমার সাহায্য লইতে

প্রত্যহ গাড়ী পাঠাইতেন। আমি গিয়া দেখি, আমার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্যবস্থাদর্পণ-প্রণেতা বিখ্যাত শ্যামাচরণ সরকার তখন তাঁহার প্রধান সঙ্গী। দুর্গাচরণ বাবু ইংরাজীতে উপনিষদ্ তরজমা করেন এবং শ্যামাচরণ বাবু বক্তৃতা করেন। শ্যামাচরণ বাবু যে দিন সমাজে বক্তৃতা করিতেন, সেদিন লোকে লোকারণ্য হইত। অসংখ্য যুবকের আগমন হইত। তাঁহার বক্তৃতার কিঞ্চিৎ নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। "ধর্ম্মযুদ্ধে অধর্ম্ম-বিরুদ্ধে সাজ রে সাজ, কি ভয়, কি সংশয়, যতোধর্ম্মস্ততোজয়, সাজ রে সাজ।" তিনি অবশ্য গদ্যে বক্তৃতা করিতেন, কিন্তু উপরে উদ্ধৃত তাঁহার বক্তৃতার অংশ দিব্য ছন্দের আকারে নেওয়া যাইতে পারে।

"ধর্ম্মযুদ্ধে অধর্ম্মবিরুদ্ধে সাজ রে সাজ।
কি ভয়, কি সংশয়,
যতোধর্ম্মস্ততোজয়।
সাজ রে সাজ॥"

তিনি একবার কোথায় বলিবেন, "সংসারকে অসার জ্ঞান কর, ওঁকারকে গলার হার কর", তাহা না বলিয়া বলিয়াছিলেন, "সংসারকে সার কর, ওঁকারকে গলার হার কর।" তিনি গ্রীক জানিতেন। এমন খ্যাত ভাষা নাই, যাহা তিনি জানিতেন না। তিনি প্রসিদ্ধ গ্রীক বক্তা ডিমস্থিনিস্কে অনুকরণ করিতে ভালবাসিতেন। এথেন্-নগরবাসী লোকেরা পূর্ব্ব গৌরব এতদূর হারাইয়াছিল যে, মেসিডনের রাজা ফিলিপ সৈন্য লইয়া ঐ নগর আক্রমণার্থ প্রায় সহরের ফটকের নিকট আসিয়াছিলেন, এমন সময়ে ডিমস্থিনিস, দেশ শাসনার্থ সাধারণতন্ত্রের যে সভা হইত, তাহাতে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার বক্তৃতা এই বাক্য দ্বারা আরম্ভ করিয়াছিলেন, "হে এথেনস্বাসী স্ত্রীগণ, আর তোমরা পুরুষ নহ।" শ্যামাচরণ বাবুও একদিন কোন সভাতে উঠিয়া বলিয়াছিলেন, "হে বঙ্গবাসী স্ত্রীগণ! আর তোমরা পুরুষ নহ।" শ্যামাচরণ বাবুর স্বাভাবিক দক্ষতার প্রধান বিষয় আইন। তিনি তখন তাহার অনুশীলন না করিয়া বক্তৃতা করিতেন।

"যার কর্ম্ম তাকে সাজে
অন্য লোকে লাঠি বাজে।"



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

চ

প্যারীচরণ মিত্র



শ্যামাচরণ বাবু হিন্দু মুসলমান আইন সংগ্রহ প্রকাশ করিয়া প্রভূত যশোলাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার চরিত্রও অসাধারণরূপে ভাল ছিল। তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহার একটি উত্তম জীবনচরিত আমাদিগের আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

দুর্গাচরণ বাবু সংশয়বাদী ছিলেন। তিনি দেবেন্দ্র বাবুর সঙ্গে এই বিশ্বাসে যোগ দিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা দেশের উপকার হইবে! দেশের উপকার করা তাঁহার প্রাণের ব্রত ছিল। উভয়ে দেবেন্দ্র বাবুর ওখান হইতে গাড়িতে বাসায় ফিরিবার সময় তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "রাজনারায়ণ! চল আমরা এদেশ হইতে জর্ম্মেনি অথবা আমেরিকায় গিয়া বাস করি, এদেশের কিছু হইবে না।" তিনি অভিমান করিয়া এই কথা বলিতেন, উহা মনের কথা ছিল না। অভিমান করিয়া ঐ কথা বলিতেন অথচ দেশের উপকারজনক কার্য্য হইতে বিরত হইতেন না। তিনি সকল সদনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। এই সময়ে তিনি ডাক্তারি ব্যবসায়ে সবে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যে ঐ ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। যদি তিনি পরে পানাসক্ত না হইতেন, তাঁহা দ্বারা দেশের অনেক উপকার হইত। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান লোক ছিলেন। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা লিখিত তাঁহার একটি জীবনী ইংরাজীতে আছে। কিন্তু উহার লেখা ভাল নহে।

কর্ম্মজীবন

ব্রাহ্ম সমাজে বিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত ও আমার ক্রমে প্রাদুর্ভাব হওয়াতে দুর্গাচরণ বাবু ও শ্যামাচরণ বাবু তাহার কার্য্য হইতে অবসৃত হইলেন। ১৮৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস এমনি সময়ে আমি তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারা উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদকের কর্ম্মে ৬০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হই। ঐ কার্য্য ছয় মাস করিলে তৎপরে ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ কার্য্যে নিযুক্ত হই। আমি তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে তখনকার সুপ্রীম কাউন্সিল-এর লেজিসলেশন-মেম্বর এবং কাউন্সিল অফ এডুকেশন-এর সভাপতি মাননীয় সি. এচ্. ক্যামেরন সাহেবের সুপারিশ পত্র লইয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য্য জন্য তদানীন্তন বেঙ্গল সেক্রেটারী এফ. এচ্. হ্যালিডে যিনি লেফ্টেন্যাণ্ট গভর্ণর হয়েন, তাঁহার নিকট কতদিন উমেদারী করি কিন্তু তাহাতে সফল হই নাই। উপনিষদের অনুবাদকের কার্য্য করিবার সময় দেবেন্দ্র বাবু উপনিষদের শ্লোক আমার নিকট ব্যাখ্যা করিতেন ও আমি তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিতাম। সন্ধ্যায় উপনিষদ তর্জমা করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইতাম। দেবেন্দ্র বাবু আমাকে জাগাইয়া খাওয়াইতেন। সে সকল বন্ধুত্বের কার্য্য কখনই ভুলিবার নহে।

স্যার উইলিয়ম জোনস্-এর পারশীয়ান গ্রামার ইংরাজীতে লিখিত। উদাহরণ সকল পারশি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া পারশিক সৌন্দর্য্যের আভাস পাইয়াছিলাম। ঐ পুস্তকের আখ্যাপত্রে উহার নাম উভয় ইংরাজীতে ও পারশিতে লেখা আছে। পারশি নাম "শকরেস্তা তসনিকে ইউনসে অক্সফর্ডী", ইহার অর্থ "শর্করাধার অক্সফর্ডের জোন্স্ কৃত।" পারশিতে জোন্স্ নামের মুসলমানী প্রতিরূপ "ইউনস্।" "ইউনস্" হিব্রু নাম। তাহা হইতে উভয় পারশি নাম "ইউনস্" এবং ইংরাজী নাম জোনস্ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। ঐ পুস্তকে পারশি কবিতা হইতে যে সকল পদ্য উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সৌন্দর্য্য আমার মনকে হরণ করিল। তখন



অক্ষয়কুমার দত্ত



ভূদেব মুখোপাধ্যায়

হিন্দু কলেজে পারশি পড়াইবার জন্য একজন মৌলবী নিযুক্ত ছিল। তিনি মস্ত এক আমামা পাগড়ী মাথায় দিয়া আসিতেন। কিন্তু তাঁহার নিকট পারশি না পড়িয়া আমার পিতাঠাকুরের মুন্সীর নিকট তাহা পড়িতাম। সংস্কৃতের মধ্যে উপনিষদ দেবেন্দ্র বাবুর নিকট পড়িয়াছিলাম ও সংস্কৃত কলেজে যখন ইংরাজী শিক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত ছিলাম তখন প্রসিদ্ধ জর্মন পণ্ডিত উইলিয়ম অগস্টাস স্লেগেল প্রকাশিত রামায়ণের আদিকাণ্ড ও কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গ ঐখানকার অধ্যাপকদিগের নিকট পড়িয়াছিলাম। সংস্কৃত বিদ্যার মধ্যে আমার এই অবধি, কিন্তু লোকে বোধ হয় মনে করে আমি সংস্কৃত ভাল জানি। আমার কৃত উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ যথাক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমি কঠ, ঈশ, কেন, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ তরজমা করি। উক্ত অনুবাদ প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বীটন সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র বসু লিটারারী ক্রনিকল নামক সাময়িক পত্রিকা তখন প্রকাশ করিতেন। তাহাতে তিনি উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। অন্যান্য প্রশংসাসূচক বাক্যের মধ্যে বলিয়াছিলেন "হিন্দু কলেজের একজন গুণী ছাত্রকে দিয়া উপনিষদগুলি অনুবাদ করানো হইতেছে।" ডাক্তার রো এসিয়াটিক সোসাইটি দ্বারা মুদ্রিত বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা নামক সংগ্রহে তাঁহার কৃত উপনিষদের অনুবাদের ভূমিকায় আমার অনুবাদকে একটি প্রামাণিক অনুবাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমার এখন বোধ হইতেছে উহা তত ভাল হয় নাই।

দেবেন্দ্র বাবু আমাকে ইংরাজী খাঁ বলিয়া জানিতেন, বাঙ্গলা ভাল জানি বলিয়া তিনি জানিতেন না। একদিন আমার প্রথম বক্তৃতা, যাহার প্রথমে "এই বৃহৎ ও বিচিত্র পৃথিবী অবলোকন করিলে" এই বাক্য আছে, সেই বক্তৃতা রচনা করিয়া দেবেন্দ্র বাবুর তাকিয়ার নীচে রাখিয়া বাসায় চলিয়া আসি। তাহা পাঠ করিয়া দেবেন্দ্র বাবু কি না মনে করিয়াছেন এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহার পরদিন স্পন্দায়মান হৃদয়ে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার নিকট ঐ বক্তৃতা সম্বন্ধে এরূপ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন যে তাহা বর্ণনাতীত! সেই অবধি বক্তৃতার পর বক্তৃতা সমাজে আমা দ্বারা করা হইতে লাগিল। পূর্ব্বে সমাজে যেরূপ বক্তৃতা

হইত (সে সকল বক্তৃতাকারীর মধ্যে অক্ষয় বাবু একজন) তাহার বক্তৃতা জ্ঞান-প্রধান ছিল। আমার উক্ত বক্তৃতাসকলের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজে প্রীতিভাব প্রথম সঞ্চারিত হয়, এই গৌরব বোধ হয় আমি দাওয়া করিতে পারি। আমি এরূপ প্রীতিভাবের বক্তৃতা যে লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম তাহার একটি কারণ আমার পারশি শিক্ষা। যে সময় ঐ সকল বক্তৃতা করা হইতেছিল সেই সময়ে আমার কোন মহামান্য ধার্ম্মিক বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন, "এই সকল বক্তৃতা ঈশ্বরের সঙ্গে অমৃত হইল।"

ঐ সকল বক্তৃতা এরূপ প্রশংসাবাদের উপযুক্ত নহে। যদি ব্রাহ্মসমাজে কোন বক্তৃতা অমৃতত্ব লাভ করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্যের ব্যাখ্যান। আমি যে সময়ে প্রথম কয়েকটি বক্তৃতা লিখিয়াছিলাম তখন আমি বাঙ্গলা আদোবে ভাল জানিতাম না। আমাদিগের কলেজে যিনি বাঙ্গলা পণ্ডিত ছিলেন তিনি এক সময়ে রামকমল সেনের পাচক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমরা রান্নার গল্প করিয়া সময় কাটাইতাম! কিন্তু মাতৃভাষার এমন বৎসলতা গুণ যে আমি অনায়াসে ঐ সকল বক্তৃতা রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যে দিন সেই বক্তৃতা রচনা করি যাহার শেষে মুক্তির অবস্থা সম্বন্ধে লিখিত আছে :"সেখানে চিরবসন্ত /চিরযৌবন, চিরপ্রেম। সেখানে সন্দেহের লেশ মাত্রও নাই—এ অবস্থাতে মোহতরঙ্গের কোলাহল দূর হইতে শ্রুত হইতে থাকে—সেখানে রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, বিলাপ নাই, মৃত্যু নাই, ক্রন্দন নাই, কেবল যোগানন্দের উৎস, প্রেমানন্দের উৎস, ব্রহ্মানন্দের উৎস নিরন্তর উৎসারিত হইয়া থাকে", সেদিন আমার মনে যে কি স্বর্গীয় নির্ম্মলানন্দের উদয় হইয়াছিল তাহা কি বলিব? "অদ্য পুত্রের সুচারু বদন দর্শন করা, কল্য তাহার মৃত শরীরোপরি অশ্রু বর্ষণ করা" এই বাক্য যে বক্তৃতায় আছে সে বক্তৃতা যে দিন সমাজে করি সেই দিন একটি ব্যক্তি যাঁহার পুত্রে বিয়োগ অব্যবহিত পূর্ব্বদিন হইয়াছিল তিনি অত্যন্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ঐ বক্তৃতা পড়িয়া বিখ্যাত রাম-গোপাল ঘোষ কাহার রচিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরে রচিত মৃত্যু বিষয়ে আমার একটি প্রধান বক্তৃতা যাহার প্রথমে বক্তা কোন মহাত্মা ব্যক্তির মৃত শরীর দেখিয়া বলিতেছেন, "আহা! ঐ ওষ্ঠদ্বয় হইতে যে

পরম পবিত্র তেজোময় অমৃতময় সদ্বক্তৃতা নিঃসৃত হইত তাহা আর নিঃসৃত হইবে না" ইত্যাদি আছে সে বক্তৃতা যেদিন তত্ত্ববোধিনী সভার তদানীন্তন সম্পাদক বিখ্যাত রমানাথ ঠাকুরের পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোক গমন করেন সেইদিন মেদিনীপুর হইতে দেবেন্দ্রবাবুর হাতে আসিয়া পোঁছে ইহাতে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। অক্ষয় বাবু প্রথম প্রথম আমার বক্তৃতা পছন্দ করিতেন না। তাহার বিপক্ষে, দেবেন্দ্র বাবুর নিকট সর্ব্বদা বলিতেন। অনেক লোকের—তন্মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের—নাম করিয়া বলিতেন উহা তাহাদিগের পছন্দ হইত না। আমি মনে মনে করিতাম যে আমার বক্তৃতায় ত অনুপ্রাসের ছটা নাই তাহা ঈশ্বর বাবুর পছন্দ হইবে কেন? কিন্তু অক্ষয় বাবু ক্রমে ক্রমে আমার বক্তৃতা-গুণ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার কোন কোন বক্তৃতায় ঈশ্বর প্রেমের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। যখন মেদিনীপুর হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ যে বক্তৃতায় বিবৃত আছে তাহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ জন্য তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিই তখন তিনি আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে "আপনি মেদিনীপুর উজ্জ্বল করিয়া আছেন।" ঈশ্বর গুপ্তের যে সকল গুণ ছিল তাহাতে যে আমি অন্ধ নহি তাহা আমার প্রণীত বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা দ্বারা প্রমাণিত হইবে কিন্তু তাঁহার অনুপ্রাসপ্রিয়তা আমি আদোবে পছন্দ করিতাম না। ঈশ্বর গুপ্ত আমার সম্বন্ধে একবার শ্লেষ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "বেকন পড়িয়া করে বেদের সিদ্ধান্ত।"

১৮৪৬ সালে পূজার সময় দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমি উলুবেড়িয়ার নদী ও দামোদর দিয়া নৌকাযোগে বর্দ্ধমান যাই। এই ভ্রমণের সময় আমাদিগের সর্ব্বদা ধর্ম্মচর্চ্চা হইত। আমাদের স্বরূপ কখন কখন মিসেস শেলীর 'দি লাস্ট ম্যান' এই নভেল আমি আপনা আপনি পড়িতাম। আমরা যখন বর্দ্ধমানে গিয়া পৌঁছি তখন দেখি মহারাজা মহাতাব চন্দ বাহাদুর তাঁহার বডিগার্ডের নায়ক কর্ণেল গোলাব সিংহকে আমাদিগের আহ্বানার্থে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইনি আমাদিগের সঙ্গে করিয়া বর্দ্ধমানে লইয়া যান। তারা-চাঁদ বাবুর বাটীতে আমাদিগের বাসা হয়। রাজা প্রত্যহ গরুর গাড়ী করিয়া আমাদিগের জন্য অতি বৃহৎ সিদা পাঠাইতেন। এই সময়ে দেবেন্দ্রবাবুর

প্রতি মহাতাব চন্দ বাহাদুরের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। ইনি মনুষ্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন, ওয়ার্ল্ড-ম্যান এবং গড-ম্যান। ইনি দেবেন্দ্র বাবুকে "গড-ম্যান" অর্থাৎ ঈশ্বরপরায়ণ লোক বলিতেন। ইনি ইহার কিছু-দিন পরে বর্দ্ধমানে এক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। ঐ সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম বৈদান্তিক ধর্ম্ম ছিল। যে প্রণালীতে তখনকার কলিকাতা সমাজের কার্য্য সম্পাদিত হইত ঠিক সেই প্রণালীতে উহার কার্য্য সম্পাদিত হইত। ঐ সময়ে কলিকাতার সমাজে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের যে অধ্যায়ে প্রথমে "স্বভাব মেকং কবয়ো বদন্তি" এই শ্লোক আছে সেই অধ্যায় সমস্বরে সকলে পাঠ করিতেন। যেখানে "জ্ঞ কাল কালো" শব্দ আছে সেখানে "জ্ঞ" অক্ষরের উপর ভয়ানক জোর দেওয়া হইত। রাজা একদিন তাঁহার সমাজের উপা-চার্য্যকে বলিয়াছিলেন যে 'জ্ঞ'র উপর যেরূপ জোর দেওয়া হয় তাহা শুনিলে আমার বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠে। ঐ শ্লোকটা ভবিষ্যতে আর পড়িওনা।" বর্দ্ধমানের এই সমাজ এখনও আছে কিনা বলিতে পারি না। সেইদিন অবধি মহাতাব চাঁদের পুত্র আফতাব চাঁদের সময় পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। আফতাব চাঁদ নিয়মিতরূপে উহাতে উপস্থিত থাকিতেন। আফতাব চাঁদও তাঁহার পিতার ন্যায় বৈদান্তিক ছিলেন। আফতাব চাঁদের সময়ও বৈদান্তিক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা হইত। মহাতাবচাঁদ মৃত্যুর পূর্ব্বে কয়েক বৎসর ঘোর পৌত্তলিক হইয়াছিলেন কিন্তু বর্দ্ধমানের সমাজ উঠাইয়া দেন নাই। আর একটি সমাজের কার্য্য উক্ত সময়ে বর্দ্ধমানের সমাজ অপেক্ষাও প্রাচীনতর প্রণালীতে সম্পাদিত হইত। সেটি তেলিনীপাড়া ব্রাহ্মসমাজ। তেলিনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ সমাজের কর্ত্তা ছিলেন। ঐ সমাজের কার্য্য ঠিক রামমোহন রায়ের সময়ের সমাজের কার্য্যের ন্যায় সম্পাদিত হইত। অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যো-পাধ্যায় বোধ হয় ১৮৫৫ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন ঐ সমাজ ছিল। প্রত্যেক সমাজের পর একটি করিয়া রীতিমত ভোজ হওয়া চাই। অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহন রায়ের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁহার মস্ত বাবরি থাকাতে রামমোহন রায় তাঁহাকে মোর্চ্চণ্ড বলিয়া ডাকিতেন।

ইংরাজী ১৮৪৭ সালের পূজার সময় আমরা পুনর্ব্বার ভ্রমণে বাহির

হই। একটি প্রকান্ড পিনেসে দেবেন্দ্র বাবুর তখনকার সমস্ত নিজ পরিবার এবং একটি বোটে কেবল আমরা দুইজনে থাকিতাম। প্রতি দিনের ঘটনা একটি দৈনন্দিন লিপিতে লিখিতাম। নবদ্বীপ ও চুপি পার হইয়া পাটুলির নিকট যখন আমরা পৌঁছিলাম তখন সন্ধ্যা হইতে অতি অল্প বাকি আছে, দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন যে দিবা প্রায় গত হইতে অতি অল্প সময় বাকি আছে, অদ্যকার দৈনন্দিন লিপি লিখ। আমি বলিলাম যে এখন লেখা উচিত হয় না। এই অল্প সময়ের মধ্যে কত কারখানা হইতে পারে। আমি মন্দের ভবিষ্যদ্বক্তা হইলাম। অল্পে অল্পে উত্তরপশ্চিম কোণে প্রগাঢ় কালো মেঘের সঞ্চার হইল। উভয় পিনেস ও নৌকাকে গুণ টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, দুএর গুণ জড়াইয়া গেল। দেবেন্দ্র বাবু তখন বোটের ছাতের উপর উপবিষ্ট। এমন সময়ে ভয়ানক বাতাস উঠিল। পিনেসের জোরে বোট কাত হইতে লাগিল। জল উঠিতে দুই কি তিন ইঞ্চ বাকি ছিল। "কাতান কোথায়! কাতান কোথায়!" এই শব্দ পড়িয়া গেল। কাতান খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। লগি দিয়া গুণ ছাড়াইবার চেষ্টা করাতে লগি দেবেন্দ্র বাবুর নাকের উপর পড়িয়া গেল। তাহাতে তাঁহার নাক কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। এই সময়ে বাতাস ক্ষণিকের জন্য থামিয়া গেল! আবার দ্বিগুণ তেজে উঠিল। মাঝিরা চেঁচিয়া উঠিল, "আবার তাইরে", "আবার তাইরে।" এই "আবার তাইরে" শব্দ আমার কাণে এখনও বাজিতেছে। কাতান ভাগ্য ক্রমে পাওয়া গেল। তাহাতে পিনেসের গুণ কাটিয়া দেওয়া হইল। পিনেস বাতাস উঠিবার পূর্ব্বে উভয় গুণ ও পালে চলিতেছিল। এক্ষণে তাহা কেবল পাল ভরে পেট ফুলাইয়া নক্ষত্রবেগে বাতাসের সম্মুখে যাইতে লাগিল। গুণ কাটিয়া দেওয়াতে আমাদিগের বোটও নক্ষত্রবেগে উচ্চ কাছাড়ে গিয়া লাগিল। বোটের মাথা ও কাছাড়ের তীর উভয় বরাবর হইল, আমরা তীরে লাফিয়া পড়িলাম। তখন প্রায় অন্ধকার হইয়াছে। এমন সময়ে একটি ছোট ডিঙ্গী আমাদিগের বোটের উপর আসিয়া পড়িল। আমরা বোম্বেটিয়া মনে করিয়া "কেও! কেও!" বলিয়া চেঁচিয়া উঠিলাম। দেখিলাম স্বরূপ চাকর কলিকাতা হইতে আসিয়াছে, হস্তে একটি পত্র। দেবেন্দ্র বাবু ঝিকিমিকি আলোকে চিঠি পড়িয়া দেখিলেন তাহাতে লেখা রহিয়াছে 'ইংলন্ড

হইতে দুঃখের সংবাদ'। তাহাতেই তিনি বুঝিলেন তাঁহার পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের তথায় মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতায় চব্বিশ ঘণ্টায় যাইতে হইবে, তাহা না হইলে বিষয়ের মহা গোলযোগ উপস্থিত হইবে। তাহার পরদিন ভারি ঝড়। সমস্ত নৌকা তীরে বন্ধ। পাটুলী হইতে পলতা পর্যন্ত একটি মাত্র নৌকা গঙ্গার মধ্যে দিয়া তীরবেগে ছুটিতে দৃষ্ট হইয়াছিল। সেই নৌকা আমাদিগের বোট। তাহাতে জল খাবারের দ্রব্য সমেত সমস্ত পরিবারের সহিত দেবেন্দ্র বাবু উপবিষ্ট। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পলতায় পোঁছিলেন। যখন নৌকা দ্বিপ্রহর রাত্রিতে পলতায় গিয়া পোঁছিল তখন নৌকার খোলে এক খোল জল। মাঝিরা বলিল, "আর একটু বিলম্ব হইলে নৌকা টুপ করিয়া ডুবিয়া যাইত"। পলতাতে গাড়ি প্রস্তুত ছিল। রাত্রি থাকিতে দেবেন্দ্র বাবু কলিকাতার বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি পিনেসে বংশবাটীর চন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে কলিকাতাভিমুখে মন্থর গতিতে চলিলাম। তিনি স্বরূপ খানসামার—(?)

সেই অবধি দেবেন্দ্র বাবুর বিষয়ের যে জোড় উপস্থিত হইল সে জোড় অদ্য বার বৎসর মাত্র (অদ্য ১২৯৩ সাল) সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হইয়াছে। বিঘ্নবিনাশন পরমেশ্বরের প্রসাদাৎ অসাধারণ সৎব্যবহার দ্বারা তিনি ঐ জোড় পরিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। "সততাই শ্রেষ্ঠ পন্থা" তাঁহার জীবন এই বাক্যের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। সততা অবলম্বন না করিলে তাঁহার বিষয়ের কিছুমাত্র থাকিত না। যাঁহারা তাঁহার জীবনের ইতিহাস বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত আছেন তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝেন। সততা অবলম্বন না করিলে "সমূলো এষ পরিশুষ্যতি যোহনৃত মভিবদতি" এই বাক্য প্রতি অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার সম্বন্ধে খাটিয়া যাইত তাহার সন্দেহ নাই।

দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে রাজকীয় ঠাটে থাকিতেন। সেখানকার লোকেরা তাঁহাকে "প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর" বলিয়া ডাকিত; কেহ কেহ "প্রিন্স টারাগোনা" বলিয়া ডাকিত। 'টেগোর' হইতে 'টারাগোনা' করিয়াছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তিনি একেবারে দ্বারকানাথ ঠাকুরে মোহিত হইয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে নয়রত্ন অলঙ্কার ও অনেক বহুমূল্য উপহার

দিয়াছিলেন। এই অসাধারণ ব্যয়শীলতা নিবন্ধন তাঁহার যখন মৃত্যু হয়, তখন প্রায় এক ক্রোড় টাকা দেনা আর প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার মাত্র বিষয় রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে 'কার, টেগোর এণ্ড কোং' নামক তাঁহার বিখ্যাত হৌস দেউলিয়া হইল। দেবেন্দ্র বাবু সকল মহাজনদিগকে ডাকাইয়া সমস্ত অবস্থা খুলিয়া বলিলেন। তাঁহার অসাধারণ সরলতাতে সকলেই মুগ্ধ হইল। তিনি দেনা শোধের যেরূপ বন্দোবস্ত প্রস্তাব করিলেন তাহাতেই তাহারা সম্মত হইল। তখনকার সম্বাদপত্রে লিখিত হইয়াছিল "সকল উত্তমর্ণই তাঁহার প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করেন"। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর দেবেন্দ্র বাবু একেবারে হঠাৎ অত্যন্ত পরিমিতাচারী হইলেন। প্রতিদিন চব্য চোষ্য-লেহ্য-পেয় পৃথিবীর যাবতীয় উপাদেয় খাদ্য-দ্রব্য পূরিত টেবিলের পরিবর্ত্তে ফরাসের উপর বসিয়া কেবল রুটি ডাল ভক্ষণ ধরিলেন। দেবেন্দ্র বাবু টেবিলে খাবারের সময় একটু একটু সুরাপান করিতেন। এই সময় হইতে তাহা চিরকালের মতন পরিত্যাগ করেন। কেবল পীড়ার সময় ডাক্তারের আদেশ ব্যতীত আর কখন ব্যবহার করেন নাই (১৮৯০)। সম্পর্কে খুল্লতাত প্রসন্নকুমার ঠাকুর কতবার তাঁহাকে অধিকাংশ বিষয় সম্বন্ধে দেউলিয়া আদালতে আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কত বার তিনি তাঁহার নিকট হইতে আসিয়া আমাদিগকে বলিতেন যে "খুড়া মহাশয় আমাকে বিষয় বেনামী করিয়া দেউলিয়া নাম লইতে বলিতেছেন, কিন্তু আমি তাহা কখন লইব না।" আমাদিগের সঙ্গে এই সকল বিষয়ে পরামর্শ করিতেন বলিয়া, কালী ভট্টাচার্য্য নামক তাঁহার পিতার একজন মাতাল মোসাহেব আমার নিকট একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন তাহার অর্থ এই যে "পূর্ব্বে গরুড়ের ন্যায় পক্ষী পরামর্শদাতা ছিল, এক্ষণে বায়স সকল বাবুর পরামর্শদাতা হইয়াছে।"

দেবেন্দ্র বাবু তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর কিরূপে তাঁহার পিতার আদ্য-কৃত্য করিবেন ইহা তখনকার ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রভূত আন্দোলনের বিষয় হইল। বিখ্যাত শিরসামুদ্রিক কালীকুমার দাসের ভ্রাতা রত্ন ও স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসায়ী কৈলাসকুমার দাস তাঁহাকে বলিলেন যে আপনি যদি অপৌত্তলিক প্রণালীতে আপনার পিতার আদ্যকৃত্য না করেন তাহা হইলে আমরা আপনার

দলে থাকিব না। দেবেন্দ্র বাবু শ্রাদ্ধের দিন পিণ্ড দান না করিয়া কেবল দানোৎসর্গ করিলেন। ঠিক যে ব্রাহ্ম প্রণালীতে ক্রিয়া সম্পাদন হইল বলা যায় না। কিন্তু তখনকার হিন্দু সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে ইহা অত্যন্ত আধ্যাত্মিক সাহসের কার্য্য বলিতে হইবে এবং ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। যাহা হউক একান্ত ব্রাহ্ম প্রণালী অনুসারে না হওয়াতে সম্বাদপত্রে বিলক্ষণ আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমি দেবেন্দ্র বাবুর পক্ষে ইংলিশম্যান পত্রে ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ইংলিশম্যান পত্রে দেবেন্দ্র বাবুকে আক্রমণ করাতে আমি দেবেন্দ্র বাবুর পক্ষে উক্ত পত্রে সমর্থন করি। কলেজেও তাঁহার সঙ্গে টক্করা-টক্করী, কলেজ পরিত্যাগ করিয়াও টক্করাটক্করী। কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার স্নেহভাব কখনও তিরোহিত হয় নাই। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু সমাচার পাইয়া কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না।

ইংরাজী ১৮৪৭ সালের এপ্রিল মাসে আমার দ্বিতীয় বিবাহ হয়। এবার আদ্যরস হয়। কলিকাতার হাটখোলার দত্তদিগের বাটী আদ্যরস হয়। স্বর্গীয় অভয়াচরণ দত্ত মহাশয় আমার শ্বশুর ছিলেন। ইঁহারা পূর্ব্বে বড় মানুষ ছিলেন। ইঁহার জেঠতুতো ভাই কালীপ্রসাদ দত্ত মহাশয়। কালী-প্রসাদ দত্তের বিষয় আমি আমার "সেকাল ও একাল" পুস্তকে লিখিয়াছি। মেদিনীপুর জেলায় নাড়াজোলের মধ্যে কোতবপুর জমিদারী ইঁহাদিগের দুইজনের নামে ছিল। ইহা হইতে তখনকার বিখ্যাত কালীপ্রসাদী হেঙ্গাম উপস্থিত হয়। এক্ষণে ঐ জমিদারী মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের। আমার যখন এই বাটীতে বিবাহ হয়, তখন দত্তপাড়ায় হুলস্থূল পড়িয়া যায়। ব্রহ্ম-সভার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিল বলিয়া হুলস্থূল পড়িয়া যায়, কিন্তু আমার শ্বশুর মহাশয় তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি আমাকে যার প'র নাই স্নেহ করিতেন। আমার ভ্রাতাদিগের বিধবাবিবাহ দিলেও তাঁহার স্নেহের ন্যূনতা হয় নাই। তিনি বিলক্ষণ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। ইঁহাদের বাটীতে অনেক সংস্কৃত পুস্তক ছিল। ইনি একজন শাক্ত ছিলেন। স্ত্রীলোকদের প্রতি ইঁহার অতিশয় ভক্তি ছিল। তাঁহাদিগের প্রতি যেরূপ স্নেহ ব্যবহার করিতেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। হিন্দুরা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ভাল ব্যবহার করে

না, ইংরাজেরা যে তাহাদিগের অপবাদ দেয় তাহা অমূলক। আমার যখন হাটখোলার দত্তদিগের বাটী বিবাহ হয়, তখন ইঁহাদিগের হ্রাসের অবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। বিখ্যাত ছাতু বাবুর (আশুতোষ দেবের) পিতা রামদুলাল সরকার ইঁহাদিগের সংসারে সরকারী করিতেন। এই খাতিরে ছাতুবাবু আমার শ্বশুর মহাশয়কে তাঁহার দুস্থাবস্থাতে অর্থ সাহায্য করিতেন। শ্বশুর মহাশয় ঋণ জন্য তাঁহার হাটখোলাস্থ ভবন হারান। যখন তাঁহার মৃত্যু হয় তখন তিনি ছাতু বাবুর সালকিয়ার বাগান বাটীতে বাস করিতেন।

দেবেন্দ্র বাবুর আয় হ্রাস হওয়াতে ও তন্নিবন্ধন ব্রাহ্মসমাজের জন্য অধিক লোক প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হওয়াতে আমি ১৮৪৮ সালের প্রথমে সমাজের কার্য্যালয়ের সহিত (সমাজের কার্য্যের সহিত নহে) সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই। তাহার পর দেড় বৎসর বসিয়া থাকি। এই সময়েও পিতৃতুল্য দেবেন্দ্র বাবু আমাকে মধ্যে মধ্যে সাহায্য করিতেন। তৎপরে ইংরাজী ১৮৪৯ সালের মে মাসে সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় ইংরাজী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হই। ঐ সময়ে ছোট আদালতের জজ আমার সমাধ্যায়ী ও পরম বন্ধু গোবিন্দচন্দ্র দত্তের পিতা রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ছিলেন এবং শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—যিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতে প্রথম বিধবা বিবাহ করেন ও পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েন—তিনি সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ঐ সময়ে বাঙ্গালা কবিবর মদনমোহন তর্কালঙ্কার সাহিত্যের, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ অলঙ্কারের, বিখ্যাত নৈয়ায়িক নরনারায়ণ তর্কপঞ্চানন ন্যায়ের এবং সুরসিক ও বিখ্যাত স্মার্ত্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি স্মৃতির অধ্যাপক ছিলেন। এই সময়ে কাউন্সিল অফ্ এডুকেশন-এর সভাপতি এবং সুপ্রীম কাউন্সিল-এর লেজিসলেশন-মেম্বর অনরেবল ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন সাহেব বীটন বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। যে দিন উহা সংস্থাপন হয় সেদিন ফ্রিমেসনেরা পতাকা উড়াইয়া ও বাদ্যোদ্যম করিয়া মহা সমারোহের সহিত কলিকাতার রাস্তা দিয়া গমন করিয়া উহার মূল প্রস্তর নিখাত করেন। দ্বারে পূর্ণকুম্ভ ও অশোক স্থাপিত হইয়াছিল। স্ত্রীশিক্ষা দ্বারা ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোক-দিগের সকল শোক ও দুঃখ অপনীত হইবে তাহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন স্বরূপ উক্ত অশোক বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে বাটী হইতে যে সকল

গাড়ীতে বালিকাদিগকে স্কুলে লইয়া যাওয়া হইত সেই সকল গাড়ীর গায়ের উপরে মহানির্ব্বাণতন্ত্রোদ্ধৃত "কন্যাপেব্যং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতির যত্নতঃ" এই বাক্য অঙ্কিত ছিল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার বীটন সাহেবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। যাঁহারা প্রথমে তাঁহার বিদ্যালয়ে বালিকা দেন, তাহার মধ্যে তর্কালঙ্কার একজন। তিনি বীটন সাহেবকে যে সকল পত্র লিখিতেন তাহা আমা দ্বারা লিখাইয়া লইতেন। আমি কেবল সংস্কৃত কলেজের বালকদিগকে ইংরাজী শিখাইতাম এমত নহে। অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আমার নিকট অল্প-বিস্তর ইংরাজী পড়িয়াছিলেন। মহামান্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের যে সকল ছাত্র আমার নিকট পাঠ করেন, তাহার মধ্যে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন প্রধান। ইনি বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে উক্ত ভাষা ও সাহিত্যের পুরাবৃত্ত সম্বলিত একটি দীর্ঘ ও উৎকৃষ্ট প্রস্তাব ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি এক্ষণে (১৮৯০) হুগলি নর্ম্যাল স্কুলের অধ্যক্ষ।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য এই সময়ে যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম করিতেন, যিনি নিজ চক্ষে তাহা দেখিয়াছিলেন তিনিই কেবল বুঝিতে পারেন। এক একদিন অক্ষয় বাবুর রচিত প্রস্তাব সকল তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাহা সংশোধন করিতে করিতে তিনি গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেন। "সত্যংজ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম আনন্দ রূপমমৃতংযদ্বিভাতি" এই শ্লোক তৈত্তিরীয় ও মুণ্ডকোপনিষদ হইতে দেবেন্দ্রবাবু প্রথম উদ্ধার করেন। অনেক চিন্তা ও আলোচনার পর উহা উদ্ধার করিয়া ব্যবহার করা বিহিত বোধ করেন। তাহার পর অনেক আলোচনা ও চিন্তার পর "শান্তং শিবমদ্বৈতং" উদ্ধার করিয়া ব্যবহার করা স্থিরীকৃত হয়। "ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎ কারণায়" ইহার বাঙ্গলা অনুবাদ এবং "অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতংগময়" এই প্রার্থনাটুকু আমা দ্বারা প্রবর্ত্তিত মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রণালী হইতে লওয়া হয়। ব্রাহ্ম প্রতিজ্ঞাপত্রে যে কত পরিবর্ত্তন ও সংশোধনের পর বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে তাহা বলা যায় না। প্রথমে এমন একটি প্রতিজ্ঞা ছিল যে উপাসনা

সময়ে কোন জাতীয় চিহ্ন ধারণ করিব না। যে সকল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাঁহারা উপাসনা সময়ে উপবীত পরিত্যাগ করিয়া উপাসনা করিতেন। উপাসনা হইয়া গেলে তাহা আবার পরিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় (উপনিষদ) অতি শীঘ্র প্রস্তুত হয় কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায় প্রস্তুত করিতে অনেক সময় লাগে। উক্ত অধ্যায়ে মনু হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত আছে তাহা আমি মনুসংহিতা হইতে উদ্ধার করিয়া দিই। উক্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে মনু হইতে "নাত্ত্বাদূষণ" এই বাক্য যে শ্লোকের প্রথমে আছে, তাহা উদ্ধৃত ছিল। উহার অর্থ এই, মাংসাহারে কোন দোষ নাই। ঐ শ্লোকটি পরে তুলিয়া দেওয়া হয়। সমাজে হারমোনিয়ম ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে একর্ডিয়ন দিন কতক ব্যবহার করা হইয়াছিল। কঠোপনিষদের যে শ্লোকের প্রথমে আছে "ন সদৃশে তিষ্ঠতি রূপমন্য" সেই শ্লোক একর্ডিয়নে গাওয়া হইত। এক এক দিন দেবেন্দ্র বাবুর বাটীতে সন্ধ্যার পর এইরূপ গাওনাতে বড় আনন্দ হইত। কিরূপ আনন্দ হইত তাহা এই নিম্নের লিখিত গল্প দ্বারা প্রদর্শিত হইবে। চন্দ্রনাথ রায় নামে দেবেন্দ্র বাবুর একটি পারিষদ ছিলেন। ইঁহাকে দেবেন্দ্র বাবু পরে একটি নায়েবি কর্ম্ম দেন। ইঁহার বাটী বংশবাটী গ্রামে ছিল। ইনি একরাত্রি বাসায় ফিরিয়া না যাইতে পারাতে দেবেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় শয়ন করিয়াছিলেন। পার্শ্বের ঘরে দেবেন্দ্র বাবু শুইয়াছিলেন। ঐ রাত্রিতে সন্ধ্যার পর বড় ব্রহ্মানন্দ হয়। দুই প্রহর রাত্রি বেলায় দেবেন্দ্র বাবু "দুপ্ দুপ্" এইরূপ শব্দ শুনিতে পাইলেন। তাঁহার ঘুম ভাঙিগয়া গেল। বাহিরে আসিয়া দেখেন যে চন্দ্রনাথ রায় নৃত্য করিতেছেন। একি, জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলিলেন "আমার নাচ পাইয়াছে কি করি?" লোকের যেমন ক্ষুধা পায়, তৃষ্ণা পায়, তেমনি নাচ পায় ইহা অদ্ভুত কথা। এই সময়ে পরস্পর পরস্পরকে আমরা শাস্ত্রোক্ত নামে ডাকিতাম। কাহারো নাম শৌনক ছিল, কাহারো নাম জরৎকারু, কাহারো নাম অষ্টাবক্র ছিল। অক্ষয় বাবু শীর্ণকলেবর, তাঁহার নাম আমরা জরৎকারু রাখিয়াছিলাম।

কোন বন্ধুর স্ত্রীকে পত্রেতে দেবেন্দ্র বাবু মৈত্রেয়ী বলিয়া ডাকিতেন। উপনিষদের আলোচনায়, উপনিষদোক্ত শ্লোক গানে এবং তখনকার ব্রাহ্মধর্ম্ম

সম্বন্ধীয় নানা তত্ত্ব আলোচনায় আমাদিগের দিন পরমানন্দে অতিবাহিত হইত। এখন যেমন ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে দেখা হইলে কেবল পরস্পরে ব্রাহ্মনায়কদিগের দোষ গুণ আলোচনায় তাঁহারা প্রবৃত্ত হয়েন সেরূপ ভাব তখন ছিল না। কোন ব্রাহ্মের সঙ্গে দেখা হইলে ঈশ্বর বিষয়ক কথোপকথনে এবং ব্রাহ্মদিগের সদ্‌গুণ আলোচনায় অতিবাহিত হইত। খাঁটি ঈশ্বর প্রসঙ্গে অনেকটা সময় যাপিত হইত। তখন ভগবদ্‌গীতার এই শ্লোকানুসারে অনেকটা কার্য্য হইত।

"মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং
কথয়ন্তশ্চ মাংনিত্যং তুষ্যন্তিচ রমন্তিচ।"

ইংরাজী ১৮৪৮-৫০ এই তিন বৎসর, বেদ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট কিনা, ইহা সর্ব্বদা আমাদিগের মধ্যে বিচারিত হইত। আমরা তখন ঈশ্বরপ্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতাম বটে, কিন্তু বেদ কেবল যুক্তিযুক্ত বাক্যপূর্ণ বলিয়া তাহা ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতাম। আমরা যে এইরূপ বিশ্বাস করিতাম তাহা আমার "ডিফেন্স অফ ব্রাহ্মইজম এ্যান্ড দি ব্রাহ্মসমাজ" নামক পুস্তিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইবে।

"After the death of Ram Mohan Ray, the catholic character of the Samaj was not destroyed. Even while its leaders admitted the Vedas to be a revelation, they did so solely on account of the "reasonableness and cogency of these doctrines" (see Vedantic Doctrines Vindicated) as compared with the other Shastras of the Hindus and the religious scriptures of other nations. They rejected the idea of a revelation supported by external evidence. "The only ground" they said "on which the truth of any system of belief can be maintained is that founded on the nature of the doctrines inculcated by it." "If the doctrines of theology and the principles of morality taught in the sacred volumes referred to appear to be consonant to the dictates of sound reason and wisdom—if these tenets and precepts carry the unimpeachable character of truth in them—the

man who has received them and continues to place his trust in them will have no reason to fear the vitupera-tive—(?) of ungodliness in respect to his religion" (Vedantic Doctrines Vindicated). The letter of Babu (Vedantic Doctrines Vindicated). The letter of Babu Devendra Nath Tagore published in the *Englishman* in October, 1846 speaks of his religion as one "whose principles are echoed to by the dictates of that of nature and of human reason and human heart and *by the sense of the wisest of all ages and centuries.*" The Revd. Mr. Mullens in his "Essay on Vedantism, Brahmoism and Christianity" says: "Though the Brahmos claim the Vedas as a revelation of divine truth they look primarily upon the works of nature as their religious teacher. From nature they learned first and because the Vedas (as they assert) agree with nature therefore they regard them as inspired." He quotes in support of the above assertion the following passages from the "Vedantic Doctrines Vindicated." "The knowledge derived from the sources of inspiration deals with eternal truths which require no other proof than what the whole creation and the mind of man unperverted by fallacious reasonings afford in abund-ance." It is, therefore, evident that the leaders of the Samaj at this time considered the Vedas to be revealed solely on account of the reasonableness and cogency of these doctrines. Their errors lay in believing that what-ever they contained was reasonable and cogent. As soon as they perceived their mistakes after a wider study of the Vedas, they shook it off at once. Now, why did they do so easily? The reason is that a higher standard of belief had always predominated in their minds as shown

by the above extracts from these publications over that of written revelation, that is, the standard of reason, and, as conscientious men, they could not continue professing that to be a revelation which was found to contain errors."

["রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর সমাজের (ব্রাহ্মসমাজের) উদার-নীতি লোপ পায় নাই। এমন কি ইহার নেতৃগণ যে বেদকে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহার মূলে ছিল এই মতগুলির 'যৌক্তিকতা এবং সারবত্তা' ("বেদান্তিক ডক্‌ট্রিন্‌স্‌ ভিণ্ডিকেটেড্‌" দেখুন)। ইহার সহিত হিন্দুদিগের অপরাপর শাস্ত্র এবং অন্যান্য জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির তুলনা করুন। যে ঈশ্বর-প্রত্যাদেশ বাহ্য প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ তাহা তাঁহারা প্রত্যাখান করেন। তাঁহারা বলেন 'কোন বিশ্বাসের সত্যতা যদি প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তাহা হইলে সেই ভিত্তির প্রয়োজন যে-ভিত্তি মতগুলির প্রকৃতিকে কেন্দ্র করিয়া বিরাজমান।' উল্লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্বের মতগুলি এবং ধর্ম্মাচরণের সূত্রগুলি যদি প্রবল যুক্তি ও প্রজ্ঞার অনুগামী হয়, যদি এই নীতি এবং উপদেশবাণীগুলি ইহাদের অন্তর্গত অনভিযোগ্য সত্যকে বহন করে, তাহা হইলে যে-ব্যক্তি ইহাদের গ্রহণ করিয়াছে এবং ইহাদের উপর তাহার আস্থা অটুট রাখিয়াছে, অপবাদের জন্য তাহাকে সন্ত্রস্ত থাকিতে হইবে না।" ("বেদান্তিক ডক্‌ট্রিন্‌স্‌ ভিণ্ডিকেটেড্‌") ১৮৪৬-এর অক্টোবরে ইংলিশম্যানে প্রকাশিত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রে আছে যে তাঁহার ধর্ম্ম সে-ই, "যে-ধর্ম্মের নীতিগুলি প্রকৃতির সত্যের অনুগামী, মানবিক যুক্তি ও মানবের অন্তরের অনুকূল এবং যাহা সর্ব্বকালের সাধক মনীষীদের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত।" রেভারেণ্ড শ্রী মুলেন্স তাঁহার 'এসে অন্‌ বেদান্তিজম্‌. ব্রাহ্মইজম্‌ এণ্ড্‌ ক্রিশ্চিয়ানিটি' গ্রন্থে বলিতেছেন যে, "ব্রাহ্মগণ বেদকে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলিয়া দাবী করেন সত্য, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে তাঁহারা প্রকৃতির লীলাকে তাঁহাদের গুরুরূপে গ্রহণ করেন। প্রকৃতি হইতেই তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম জ্ঞান লাভ করেন এবং যেহেতু বেদ প্রকৃতির অনুগামী সেইজন্য তাঁহারা বেদকে প্রত্যাদেশ বলিয়া স্বীকার করেন।" এই মতের স্বপক্ষে তিনি "বেদান্তিক

ডক্ট্রিন্স্ ভিন্ডিকেটেড্" হইতে উদ্ধৃতি দিতেছেন ঃ "প্রেরণার উৎস হইতে লব্ধ জ্ঞানের সম্পর্ক চিরন্তন সত্যগুলির সহিত, আর এই চিরন্তন সত্যগুলি পর্যাপ্ত প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করে একমাত্র সমগ্র সৃষ্টিকে এবং অপাপবিদ্ধ মানুষের মনকে।" সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে এই সময় সমাজের নেতৃগণ যে বেদকে ঈশ্বর-প্রত্যাদেশ বলিয়া স্বীকার করেন তাহার মূলে ছিল এই মত-গুলির যৌক্তিকতা ও সারবত্তা। তাঁহাদের যে ভুল হয় তাহার কারণ ইহাদের অন্তর্গত সমস্ত কিছুকেই তাঁহারা যুক্তিযুক্ত এবং নির্ভরযোগ্য বলিয়া ধরিয়া লন। বেদের ব্যাপক অধ্যয়নের পর যে-ই তাঁহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহা বর্জ্জন করিলেন। তবে কথা উঠিতে পারে যে কেন তাঁহারা একাজ সহজে করিলেন? কারণ এই যে, লিখিত প্রত্যাদেশ ছাড়াও তাঁহাদের মনে এক উচ্চতর বিশ্বাস সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল, অর্থাৎ যুক্তির বিশ্বাস, এবং বিবেকবান ব্যক্তি হওয়ার দরুণ তাঁহারা সেগুলিকে ঈশ্র-প্রত্যাদেশ বলিতে অস্বীকৃত হইলেন যেগুলি ভুলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।"]

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল তাহাতে প্রমাণিত হইবে যে দেবেন্দ্র বাবুর প্রথম সময়ের ব্রাহ্মেরা প্রকৃত প্রস্তাবে বেদকে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া কখন বিশ্বাস করিতেন না।

যে চারিজন যুবক পণ্ডিত দেবেন্দ্র বাবু দ্বারা কাশীতে প্রেরিত হয়েন তাঁহারা বেদাধ্যয়ন করিয়া ফিরিয়া আসিলে পর বেদকে উপরে উল্লিখিত দুর্ব্বলাকারেও ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইবে কি না এই লইয়া আমাদিগের মধ্যে মহা তর্ক উপস্থিত হইল। দেবেন্দ্র বাবু চিরকাল ভক্তিপ্রধান ও রক্ষণশীল ব্যক্তি অথচ সংস্কারক; অক্ষয় বাবু যুক্তির অত্যন্ত অনুরাগী ও সংস্কার বিষয়ে অগ্রসর। দুই জনে তর্ক হইয়া স্থির হইল যে বেদকে আর ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু উহাতে ভ্রম ও অযুক্তিযুক্ত বাক্য দৃষ্ট হইতেছে। বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত, এই মত অক্ষয় বাবু দ্বারা ১৭৭২ শকের ১১ই মাঘ দিবসের সাম্বৎসরিক উৎসবের বক্তৃতাতে প্রথম ঘোষিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের দুই নায়কের মধ্যে তর্ক বিতর্ক দ্বারা স্থিরীকৃত হয় তাহার গৌরব কেবল্

একজনকে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে কিন্তু আমি দেখিতেছি অক্ষয় বাবুর বন্ধুরা ইহার গৌরব কেবল তাঁহাকেই দিয়া আসিতেছেন। যিনি সর্ব্বপ্রধান ও যাঁহার সম্মতি ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজে কোন পরিবর্ত্তন আদোবেই সাধিত হইতে পারিত না তিনি আপনার গাঢ় রক্ষণশীল স্বভাব সত্ত্বেও যেমন সত্য প্রদর্শিত হইল অমনি তাহা গ্রহণ করিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারা ইহা বিবেচনা না করিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য গৌরব প্রদান করেন না। রক্ষণশীল স্বভাব হইয়া অগ্রসর হওয়া আরো গৌরবের বিষয়।

ইংরাজী ১৮৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেবেন্দ্র বাবু ও আমি আসাম প্রদেশ দেখিবার জন্য ক্যাপ্টেন হিক্‌লে সাহেবের নেতৃত্বের অধীন যমুনা নামক ষ্টীমারে আরোহণ করি, তখন আমার বয়ঃক্রম তেইশ বৎসর। আমরা গঙ্গাসাগর তৎপর বড় সুন্দর বন দিয়া আসামাভিমুখে গমন করি। বড় সুন্দর বন দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম যে এই একটি ক্ষুদ্র প্রণালী এত ক্ষুদ্র যে ষ্টীমার তাহাতে ফিরিতে পারে না, তাহার অব্যবহিত পরেই এমন একটি বিস্তীর্ণ নদী যে সমুদ্র বিশেষ। আমরা ষ্টীমারের উপরিভাগ হইতে দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিতাম ওপারে হরিণ চরিতেছে, ব্যাঘ্রের ডাক এক রাত্রেতে শুনা গিয়াছিল। একদিন আমরা যাইতেছি দেখিলাম সুন্দরবনে যে সকল কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতে যায় তাহার মধ্যে একজন নৌকা করিয়া ষ্টীমারের নিকট আসিয়া কাপ্তেন সাহেবকে বলিল যে আমাদিগের বারুদ ফুরাইয়া গিয়াছে, কিঞ্চিৎ বারুদ ও গুলি আমাদিগকে দিউন, আমরা এই মরা হরিণ আপনাকে দিতেছি। সেই হরিণটি সেইদিনই তাহারা শীকার করিয়াছে। কাপ্তেন বলিলেন যে ইংলণ্ড হইলে এই হরিণের দাম ৫০৲ টাকা হইত, ভারতবর্ষে অল্প গুলিবারুদের বিনিময়ে তাহা পাওয়া গেল। আমাদিগের প্রত্যেকের নিকট হইতে খাইখরচ দরুণ কাপ্তেন সাহেব ৪৲ টাকা করিয়া লইতেন কিন্তু পেট ভরিয়া খাইতে দিতেন না। এমন কাপ্তেন আমরা কখন দেখি নাই। ঐবার আমাদিগের ভাগ্যক্রমে ঐরূপ কাপ্তেন জুটিয়াছিল। কাপ্তেন সাহেব বোধ হয় আর জীবিত নাই। তিনি যে লোকে এখন থাকুন না কেন, অবশ্য ঐ স্বল্প আহার দেওয়ার জন্য তিনি এক্ষণে অনুতপ্ত হইতেছেন সন্দেহ নাই। একদিন ডিনারের সময় দেবেন্দ্র বাবুকে খানসামা গো

মাংসের কাবাব দিতে যাইতেছিল। তিনি বলিলেন, গো মাংস আমি খাই না।

আমরা ধাতু বরাবর গাড় বাঙ্গালীতর; আমার কলেজে শিক্ষা উহার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতা জোর করিয়া আরোপ করিয়াছিল মাত্র, কলমের ন্যায় উহা আমার প্রকৃতির উপর গাড়রূপে বসে নাই। আমি মধ্যে মধ্যে খানা ও মদ খাইতাম বটে কিন্তু সচরাচর প্রত্যহ দুইবেলা মাছের ঝোল ভাত না খাইলে চলিত না। ক্রমাগত মদ ও খানা খাইলে শরীর অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিত। ষ্টীমারে কিরূপ জীবন যাপন করিতে হয় তাহা পূর্ব্বে জানিলে সেইরূপ উপায় করা যাইত অর্থাৎ ফুলেল তৈল ইত্যাদি সঙ্গে লইতাম। স্টীমারে রুক্ষ্ম স্নান ও দিবসের মধ্যে তিনবার অর্থাৎ হাজরি টিফিন ও ডিনরে মাংস খাওয়াতে ঢাকায় না পোঁছিতে পোঁছিতে তিন চারি দিবসের মধ্যে বিজাতীয় গরম হইয়া উঠিল। রাত্রিতে ঘুম হয় না। ঢাকায় যখন স্টীমার পোঁছিল তখন আমাকে ছাড়িয়া দিতে দেবেন্দ্র বাবুকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম। তিনি আমাকে ঢাকায় নামাইয়া দিলেন। আমি মাছের ঝোল খাইবার অভিলাষে আমার কলেজের সমাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত ঈ, চ, মি, র বাসায় আশ্রয় লইতে তদভিমুখে গমন করিলাম। ইনি তখন আবগারী কমিশনার ডনেলী সাহেবের হেড কেরানি। বেতন ২০০৲ টাকা। তখনকার ২০০৲ টাকা এখনকার (১৮৯০) ৬০০৲ টাকার সঙ্গে সমান। আমি তাঁহার বাসাভিমুখে গমন করিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ দেখি তিনিও টেবিল পাতিয়া ইংরাজী রকমে আহার করিতেছেন। কি করি আমি বসিয়া গেলাম। পাছে আমাকে নিতান্ত বাঙ্গালী বলিয়া মনে করেন এই জন্য তাঁহাকে মাছের ঝোলের কথা তিন চারি দিন বলিতে আমার সাহস হইল না। পরে বিজাতীয়োপরি বিজাতীয় গরম হওয়াতে আমি তাঁহাকে একদিন আমার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলাম। তাঁহার স্ত্রীর একজন মুসলমান দাসী ছিল। তাহাকে মাছের ঝোল প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু সে মুসলমান বলিয়া পেঁয়াজ রসুন দিয়া কি এক রকম জিনিষ তৈয়ার করিয়া দিল তাহা আমার বড় খারাপ লাগিল। তৎপরে ঈ বাবুর স্ত্রীকে অনুরোধ করিয়া পাঠানোতে তিনি অনুগ্রহ করিয়া স্বহস্তে মাছের ঝোল প্রস্তুত করিয়া দিলেন। অনেক দিনের পর মাছের ঝোল খাইয়া তাহা গলার ভিতর দিয়া

পেটে যখন পড়িল কি পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হইলাম বলিতে পারি না। ঈ বাবু একদিন এক কাণ্ড করিলেন। তাঁহার স্ত্রীর সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিবার সাধ হওয়াতে তিনি পার্শ্বের ঘর হইতে তাঁহাকে বাহির করিবার জন্য তাঁহার হাত ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিলেন। তিনিও কোনমতে আসিবেন না। পরে আমি এ ঘর হইতে অনেক বলাতে আলাপ করানো কার্য্য হইতে বিরত হইলেন। অনেক দিন ইংরাজী রকমে সাবান মাখিয়া রুক্ষ স্নান করাতে অত্যন্ত গরম হওয়াতে একদিন ঈ-বাবুর চাকরকে দিয়া বাজার হইতে তৈল আনাইয়া নীচের তলায় একটি অন্ধকার ঘরে তৈলমর্দ্দন করিতেছিলাম। সে অন্ধকার ঘরে ঈ-বাবুর কখন আসিবার প্রয়োজন হয় নাই। সেদিন কোন প্রয়োজনবশতঃ আসাতে আমি তৈলমর্দ্দনরূপ অপকর্ম্ম করিবার সময়েই তাঁহা কর্ত্তৃক ধৃত হইলাম। তিনি বলিলেন, "একি"? আমি বলিলাম, "তৈল বাজার হইতে আনাইয়া মাখিতেছি। অনেক দিন তেল না মাখাতে গরম বোধ হইতেছে।" তিনি বলিলেন, "আমাকে বলিলে হইত, আমি আনাইয়া দিতাম।" আমি বলিলাম, "পাছে তুমি আমাকে নিতান্ত বাঙ্গালী ঠাওরাও এইজন্য বলি নাই।" এই সকল ক্ষুদ্র বিষয় লিখিতাম না; ভবিষ্যদ্বংশীয়-দিগকে আমাদিগের যৌবনকালের কোন কোন ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তির আচার-ব্যবহার কিরূপ ছিল তাহা জানাইবার জন্য লিখিলাম।

আমি সংস্কৃত কলেজ হইতে মেদিনীপুর বদলী হই। তথাকার জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হই। ইং ১৮৫১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঐ কর্ম্মে বসি। ঐ তারিখ হইতে ১৮৬৬ সালের ৬ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত আমি ঐ কর্ম্ম করি। শেষোক্ত তারিখে আমার মাথাঘোরা পীড়া আরম্ভ হয়। সেই অবধি এখনও ঐ পীড়ায় ভুগিতেছি। আমি পীড়ার জন্য প্রধান শিক্ষকের পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই। আমি পনেরো বৎসর কয় মাস ঐ কর্ম্ম করি। এই সময়ের মধ্যে আমি আমার জীবনের যে সকল কার্য্য করি তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে—

(১) মেদিনীপুর জেলা স্কুলের উন্নতি সাধন।

(২) মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের পুনঃ সংশোধন ও উন্নতি সাধন।

(৩) জাতীয় গৌরবসম্পাদনী সভা সংস্থাপন।

(৪) সুরাপান নিবারিণী সভা সংস্থাপন।

(৫) বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন।

(৬) বক্তৃতা, ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ও ব্রাহ্মধর্ম্মসাধনা।

(৭) 'ডিফেন্স অফ ব্রাহ্মইজম্‌ এ্যান্ড দি ব্রাহ্মসমাজ' নামক বক্তৃতা প্রণয়ন।

আমার মেদিনীপুরস্থ কর্ম্মে আমার পূর্ব্বে দুই দুই জন সাহেব ছিলেন; তাঁহাদিগের নাম টীড এবং সিনক্লেয়ার। টীড সাহেবের সময় উক্ত স্কুল সংস্থাপিত হয়। তিনি নিজে কর্ম্মের প্রতি বিলক্ষণ মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু সিনক্লেয়ার সাহেব বার্দ্ধক্য বশতঃ ছিলেন না। তাঁহার সময় স্কুলের বড় দুরবস্থা হয়। তিনি তিনশত টাকা করিয়া পাইতেন ও স্কুলের হাতার ভিতর একটি বাঙ্গলায় থাকিতে পাইয়াছিলেন। আমি দেড় শত টাকা পাইতাম ও উক্ত বাঙ্গলায় থাকিতে পাইতাম। আমি যে বৎসর স্কুলের কাজে বসিলাম সেই বৎসরই দুই তিনজন বালক ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ প্রায় প্রতি বৎসর বালকেরা ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইত। বালকদিগকে ভালবাসা দ্বারা চালিত করা আমার শিক্ষকতা কার্য্যের নিয়ম ছিল। প্রথমে কার্য্যে বসিয়া দুই একজন বালককে শারীরিক দণ্ড প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু উহা হইতে পরে একেবারে নিবৃত্ত হই। শিক্ষা দিবার সময় অনেক শিক্ষাপ্রদ অথচ আমোদজনক গল্প করিতাম তাহাতে বালকদিগের মন আমার প্রতি বড় আকৃষ্ট হইত। পুস্তকের কোন স্থলের অর্থ একেবারে বলিয়া দিতাম না, প্রশ্নশ্রেণী দ্বারা প্রকৃত অর্থ তাহাদিগের মুখ হইতে বাহির করিতাম। এখন (১৮৯০) শুনিতে পাই কলেজে ছাত্রেরা কেবল শ্রোতা। শিক্ষক ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেছেন, বালকেরা কেবল নোট লিখিতেছেন। বৈশম্পায়ন বক্তা, পরিক্ষিৎ শ্রোতা। না আছে বালক কর্ত্তৃক শিক্ষককে জিজ্ঞাসা, না আছে শিক্ষক কর্ত্তৃক বালককে জিজ্ঞাসা। আমি শিক্ষায় এই প্রণালী ঘৃণা করি। আমি বালকদিগের জন্য বিতর্ক সভা সংস্থাপন করিয়াছিলাম। তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি চালনা ও বক্তৃতাশক্তি সঞ্চার হইবার জন্য তাহা স্থাপন করি। আমি কেবল বালকদিগের মানসিক উন্নতির প্রতি মনোযোগী ছিলাম এমন নহে, শারীরিক উন্নতির প্রতি যত্নবান ছিলাম। আমি মেদিনীপুরের সেচ বিভাগের কর্ত্তা ক্যাপ্টেন বিডেল সহেবের পরামর্শ

অনুসারে মেদিনীপুরস্থ স্কুলের হাতার ভিতর একটি র‍্যাকেট কোর্ট চাঁদা করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলাম। তিনি তজ্জন্য একটি প্রসিদ্ধ ইংরাজী সংবাদপত্রে আমার প্রশংসা করিয়া একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। সে পত্র এই—

"It is a common saying that the natives of this country will do nothing to help themselves and that they must be assisted by the Government or by the European community. An example has just occurred at Midnapore to show that this is not always the case and when kindly advised and shown how they can benefit their race, they are not slow even in that slowest of all operations the subscribing funds to attain the object when they feel certain it is for a particular good.

These observations arise naturally when one sees as at Midnapore a large building erected in the school compound for the manly games of Fives and Rackets and learns that it has been raised by subscriptions amongst the parents guardians and friends of the boys, but it is so and when asked whether they required the aid of Government to complete the building, it is refreshing to learn that the reply was a respectful negative.

Great credit is due to the Head Master, Babu Raj Narain Bose, and it is a certain proof of the esteem in which his character is held that he has been able to raise the necessary subscriptions "Ce nest que la premier par qui conte." Another subscription has been set on foot among the friends of the boys to supply backs to the forms and stools for the feet of the pupils, who will no longer be placed like notes of interrogation on the forms with legs dangling, a position that weakens and deforms the frame of a growing stripling who has thus to combat with physical

weakness in pursuing his mentally wearying studies. This is good progress and, as I maintain, shows that the natives are not unwilling to help themselves when put on the way of doing so."

["সচরাচর বলা হইয়া থাকে যে এ-দেশের অধিবাসিগণ নিজেদের পায়ে দাঁড়াইবার জন্য কোন চেষ্টাই করে না এবং সরকার কিংবা ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের সাহায্য বিনা এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারে না। কিন্তু মেদিনীপুরের একটি ঘটনার উল্লেখ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে সর্বক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য নয়। যদি সহৃদয়ভাবে তাহাদের পরামর্শ দেওয়া যায় এবং দেখাইয়া দেওয়া হয় কিভাবে তাহারা তাহাদের জাতির উপকার সাধন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা এমন কাজও সম্পন্ন করিতে পারে যে-কাজ সম্পন্ন করিতে সাধারণতঃ বহু যুগ লাগে অর্থাৎ চাঁদা দেওয়া এবং চাঁদার টাকা জোগাড় করার কাজ। যখন তাহারা সম্যক বুঝিতে পারে যে ইহাতে তাহাদের বিশেষ কল্যাণ হইবে তখন তাহারা ইহাতেও পিছপাও নয়।

এমন মন্তব্য করার কারণ আছে। যদি কেহ দেখে যে মেদিনীপুরের বিদ্যালয়-অঙ্গনে পুরুষোচিত 'ফাইভস্ এবং র‍্যাকেট্‌স্' খেলার জন্য এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং যদি কেহ শোনে যে বালকগণের মাতাপিতা, অভিভাবক এবং বন্ধুদিগের চাঁদার টাকায় এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তখন ঐরূপ মন্তব্য না করিয়া থাকা যায় কি? বিশেষ করিয়া যদি তাহাদের জিজ্ঞাসা করা যায় যে, এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার জন্য তাহাদের সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন ছিল কিনা, তাহারা সসম্মানে কিন্তু এক বাক্যে বলিবে ঃ "না"।

ইহার জন্য প্রধান শিক্ষক বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রভূত প্রশংসা দাবী করিতে পারেন। উপরন্তু ইহা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, লোকে তাঁহাকে কতটা ভক্তিশ্রদ্ধা করে, যাহার দরুণ তিনি এত চাঁদা তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আর একটি নূতন ব্যাপারে চাঁদা উঠাইবার কাজ সুরু হইয়া গিয়াছে। এই কাজ সম্পন্ন হইলে ছাত্রদের আর পা ঝুলাইয়া প্রশ্নের চিহ্নের মত বসিয়া থাকিতে হইবে না। কাজটি হইল পিঠের জন্য ঠেস এবং পায়ের

জন্য টুল সংগ্রহ করা। প্রশ্নের চিহ্নের মত ঠেস দিয়া বসিয়া থাকিলে বালকদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে, বিশেষ করিয়া যখন তাহারা মস্তিষ্কের ব্যবহারে নিয়োজিত। দেহের বা স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইলে মনেরও ক্ষতি হইতে পারে। এই ব্যাপারে চাঁদা উঠাইবার ব্রতকে প্রশংসা করিতেই হইবে। উন্নতির পথে ইহা আর একটি ধাপ। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে এই দেশের অধিবাসীরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে অনিচ্ছুক নয়, যদি তাহাদের পথ দেখাইয়া দেওয়া হয়।"]

কাপ্তেন বিডেল সাহেবের ন্যায় স্থানীয় শিক্ষাসমাজের (Local Committee of Public Instruction-এর) এক একজন সভ্য এতদ্দেশীয়দিগের শিক্ষাকার্য্যে মনোযোগী ছিলেন কিন্তু অধিকাংশ সভ্যদিগের ঔদাসীন্যের সহিত আমাকে সংগ্রাম করিতে হইত। সেই ঔদাসীন্যের দুই একটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

স্থানীয় শিক্ষাসমাজের অধিবেশনে এক বৎসর পরীক্ষক সকল নির্দিষ্ট হয়। পরীক্ষার বিজ্ঞাপনী পত্রের উপর সিবিলিয়ান ট্রিভর গ্রাণ্ট (যিনি বাদশাই আলসে ছিলেন) লিখিয়া দিয়াছিলেন,

"Was happy in the idea that he was not on the Committee at all. Has not been gazetted."

"তিনি কমিটিতে ছিলেনই না, এই ভাবিয়া তিনি সুখে ছিলেন। গেজেট করা হয় নাই।"

Multiplication is vexation
Addition is as bad ;
The Rule of Three doth puzzle me
And practice drives me mad.

গুণ করা বড় জ্বালা।
যোগ করাও সমান খারাপ।
রুল অফ্ থ্রী বিহ্বল করিয়া দেয়।
প্র্যাক্টিস্ দেয় পাগল করিয়া।

ট্রিভর গ্রাণ্ট,
পরীক্ষক।

আর একবার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মিঃ ব্রাইট ও বারিক মাষ্টার (ক্যাপ্টেন শর্ট) সাহেব আসিয়া কমিটি করিয়া লিখিয়া যান—

ক্যাপ্টেন শর্ট ও মিঃ ব্রাইট উপস্থিত।

চার ঘটিকা উত্তীর্ণ।

It was resolved that as the Secretary and other members were not present the meeting should be adjourned *sine die* with a vote of thanks to the chair.

[সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে যেহেতু সম্পাদক এবং অন্যান্য সভ্য অনুপস্থিত, সেইহেতু সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রাখা উচিত।]

ইহা ব্রাইট সাহেব লিখিয়াছিলেন। তৎপরে বারিক মাষ্টার শর্ট সাহেব লিখিয়াছিলেন ঃ

The meeting having adjourned, it is proposed *en passant* that the boys anxious to become students be examined as to their physical prowess, the best being :

To go head foremost through an inch *saul* board.

"Vivat Regina."

[সভা স্থগিত হইলে প্রস্তাবিত হয় যে, যে বালকগণ পড়ুয়া হইতে আগ্রহান্বিত, তাহাদের পরীক্ষা যেন দৈহিক বিক্রমের ভিত্তিতে লওয়া হয়। এমন পরীক্ষার শ্রেষ্ঠ বিষয় হইল এক ইঞ্চি পুরু বোর্ডের মধ্য দিয়া সর্বাগ্রে মস্তক চালাইয়া দেওয়া।]

"ভিভা রেজিনা"।

এই সব লেখা হইতেছিল এমন সময় সম্পাদক কলেক্টর ডব্লিউ, এচ্ ব্রডহার্স্ট সাহেবের বগির শব্দ শুনা গেল। অমনি উপরোক্ত দুইজন সাহেব সুড় সুড় করিয়া আর এক দ্বার দিয়া পলাইয়া গেলেন। কলেক্টর সাহেব আসিয়া আমাকে তম্বি করিতে লাগিলেন, "তুমি কি জন্য ইহা লিখিতে দিলে" ? আমি উত্তর দিলাম "আমি কি করিব ?" তৎপরে সম্পাদক একা মিটীং করিলেন। তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক ছিলেন কিন্তু তত বুদ্ধিমান

ছিলেন না। লোকেল কমিটির সভ্যদিগের মধ্যে এক একজন সভ্য অতিশয় শিক্ষোৎসাহী ছিলেন। জি, এফ, ককবার্ণ মেদিনীপুরের কলেক্টর ছিলেন। তৎপরে পরম্পরা কলিকাতার চীফ্ ম্যাজিষ্ট্রেট ও পাটনা ও কটকের কমিশনর হয়েন, তিনি শিক্ষাকার্য্য বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ডব্লিউ, লুক জাজও এইরূপ উৎসাহী ছিলেন। তিনি "রাজনারায়ণ বেদান্তবাগীশ" বলিতেন। বেদান্টিস্ট না বলিয়া বেদান্ট বলিতেন। তখন যদ্যপিও আমরা আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিতাম, মতে অনেকটা বৈদান্তিক ছিলাম। জে, এচ্, রেভিট কার্নাক সাহেবও ঐরূপ ছিলেন। তিনি এক্ষণে (১৮৮৮ সাল) গাজিপুরের অহিফেন এজেণ্ট।

(২) মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের পুনঃ সংস্থাপন ও উন্নতি সাধন। আমি ইংরাজী ১৮৫১ সালের প্রথমে মেদিনীপুরে যাই। তাহার প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে কোন্নগর নিবাসী প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব দ্বারা [মেদিনীপুর সমাজ] স্থাপিত হয়। এই সময় শিবচন্দ্র বাবু মেদিনীপুরের ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন জন্য শিবচন্দ্র বাবুর উপর কত কটু-কাটব্য বর্ষিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। তিনি অপরাজিত চিত্তে তাহা সহ্য করিয়াছিলেন। কোন ব্যক্তি শ্লেষ করিয়া প্রভাকর পত্রে লিখে তিনি ক্ষীণ শাখা অবলম্বন করিয়াছেন। মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ আপনাকে আদি ব্রাহ্মসমাজের শাখা স্বরূপ বলিয়া পরিচয় দিতেন; ইহাতে সে ঐরূপ শ্লেষ করিয়াছিল। আমি যখন মেদিনীপুর যাই তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতে সমাজ আদোবে ছিল না; প্রথম তখনকার আবকারী সেরেস্তাদার বলাগড় নিবাসী শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসা-বাটীতে উপাসনা হয়। তৎপরে স্কুল-গৃহে আমার আলয়ে হইত। মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ ইংরাজী ১৮৫২ সালের প্রথমে পুনঃ সংস্থাপিত হয়। উহার প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসবে যে বক্তৃতায় ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ বিবৃত করি সেই বক্তৃতা অভিব্যক্ত হয়। কয়েক বৎসর পরে চাঁদা দ্বারা এক সমাজগৃহ নির্ম্মাণ করা যায়। ইহার নির্ম্মাণে দুই সহস্র টাকার কিছু অধিক পড়ে, তন্মধ্যে দেবেন্দ্র বাবু আটশত টাকা দেন। আমার বাসা হইতে তথায় উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। সেই অবধি সমাজের উত্তরোত্তর

উন্নতি হইতে লাগিল। যেদিন নূতন গৃহে উঠিয়া যাওয়া যায়, সেইদিন বহু-সংখ্যক কাঙ্গালী ভোজন হয়। এই কাঙ্গালী ভোজনের কর্ম্মে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীরা পর্য্যন্ত যোগ দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে একটি ধর্ম্মালোচনা সভা এবং তাহা উঠিয়া গেলে একটি সঙ্গত সভা স্থাপন করা যায়। এই দুই সভাতে ধর্ম্মবিষয়ক নানাকথা আলোচিত হইত। মেদিনীপুরে এতদূর পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলাম যে কতকগুলি ব্রাহ্ম গার্হস্থ্য ক্রিয়াতে পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সকল অনুষ্ঠান-কারী ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জমিদার নবীনচন্দ্র নাগ, অখিলচন্দ্র দত্ত এবং নীলকমল দে ছিলেন। অখিলচন্দ্র দত্ত প্রচারক হইবার জন্য মানস করিয়াছিলেন। তিনি প্রচারকের কার্য্যে উপদেশ পাইবার জন্য প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে কিছুদিন বেড়াইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সঙ্গে তাঁহার জমিদারীতে গিয়াছিলেন। রাস্তায় পীড়িত হওয়াতে প্রধান আচার্য্য মহাশয় স্বহস্তে তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতে দৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি এত স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল। এই অখিলচন্দ্র দত্ত পরে "মেদিনী" নামক মেদিনীপুরের বিখ্যাত সংবাদপত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন। তিনি সম্পাদকের কার্য্য অত্যন্ত নির্ভীকতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভয়ে মেদিনীপুরের উভয় ইংরাজ ও বাঙ্গালী গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীরা জড় সড় হইয়াছিলেন।

আমার ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে অধিকাংশ বক্তৃতা মেদিনীপুরেই করা হইয়াছিল। আমি ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা মেদিনীপুরে আরম্ভ করি ও মেদিনীপুরেই সমাপন করি। ইংরাজী ১৮৫৩ সালে আমি উহা আরম্ভ করি, ৬৬ সালে উহা শেষ করি। এই ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রণয়নই আমার স্বাস্থ্যনাশের প্রধান কারণ। উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে অনেক চিন্তা করিতে হইয়াছিল। ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকাকে উহার ভূমিকায় আমার মানসকন্যা বলিয়াছি। আমার বন্ধুদিগকে আমি উপহাস করিয়া বলিয়া থাকি, "ঐ বেটি আমাকে খেলে।" ব্রহ্মসাধন পুস্তকও সেখানে রচনা করি। ব্রহ্মসাধন পুস্তকের সাধারণ ভাব আপহামের ইণ্টীরীয়র লাইফ হইতে নীত। আমার নিজেরও অনেক ভাব উহাতে আছে। দুঃখের বিষয় যে ঐ গ্রন্থ কেহ ছোঁয় না; কিন্তু ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার নিজের মত

এই যে উহা আমার সকল গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই ব্রহ্মসাধন পুস্তক পাঠ করিয়া কেশব বাবু বলিয়াছিলেন যে লোকে উহার তত্ত্বসকল আপনার জীবনে উপলব্ধি না করিলে এরূপ গ্রন্থ লিখিতে সক্ষম হয় না। কেশব বাবু আমার ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ বিষয়ক বক্তৃতা পাঠ করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। মেদিনীপুর থাকিতে আমার ইংরাজী গ্রন্থ সকলের মধ্যে কেবল 'ডিফেন্স অফ্ ব্রাহ্মইজম্ এ্যান্ড ব্রাহ্মসমাজ' বক্তৃতা প্রণয়ন করি। মেদিনীপুরে আমাদিগের ধর্ম্মোৎসাহের সীমা ছিল না। তাহার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হইতেছে। আর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পৌত্র কুমার ব্রজেন্দ্র নারায়ণ দেব বাহাদুর মেদিনীপুরের ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ইহাকে আমি ব্রাহ্ম করি। অনেকে অনুমান করেন যে রাজা রাধাকান্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন গমন করেন, তাঁহার পৌত্র ব্রাহ্ম হওয়া তাহার একটি প্রধান কারণ। চুঁচুড়ার প্রেমচাঁদ গুপ্ত একজন সুমধুর ব্রাহ্ম গায়ক। তাঁহার মেদিনীপুর গমনে আমাদের ব্রহ্মসংগীত চর্চ্চা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। একদিন সমস্ত রাত্রি কুমার ব্রজেন্দ্রের বাটীতে তাঁহার গাওনা হয়। ইহা বলা বাহুল্য যে দুই একজন যাহারা মদ্যপান করিতেন এই সকল সংগীত সভায় তাহা করিতেন না। ইহার পূর্ব্বে আমাদের দ্বারা মেদিনীপুরে সুরাপান নিবারিণী সভা সংস্থাপিত হওয়াতে আমার সংগীদিগের অনেকে মদ্যপান হইতে বিরত হইয়াছিলেন কিন্তু উক্ত দিবসে এত প্রমত্ততার সহিত ব্রহ্মসংগীত হইয়াছিল যে একজন ব্রাহ্ম বলিলেন যে আমাদিগের প্রমত্ত ব্যবহারের শব্দ দূর হইতে যাহারা শুনিতেছে তাহারা হয়ত বলিতেছে যে "ঐ পাড়ায় মাতালের গ উঠেছে।" প্রভাত সময়ে একজন ব্রাহ্ম প্রস্তাব করিলেন যে, "এই মুখে চলুন (মেদিনীপুরের নিকটস্থ) গো-গিরিতে যাওয়া যাক।" আমরা অমনি তথায় চলিলাম। সেখানে সমস্ত দিন গাওনা হয়। গো-গিরিতে মেদিনীপুরের সদরআলা বাবু অভয়-কুমার দত্ত গুপ্ত (ইনি একজন ভক্তিমান ব্রাহ্ম ছিলেন) তাঁহার ওখানে সন্ধ্যার পর সংগীত ও তৎপরে ভোজন করিবার নিমন্ত্রণ করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের দুইটি ভাগ আছে—একটি মধুর ভাগ, একটি কঠোর ভাগ। মধুর ভাগ ব্রহ্মসংগীত, কঠোর ভাগ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান। আমরা যদি মেদিনীপুরে কেবল ব্রহ্ম-সংগীত করিয়া কাল কাটাইতাম তাহা হইলে আমরা ধর্ম্মবিলাসী উপাধির

উপযুক্ত হইতাম। কিন্তু আমরা কেবল ধর্ম্মবিলাসী ছিলাম না, অনুষ্ঠানও করিতাম। মেদিনীপুরে অনেকগুলি ব্রাহ্ম আমার উপদেশে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। আমি যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ করি তাহা মেদিনীপুরেই করি। আমার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম অনুষ্ঠান আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে দেওয়া। এই বিবাহ মহা জাঁকজমকের সহিত দেওয়া হইয়াছিল। তখন ব্রাহ্মসমাজে দলাদলি আরম্ভ হয় নাই। ঐ বিবাহ উপলক্ষে দেবেন্দ্র বাবু ও কেশব বাবু উভয়েই মেদিনীপুর গিয়াছিলেন। কলিকাতার অনেক ব্রাহ্ম এই উপলক্ষে মেদিনীপুর গিয়াছিলেন। বিবাহসভা কলিকাতার ব্রাহ্ম ও মেদিনীপুরের ব্রাহ্ম এবং মেদিনীপুরস্থ প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লইয়া হয়। সভাটি মহতী হইয়াছিল। তখন হারমোনিয়ম বাদ্যযন্ত্র ব্রাহ্মসমাজে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত বাদ্যযন্ত্র কলিকাতা হইতে আনাইয়া সংগীত সময়ে বিবাহসভায় বাজান হইয়াছিল। এই বিবাহে কেশববাবু প্রধান আচার্য্য এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও মেদিনীপুরের পরমোৎসাহী ব্রাহ্ম মেদিনীপুর জিলা স্কুলের হেডপণ্ডিত ভোলানাথ চক্রবর্তী মহাশয় আচার্য্যের কর্ম্ম এবং অযোধ্যানাথ পাকড়াশী পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছিলেন। বিবাহকার্য্য এত জাকজমকের সহিত সম্পন্ন হয় যে দেবেন্দ্র বাবু পরে বলিয়াছিলেন যে রাজা রাজড়ার বিবাহে এমন হয় না। অযোধ্যানাথ পাকড়াশী আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ছিলেন। ইহার বক্তৃতাশক্তি ও অন্যান্য বিষয়ে ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। ইহার বক্তৃতাশক্তি এমন ছিল যে ইহার নাম আমি ম্যাসিলন অফ্ বেঙ্গল রাখিয়াছিলাম। ইনি এতদিন জীবিত থাকিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনেক উপকার সাধিত হইত। আমার জ্যেষ্ঠাকন্যার স্বামী শ্রীমান কৃষ্ণধন ঘোষকে আমার ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা উৎসর্গ করি। মেদিনীপুরে অবস্থিতিকালে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত করি। সে প্রথা নৈসর্গিক শোভায় শোভিত সুরম্যস্থানে কখন কখন উপাসনা। বসন্তকালে মেদিনীপুরের গো-গিরিতে আমাদিগের বসন্তোৎসব হইত। এই উপলক্ষে বৎসর বৎসর আমি যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলাম তাহা "বসন্ত-কুজন শিরে" আমার বক্তৃতা পুস্তকে আছে। এখনও (১৮৯০) প্রতি বৎসর গো-গিরিতে উক্ত উৎসব হইয়া থাকে। আমি মেদিনীপুর নগরে থাকিতে মেদিনীপুর

জেলার অন্যত্র কখন কখন প্রচার করিতে যাইতাম। ১৮৬৪ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম সাইক্লোন অর্থাৎ ঘূর্ণবাত হয়। ঝড়ের এমনি তেজ হইয়াছিল যে কলিকাতার নিকটস্থ গঙ্গা হইতে জাহাজ সশরীরে তুলিয়া ওপারের মাঠের উপর ফেলিয়া দিয়াছিল। মেদিনীপুর নগরে ঝড়ের এত তেজ হয় নাই তথাপি প্রবল ঝড় হইয়াছিল বলিতে হইবে। ঝড়ের পর আমি মেদিনী-পুর জেলার অন্তর্গত জলেশ্বর গ্রামে অথবা উপনগরে প্রচার করিতে যাই। জলেশ্বর সুবর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত। জলেশ্বর সুবর্ণরেখার ধারে দেবদার বৃক্ষের দীর্ঘ শ্রেণী ও তাহার নিকটস্থ সুরম্য দৃশ্য আমার মনে এখনও মুদ্রিত রহিয়াছে। আমার ছাত্র তথাকার পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত প্রসন্ন-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অতিথি হইয়া জলেশ্বরে অবস্থিতি করি। আমি যখন গিয়াছিলাম তখন জলেশ্বরের নিমকের কারখানা উঠিয়া গিয়াছিল। নিমক সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট সাহেবের দিব্য কুঠিখানি পড়িয়াছিল। আমি গিয়া তাহা দখল করিলাম। তথায় থাকিয়া নিকটস্থ জলেশ্বর এবং বিখ্যাত লক্ষণনাথ গ্রামে প্রচার করি। লক্ষণনাথে ও জলেশ্বরে মেদিনীপুর জেলার দুইটি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম থাকিতেন। তাঁহাদিগের নাম কুমারনারায়ণ মিত্র ও কার্ত্তিকচন্দ্র রায়। কার্ত্তিকচন্দ্র রায় জলেশ্বরবাসী। কার্ত্তিকচন্দ্র রায় আমাকে বলিয়া-ছিলেন যে তিনি বিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্র রায়ের বংশোদ্ভব। জলেশ্বরে পৌঁছিয়াই শুনিলাম যে লক্ষণনাথের কুমারনারায়ণ মিত্রের কিছুদিন পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে। ইহা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। কার্ত্তিকচন্দ্র রায় আমাকে বলিলেন যে তাঁহার পিতা মৃত্যু সময়ে আমার বক্তৃতা তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতে বলিয়াছিলেন। লক্ষণনাথ গ্রামের জমিদার শিবনারায়ণ রায়ের ভ্রাতু-ষ্পুত্র লালা যদুনাথ রায়ের বাটীতে উপাসনা করি। উপাসনার পর তিনি আমাকে ভোজন করান। তাঁহার বাটীতে যেরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থালা বাটী ঘটি ও গাড়ু দেখিলাম এমন কোনখানে দেখি নাই। তাহা কলির ক্ষুদ্রাকৃতি মনুষ্যের ব্যবহারের উপযোগী নহে, সত্যযুগের দীর্ঘাকৃতি মনুষ্যের উপযোগী। যেদিন উপাসনা হয় সেদিন প্রথম শিবনারায়ণ রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। আমাকে বসাইবার জন্য সেইদিন তাঁহার প্রকাণ্ড গালিচা পাতিয়া দিয়াছিলেন। অন্যদিন সেই গালিচা ব্যবহার করিতেন না। তিনি বলিলেন

যে পূর্ব্বে সংবাদ পাইলে আনিবার জন্য মেদিনীপুরে হাতী পাঠাইয়া দিতেন। আমি লালা যদুনাথ রায়ের বাটীতে যে উপাসনা করিয়াছিলাম সে উপাসনা তাঁহার মনের উপর কিছু কার্য্য করিয়াছিল এমন বোধ হইল। জলেশ্বরে থাকিবার সময় একদিন তথাকার দারোগার বাটীতে গিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মকথা শুনাই। তাহা শুনিয়া তিনি আমার পা জড়াইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করেন এবং বলিলেন, "আমি ঘোর পাপী, আমাকে পরিত্রাণ করুন।" আমি বলিলাম, "মনুষ্যের পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা নাই, কেবল ঈশ্বরই পরিত্রাণ করিতে পারেন। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে অবশ্য তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। পরিত্রাণ কেবল তাঁহারই হাতে।"*

জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা।

এই সভার কার্য্যবিবরণ হইতে 'প্রস্‌পেক্‌টাস অফ এ সোসাইটি ফর দি প্রোমোশন অফ ন্যাশ্‌নাল ফীলিং এমং দি এডুকেটেড নেটিভস্‌ অফ বেঙ্গল' রচিত হয়। হাইকোর্টের জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে, যদি উক্ত সভা সংস্থাপিত হয় তাহা হইলে তিনি তাহার সভাপতি হইবেন। ঐ পুস্তিকা হইতে বান্ধববর নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলার ভাব পান। তিনি ঐ মেলা ও তৎপরে জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন। জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার সভ্যেরা "গুড নাইট" না বলিয়া "সুরজনী" বলিতেন। ১লা জানুয়ারী দিবসে পরস্পর অভিনন্দন না করিয়া ১লা বৈশাখে করিতেন; আর ইংরাজী বাঙ্গলা না মিশাইয়া কেবল বিশুদ্ধ বাঙ্গলাতে কথা কহিতে চেষ্টা করিতেন। যে একটি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিত তাহার এক পয়সা করিয়া জরিমানা হইত। মেদিনীপুরের কোন বিখ্যাত উকীল এইরূপ কড়াকড়ি দেখিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে আপনি ক্রমে

[* উত্তরকালে এই ব্যক্তি পুলিসের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মালোচনায় শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। মেদিনীপুর জেলায় সবঙ্গ পরগণার অন্তর্গত জামনা গ্রামে ইঁহার নিবাস। এই স্থানে তাঁহার ঠাকুরসেবাদি ধর্ম্মকর্ম্মের এখনো বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। ইনি দেবতা ও ব্রাহ্মণের ভক্ত বলিয়া খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন। নাম—ঁহরপ্রসাদ দাস (দারোগা)।]

ভয়ংকর পদার্থ হইয়া উঠিতেছেন। ইহার পর লোকে আপনার নিকট ঘেঁসিবে না। আমা দ্বারা মেদিনীপুরে বহু সভা স্থাপিত হওয়াতে ও সভা আহবানকারী লেফাফা ক্রমিক মেদিনীপুরের লোকের মধ্যে ঘোরাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে এক সভানিবারিণী সভা সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য।

সুরাপাননিবারিণী সভা সংস্থাপন।

প্যারীচরণ সরকারের সভার পূর্ব্বে উহা মেদিনীপুরে সংস্থাপিত হয়। উহা বঙ্গদেশে প্রথম সংস্থাপিত সুরাপাননিবারিণী সভা। উহার অনুষ্ঠানপত্রে এই কথা লিখিত ছিল যে পরিমিত পান করা মানে একটি ছিদ্র রাখা। মেদিনীপুর স্কুলের হেডপন্ডিত ভোলানাথ চক্রবর্তী সুরাপানের বিপক্ষে কতকগুলি গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাহা উৎসাহের সহিত ঐ সভায় গাওয়া হইত। এই সুরাপাননিবারিণী সভার জন্য আমাকে উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়। মাতালেরা স্কুল ইন্‌স্পেক্টর এচ্‌. এল. হ্যারিসন* সাহেবের নিকট আমার নামে মিছামিছি নালিষ করে যে স্কুলের সময়ে আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করি। এই দরখাস্তে আমার সম্বন্ধে "ফেনাটিক্‌" শব্দ ব্যবহার না করিয়া "ফ্রান্‌টিক্‌" শব্দ ব্যবহার করিয়াছিল। এমনি ইংরাজী বিদ্যা। মাতালদিগের আক্রোশের কারণ রাজা রাধাকান্ত দেবের পুত্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর সুরাপাননিবারিণী সভার সভ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার বাটীতে মাতালদিগের জটলা হইত ও পোলাও খাওয়া হইত। তাঁহাদিগের আড্ডা ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে তাঁহারা আমার প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিলেন। ইনস্পেক্টর সাহেব তাঁহাদিগের দরখাস্তের কোন খবর লইলেন না। তিনি অতি সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর যেরূপ সুরাপাননিবারিণী সভার সভ্য হয়েন, তাহার বৃত্তান্ত অতীব কৌতুকজনক। একদিন স্কুলের হাতার চবুতরার উপর বসিয়া আছি, রাত্রি দশটার সময় মেটে মেটে জ্যোৎস্নাতে দূর হইতে একটি ঝপ্পালপ্পা পোষাকধারী এক ব্যক্তি আসিতেছেন দৃষ্ট হইল। নিকটে আসিলে দেখিলাম তিনি ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর। তিনি সেই সময় অত্যন্ত উদ্বেলচিত্ত এমত বোধ হইল।

* ইনি এক্ষণে কলিকাতার মিউনিসিপাল সভার সভাপতি। ১৮৮৯ সাল।

তিনি বলিলেন যে দুইদিবস ক্রমাগত মদ খাইয়া অত্যন্ত মাতলামি করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি এক্ষণই সুরাপান-নিবারিণী সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে চান। আমি বলিলাম, "সহসা প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়া দুদিন পরে তাহা ভংগ করা অপেক্ষা প্রতিজ্ঞা পত্রে না স্বাক্ষর করাই ভাল।" তিনি বলিলেন, তিনি কখনই ভংগ করিবেন না, এই বলিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। তৎপরে শুনিলাম যে তাঁহার স্ত্রীর উপদেশানুসারে তিনি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, এবং যখন ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিলেন তখন তিনি বলিলেন যে, "লাখ টাকার কোম্পানীর কাগজ আমাকে দিলে যত না সন্তুষ্ট হইতাম, এ প্রতিজ্ঞা-পত্র পাইয়া ততোধিক সন্তুষ্ট হইলাম।" ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর কিন্তু আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই। পরে শুনিলাম যে যখনই মেদিনীপুর হইতে কলিকাতায় আসিতেন তখনই মদ খাইতেন। তৎপরে যখন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন তখন অত্যন্ত মাতাল ও দুরাচার হইয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্র নিম্নলিখিত ব্রহ্ম সংগীতটি রচনা করিয়াছিলেন।

"আরো কি ভয় আছে?
যে ভয় তোমারো কাছে॥
আর সদা করিহে ভয়
তোমারে হারাই পাছে।"

আর একটি ব্রহ্মসংগীতের প্রথমাংশ রচনা করেন

"সকলই তাঁহারই কৃপায়
ভাল মন্দ ভাব কেবল সংসারের মায়ায়॥"

আমি এই গীতটি সম্পূর্ণ করি। উহা আমার দ্বিতীয় ভাগ বক্তৃতা পুস্তকের শেষে আছে।

১৮৬৬ সালের ৫ই মার্চ্চ তারিখে আমার প্রথম শুইয়া শুইয়া মাথা ঘোরে। তাহাতে আমি বড় ভীত হই। ঐ দিন আমার বায়ুরোগের আরম্ভের দিন। এই বায়ুরোগ জন্য প্রিয় মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই।

আমি মেদিনীপুর পরিত্যাগের পরে যে সকল কাজ করি তন্মধ্যে প্রধান

কয়েকটি নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে। মাথাও ঘুরিতেছে, কার্য্যও করিতেছি।

(১) ব্রাহ্মদিগের নরপূজা নিবারণ।

(২) হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে বক্তৃতা।

(৩) সেকাল একাল বিষয়ক বক্তৃতা।

(৪) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক লেকচর।

(৫) বৃদ্ধ হিন্দুর আশা প্রণয়ন।

(১) ব্রাহ্মদিগের নরপূজা নিবারণ। ব্রাহ্মসমাজে যে নরপূজা আরম্ভ হইয়াছে ইহা ইংরাজী ১৮৬৮ সালের প্রথমে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কানপুরে গিয়া যে উপাসনা করেন তাহা দেখিয়া প্রথম আমি অনুভব করি। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত পরে দেওয়া যাইবে। আমার অনেক ইংরাজী পুস্তিকায় অবতারবাদ ও নরপূজার বিপক্ষে লেখা আছে। কোন খ্রীষ্টীয়ান পত্রিকা লিখিয়াছিলেন যে রাজনারায়ণ বাবু প্রভৃতি ২।৩টি লোক যদি হাঁ হাঁ করিয়া না পড়িতেন তাহা হইলে কেশবচন্দ্র সেনের অনুবর্ত্তীরা অবশ্যই অবতারবাদে উপনীত হইতেন।

(২) হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে লেকচার প্রদান। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আমার চিরকালই শ্রদ্ধা আছে। আমি আপনাকে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের সমুন্নত আকারমাত্র মনে করি। একদিন কালীনাথ দত্ত ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমার কলিকাতার বাসায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা কথোপকথনের সময় বলিলেন যে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম এত উৎকৃষ্ট যে উহার পক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। আমি বলিলাম যে হিন্দুধর্ম্মের পক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। দেখিতে চাও তো দেখাইতে পারি। ইহাতেই হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতার উৎপত্তি হয়। ঐ বক্তৃতা ১৩নং কর্ণ-ওয়ালীস্ ষ্ট্রীট ভবনে করা হয়। এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্রাহ্ম ঐ বাটীতে বাস করিতেছেন। আমি যখন বক্তৃতা করি তখন উহাতে হিন্দু ট্রেণিং ইনষ্টিটিউসন হইত। যেদিন বক্তৃতা করা হয়, সেদিন লোকে লোকারণ্য। এইজন্য লোকে লোকারণ্য যে এমন যে পচা জিনিষ হিন্দুধর্ম্ম ইহার পক্ষে একজন কি বলিতে পারে তাহা শুনা কর্ত্তব্য। সেইদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি

কলিকাতার অনেক মহোদয় বক্তৃতার সময়ে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ডাক্তার বক্তৃতা হইবার কিছুদিন পরে আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে "তুমি যখন বলিলে যে ঋগ্‌বেদের হিন্দুধর্ম্ম ও বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন আকার হইলেও তাহা এক, আমি মনে করিলাম ইহা অতি অসম্ভব কথা, কিন্তু যখন তুমি বলিলে যে বালক রামচন্দ্র ও প্রৌঢ় রামচন্দ্র ভিন্ন আকার হইলেও একই রামচন্দ্র তখন আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম।" বক্তৃতা করিবার সময় করতালি ঐ বাটীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে যে সকল শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাই কেবল দিয়াছিলেন এমত নহে, বাটীর সম্মুখস্থ রাস্তায় দণ্ডায়মান শ্রোতারা পর্য্যন্ত উহা দূর হইতে শুনিয়া করতালি দিয়াছিলেন। বক্তৃতা হইবার পর নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে কেহ বলিয়াছিলেন, "শুনিলে তো, এক্ষণে গোবর খাইয়া পুনরায় হিন্দু হও", তাহাতে তিনি বলিলেন যে "বক্তাকে আগে গোবর খাওয়াও।" আমি হিন্দু কলেজে পড়িয়াছিলাম, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের দৃষ্টিতে যাহা অখাদ্য তাহা হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা অনেকে খাইতেন, সেই অপবাদ লক্ষ্য করিয়া নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ কথা বলিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা করিবার পর সাকারবাদী কলিকাতার সনাতন ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভার একজন প্রধান সভ্য ভরতচন্দ্র শিরোমণি উক্ত সভায় ঐ বক্তৃতা পুনরায় করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু সাকারবাদীদিগের সহিত একেবারে একীভূত হইয়া যাইবার ভয়ে আমি তাহা হইতে বিরত হই। ভরতচন্দ্র শিরোমণি সংস্কৃত কলেজের স্মৃতির অধ্যাপক ছিলেন। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। এই বক্তৃতা সম্বন্ধে সোমপ্রকাশ বলিয়াছিলেন যে হিন্দুধর্ম্ম ডুবিতেছিল, রাজনারায়ণ বাবু তাহা রক্ষা করিলেন। তদানীন্তন এডুকেশন গেজেট সম্পাদক ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কৃত্রিম নাম ধরিয়া ঐ পত্রের প্রেরিত স্তম্ভে উহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার লেখার এক স্থানে বলিয়াছিলেন যে, "আমি রাজনারায়ণ বসুর গোঁড়া।" সিমুলিয়ার পর্ব্বতস্থিত একটি সাকারবাদী বাঙ্গালীসভা উহার সভ্য হইতে আমাকে অনুরোধ করেন; কিন্তু সাকারবাদীদিগের সহিত একীভূত হইবার ভয়ে তাহা হইতে বিরত হই। আমাকে তাঁহারা এবিষয়ে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে আমাকে তাঁহারা "হিন্দুকুলচূড়ামণি" বলিয়া সম্বোধন

করিয়াছিলেন। আসাম প্রদেশে পদ্মহাস গোস্বামী নামক একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন। পদ্মহাস উপবীত পরিত্যাগ করাতে তাঁহার খুল্লতাত উক্ত কার্য্যের ঔচিত্যানুচিত্য বিষয়ে আমার অভিপ্রায় জানিবার জন্য আমাকে এক পত্র লেখেন, এই পত্রে আমাকে "কলির ব্যাসদেব" বলিয়া সম্বোধন করেন, তাহাতে আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। তাঁহার পত্রের উত্তরে আমি এই কথা বলি যে জ্ঞানযোগ হইলে লোকে অবশ্যই উপবীত ত্যাগ করিতে পারে, আমাদিগের শাস্ত্রে এমন বিধি আছে কিন্তু পদ্মহাসের সেরূপ জ্ঞান যোগ হইয়াছে কিনা তাহা আমি এত দূর হইতে বিচার করিতে অসমর্থ। হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতা করিবার পর উক্ত বক্তৃতা লইয়া ভারতবর্ষে ও কিয়ৎপরিমাণে বিলাতে মহান্দোলন উপস্থিত হয়। কলিকাতার প্রগাঢ় সাকারবাদী হিন্দু বিখ্যাত শিবচন্দ্র গুহ বলিয়াছিলেন যে রাজনারায়ণ বাবুর একটি প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। মান্দ্রাজ প্রদেশীয় মসলিপত্তনের অর্জ্জনুলু নামক কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমাকে ইংরাজীতে পত্র লেখেন যে, "আপনি ঐ বক্তৃতার ইংরাজী ভূমিকাতে, যে দশটি বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যুক্তির দশটি ব্রহ্মাস্ত্র"। কলিকাতার সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভাপতি রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর আমার বক্তৃতার প্রশংসা করিয়া এক পত্র লেখেন, তাহার ইংরাজী অনুবাদ উল্লিখিত ইংরাজী ভূমিকার শেষে দিয়াছি। উহা আমার সামান্য সার্টিফিকেট নহে। উক্ত বক্তৃতা হিন্দুসমাজে কিরূপ আদর প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। আমি ত্রিবেণীর নিকট আকনা গ্রামে ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইতাম। যখন সেখানে যাইতাম তখন তথাকার বিখ্যাত ব্রাহ্ম ভূত-পূর্ব্ব সবজজ নবীনকান্ত পালিতের বাটীতে থাকিতাম। একবার তাঁহার বাটীতে আছি, সবজজ পদধারী ঐ গ্রামের গাঢ় সাকারবাদী হিন্দু বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষের সহিত তথায় আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহার বাটীতে একবার উপাসনা করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। উপস্থিত শ্রোতাদিগকে আমার এই বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন যে, ইনি অন্যরূপ ব্রাহ্ম নহেন। ইনি হিন্দু ব্রাহ্ম। এই দুর্গাপ্রসাদ বাবু আমার বক্তৃতার অনেক খণ্ড ক্রয় করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে শাস্ত্র হইতে আরো অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া

যদি ঐ বক্তৃতা পরিপুষ্ট করেন তাহা হইলে তাহা ছাপাইবার ব্যয় আমি দিতে পারি। এইরূপে উক্ত বক্তৃতা সম্বন্ধে যেমন অনুকূল মতসকল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তেমনি তীব্র প্রতিবাদিতাচরণও পাইয়াছিলাম। বক্তৃতার দিন একজন বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ান উঠিয়া ঐ বক্তৃতা সম্বন্ধে এমন সকল তীব্র প্রয়োগ ও সভাস্থলে সাধারণতঃ এমন অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিলেন যে সভাপতি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আমরা অনেক ধরে করে তাঁহাকে আনিয়া পুনরায় সভাপতির আসনে বসাই। বিখ্যাত বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ান রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তদানীন্তন নিজ সম্পাদিত সম্বাদপত্রে ঐ বক্তৃতা সম্বন্ধে বলেন যে, শ্রীহট্ট ও মেদিনীপুর হইতে আনীত চূণ দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের কলি ফেরান হইতেছে। মেদিনীপুরে আমার অধিক দিন অবস্থিতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া ঐ কথা লিখিয়াছিলেন। বিখ্যাত খ্রীষ্টীয় মিশনারী ডাক্তার মরে মিচেল্ উহার বিপক্ষে বক্তৃতা করেন, কিন্তু রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত বক্তৃতার প্রতি প্রতিকূলভাব না দেখাইয়া "হিন্দুধর্ম্ম খ্রীষ্টধর্ম্মের পূর্ব্ব সূচনা" এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কেশববাবু উক্ত বক্তৃতার বিপক্ষে কলিকাতায় দুইটি ও এলাহাবাদে একটি বক্তৃতা করেন এবং তাঁহার বিখ্যাত চেলা ও এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীও একটি বক্তৃতা করেন। উক্ত বক্তৃতার বিপক্ষে কেশব বাবুর দলের ব্রাহ্মেরা বক্তৃতার পর বক্তৃতা ঝাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগের মুখপত্র 'মিরার' এমন দিন ছিল না যে আমাকে গালাগালি না দিতেন। কেশব বাবুর দলের দুইজন ব্রাহ্ম মাত্র ঐ বক্তৃতার প্রতি অনুকূলভাব দেখাইয়াছিলেন। সেই দুইজন অবলাবান্ধব-সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও আসামমিহির-সম্পাদক যদুনাথ চক্রবর্ত্তী। যদুনাথ চক্রবর্ত্তী তখন আসাম প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঐ বক্তৃতা উর্দ্দুতে অনুবাদ হইয়াছে ও উহার ইংরাজী অনুবাদ থিওসোফিষ্ট পত্রিকায় প্রায় নয় বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছিল (এক্ষণে ইং ১৮৮৯ সাল)। উক্ত বক্তৃতা লইয়া বিলাতেও কিয়ৎ পরিমাণে আন্দোলন হয়। তদানীন্তন ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া পত্রিকা সম্পাদক জেমস্ রুটলেজ সাহেব বিলাতের বিখ্যাত টাইমস্ পত্রিকার সম্বাদদাতা ছিলেন। তিনি ঐ বক্তৃতার বহুল প্রশংসা করিয়া উহার সারমর্ম্ম টাইম্‌স্ পত্রিকায় প্রকাশ

করেন। এই বক্তৃতা বিষয়ক আন্দোলনের সময় তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সহিত হিন্দু ধর্ম্মের তুলনা করিয়া একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়াতে লেখেন। তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা খ্রীষ্টধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বলেন; কিন্তু আমার বক্তৃতার বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন। সেই প্রশংসার চোট দেখিয়া একটি বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ান সম্বাদপত্র বলিয়াছিলেন যে "বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইয়াছে।" "The lion and the lamb have lain together"*

* রুটলেজ সাহেবের নিম্নলিখিত উক্তি সকল পাঠ করিয়া, বোধ হয়, উল্লিখিত খ্রীষ্টীয়পত্র সম্পাদক এই কথা বলিয়াছেন।

"The Mythology of Greece and Rome is nowhere. The bloody religious rites of our own fore-fathers cannot even be traced with any certainty or accuracy. But this faith of India goes back not to a ruder but to a purer period and presents truths embodied in poems that humanity in all its future will not allow to perish. Until a man can see this, he really has no right to attempt to reason on the subject. Again Hindooism has produced immense charity and kindness, ascetic devotion almost unrivalled, and an endurance for the faith which no conqueror has been able to shake. When the Crusaders and Mussalmans were confronting each other in the name of religion for the possession of the "Holy land" the faith of India inculcated a severe reprobation of blood-shedding even of the brute creation, and the result is seen to this day, down to the very children, who never dream of torturing or killing animals or birds, while English boys often make such torturing and killing a delight. The devotion, too, running into every act of life is something that is entitled to the respect of all men. Again, the faith is national, and that is a loyal nature which is difficult to shake from its father's faith. We grant so much, not as something extorted from us by the logic of fact, but with pleasure that so much that is of truth and right are existent in this ancient race."

"And the Christian Missionaries in thesse days to foreign lands, what does their work mean? Some of the men are humbugs, some of them flatter natives or

ভট্ট মোক্ষমূলার তাঁহার প্রণীত "ধর্ম্মবিজ্ঞানের ভূমিকা Introduction to the Science of Religion গ্রন্থে ঐ বক্তৃতার উল্লেখ করিয়াছেন এবং টাইম্‌স্ পত্রে প্রকাশিত সারমর্ম্ম তাহাতে তুলিয়া দিয়াছেন।

---

scorn them. Some who never would have been above the work-shop at home earn a fair livelihood here and are *sahibs*, eat better, drink better, and clothe better that at home and have five servants or more where in England they would not have had one."

"We shall not be supposed to be writing with one unkidly feeling against either the Hindoo people or their faith. We think at all events, that we snall not. We shall look upon their beautiful Durga festival without one thought to jar with the beauty of the sight. We repeat, we utterly disclaim the charge of imputing to the people mere image-worship. We believe their festivals have a suggestive and marvellous history, reflex of ages, dead and gone, of the thoughts of master minds to whom reflection was as their daily bread, if not more. We think that their faith has been cruelly caluminated. We revere its charity, its humanity, (hatred of cruelty) its gentleness, its endurance, its thoughtfulness, its friendliness, and much more. We believe in very much, Babu Rajnarain Bose has proved his case. It is something to be tolerant, to be 'religious in every act of life,' to cause religion to run into laws, politics, economy, every thing, to have such a grand antiquity and such a mighty grasp on the human mind that ages upon ages of disasters have not unloosened the hold. We can admire this. We wish we could follow the threads of its story into dark times, and study so great a marvel of the human mind."

"Babu Rajnarain Bose has a right to his views, and we admire his manliness."

"গ্রীস এবং রোমের পুরাণগুলির হদিস পাওয়া ভার। এমন কি এতটুকু নিশ্চয় করিয়া কিংবা সঠিকভাবে জানিবার উপায় নাই আমাদের নিজেদের পূর্ব্বপুরুষগণের রক্তাক্ত ধর্ম্মাচার প্রথাগুলি কি ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের এই বিশ্বাসের খোঁজ প্রাচীন যুগেও পাওয়া যায়; প্রাচীন বলিতে বর্ব্বরযুগ নয়, সভ্যতর যুগকেই বুঝায়। এই বিশ্বাস কবিতায় মূর্ত্ত হয় এবং মনুষ্য-

(৩) সেকাল ও একাল বিষয়ে বক্তৃতা। হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতা করিতে আমার অনেক পরিশ্রম হয়, তাহার শ্রান্তি নিবারণ জন্য আমাদের হিসাবে সেকাল একাল বিষয়ে বক্তৃতা করি।

সমাজ কখনও চাহিবে না যে এই কবিতাগুলি ভবিষ্যতে নষ্ট হইয়া যাউক। এই দিকে দৃষ্টি না দিয়া যদি কেহ এই বিষয়ে তর্ক করে তাহা হইলে বলিতে হইবে যে ইহাতে তাহার কোন অধিকার নাই। হিন্দুধর্মের জন্য প্রভূত দয়া-দাক্ষিণ্য সম্ভব হইয়াছে, অতুলনীয় ঈশ্বরভক্তি ও নিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে এবং বিশ্বাসের সহিত যে সহন-মন্ত্র আনিয়াছে তাহা কোন বিজেতাই কোনদিন টলাইয়া দিতে পারে নাই। ক্রুসেডারগণ এবং মুসলমানগণ ধর্মের নামে, "পবিত্র ভূমি" দখলের নামে যখন যুদ্ধ করিতেছিল তখন ভারতবর্ষের এই বিশ্বাস রক্তপাতের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিল, এমন কি পশুর পাশবিকতাতেও ক্ষমা করে নাই। ফলে দেখি, আজও তরলমতি বালকগণ পর্যন্ত পশুপক্ষীকে নির্যাতন করা কিংবা হত্যা করার স্বপ্নও দেখে না, যদিও ব্রিটিশ বালকগণ এমন নির্যাতন ও হত্যা করাকে আনন্দের কর্ম বলিয়া ভাবে। জীবনের প্রতি কর্মে যে প্রগাঢ় নিষ্ঠা তাহাও সকলের সম্ভ্রম দাবী করিতে পারে। উপরন্তু এই বিশ্বাস এক জাতীয় বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসকে ঐতিহ্য হইতে বিচ্যুত করা অসম্ভব। কেবল যুক্তি দিয়া নয়, তথ্যের প্রমাণ দিয়া নয়, আমরা আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়া লইতে পারি যে এই প্রাচীন জাতির মধ্যে এতটা সত্য এবং ন্যায়পরায়ণতা বর্তমান আছে।"

"এইবার এখনকার খ্রীষ্টান মিশনারীদের কথা ভাবা প্রয়োজন। তাঁহারা বিদেশে যান কিন্তু তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপের অর্থ কি? তাঁহাদের কেহ কেহ হয় বাচালতা করেন, নয় তো বিদেশের অধিবাসীগণের খোসামুদি করেন কিংবা তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করেন। তবে স্বদেশে ইঁহাদের অবস্থা মোটেই ভাল নয়; সেখানে তাঁহারা কষ্টেসৃষ্টে জীবন যাপন করেন। কিন্তু বিদেশে গিয়া তাঁহারা প্রচুর উপার্জন করেন, সাহেব আখ্যা পান, ভাল খানাপিনা করেন, ভাল পোষাক পরিধান করেন এবং পাঁচ কি তাহারও অধিক ভৃত্য মোতায়েন করেন, যদিও স্বদেশে তাঁহাদের একটি ভৃত্য রাখিবারও সামর্থ্য থাকে না"

"হিন্দুজাতি কিংবা হিন্দুধর্মের প্রতি একটিও কুবাক্য আমরা প্রয়োগ করিব না। করা উচিতও নয়। তাহাদের দুর্গা পূজার চমৎকার উৎসবকে সুন্দর করিয়াই দেখিব। আমরা আবার বলিতেছি যে যাহারা হিন্দুজাতিকে নিছক মূর্তিপূজার অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাহাদের সহিত আমরা একমত

অক্ষয়বাবু সেকাল একাল বিষয়ে লিখিতে আমাকে প্রথম পরামর্শ দেন। ইহার বিবরণ উক্ত বক্তৃতার ভূমিকাতে লেখা আছে। ঐ বক্তৃতা বিখ্যাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র ভূজঙ্গেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে করা হয়। ঐ দিন রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা লইয়া কলিকাতায় বিলক্ষণ আন্দোলন হইয়াছিল। কিরূপ আন্দোলন হইয়াছিল তাহা পশ্চাল্লিখিত গল্প দ্বারা অনুভূত হইবে। আমি একদিন কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার বাটীর দোতলায় বসিয়া তাঁহার সহিত কথোকথন করিতেছিলাম, এমন সময় শুনিলাম যে নীচের তলায় তাঁহার পালিত পুত্র আর একটি বালককে বলিতেছে, "উপরে কে এয়েছে জানিস? সেকাল একাল এয়েছে।" আমার নাম সেকাল একাল হইয়া গিয়াছিল। তদানীন্তন গবর্ণর জেনারল লর্ড নর্থব্রুক প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা উহা ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিয়া লয়েন। ছাপাইবার জন্য তর্জ্জমা করিয়া লয়েন নাই, আপনার নিজের পাঠ্যের জন্য লইয়াছিলেন।

নহি। আমরা বিশ্বাস করি যে তাহাদের উৎসবগুলির মধ্যে এক মহান রহস্যময় ইতিহাস নিহিত আছে যাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে সর্বযুগের আদর্শ, শ্রেষ্ঠ সাধকগণের ধ্যান-ধারণা যাহা তাঁহাদিগের নিকট প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ছিল। আমাদের মনে হয় যে তাহাদের বিশ্বাসের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা হইয়াছে। এই বিশ্বাসের দাক্ষিণ্য, মানবতা, (নিষ্ঠুরতার প্রতি ঘৃণা) নম্রতা, সহনশীলতা, সারগর্ভতা, সহৃদয়তা ইত্যাদিকে আমরা শ্রদ্ধা করি। বাবু রাজনারায়ণ বসু যেভাবে তাঁহার মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহাতে আমাদের পূর্ণ সায় আছে। ধর্ম কি?—সহিষ্ণুতা, জীবনের প্রতি কর্মে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা, আইন, রাজনীতি, অর্থনীতি সমগ্র ক্ষেত্রে ধর্মকে অগ্রাসন দেওয়া—ইহাই তো ধর্ম। আর এই ধর্ম গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী, মানবজাতির আশ্রয়স্বরূপ। ইহাকে মহাকাল ধ্বংস করিতে পারে নাই। আমরা ইহার প্রশংসা করি। আমাদের বাসনা হয় যে আমরা ইহাকে ভাল করিয়া বুঝি, অতীতের অন্ধকার যুগে গবেষণা করি, কারণ মানবমনের এক গভীর সত্য ইহাতে নিহিত আছে।"

"বাবু রাজনারায়ণ বসু ঠিকই বলিয়াছেন। আমরা তাঁহার পৌরুষের প্রশংসা করি।"

(৪) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা। এই বক্তৃতা আমি ইংরাজী ——সালে হিন্দুস্কুল থিয়েটারে করি। সেদিনও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির কার্য্য করেন। সে দিবস কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন এবং অনেক খ্রীষ্টীয় মিসনরিও উপস্থিত ছিলেন। কোন কবি তাঁহার নাম উক্ত বক্তৃতায় আমাকে উল্লেখ করিতে অনুরোধ করেন। অন্য কোন কবি সভা হইতে একটু তফাৎ দাঁড়াইয়া তাঁহার নাম উহাতে উল্লিখিত হয় কিনা তাহা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। উক্ত বক্তৃতাতে মাইকেল মধুসূদনের দোষ দেখানতে তাঁহার গোঁড়ারা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন ও তাঁহার গুণ দেখানতে তাঁহার শত্রুরা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্বন্ধেও ঐরূপ করাতে তাঁহার শত্রু মিত্র উভয়েই আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। এই বক্তৃতা লইয়া অনেকদিন আন্দোলন হয়। এই বক্তৃতা সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন যে, "তুমি কি একটা বল বা লিখ দুমাস তার আন্দোলন থাকে!"

(৫) বৃদ্ধ হিন্দুর আশা প্রণয়ন। আমি ইংরাজী ১৮৭৯ সালে দেওঘরে আসি, আসিবার এক বৎসর পরে এই পুস্তিকা ইংরাজীতে লিখিতে আরম্ভ করি। অদ্য (১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬) তিন বৎসর হইল ঐ প্রস্তাব বাঙ্গালাতে অনুবাদ করিয়া নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশ করি। নবজীবনে প্রকাশিত প্রস্তাব শ্রীযুক্ত কুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়। সম্প্রতি উহার ইংরাজী মূল মান্দ্রাজ প্রদেশীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীরাজাগুডে নারায়ণ গজপতি রাও গারুর অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গজপতি রাও আমি যখন হিন্দু কলেজে পড়ি তখন তিনি নীচের ক্লাসে পড়িতেন। এই পুস্তিকা সকল শ্রেণীর হিন্দুই পছন্দ করিয়াছেন। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, কুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, দ্বারভাঙ্গার বাবু চন্দ্রশেখর বসু, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি এই পুস্তিকার প্রশংসা করিয়াছেন। সংবাদপত্রের মধ্যে অমৃতবাজার পত্রিকা, ইয়ং ইণ্ডিয়া, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ময়মনসিংহের চারুবার্ত্তা, কলিকাতার সহচরের কোন

লেখক, ইংরাজী পত্রিকা হোপ্, মান্দ্রাজের ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা হিন্দু, মিরর পত্রিকা, এবং মিরর পত্রিকায় পাবনার সবজজ বলরাম বাবু ও নব্য-ভারতে পুণাপ্রবাসী বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও বোম্বাইর 'নেটিভ ওপিনিয়ন' উহার প্রশংসা করিয়াছেন। চারুবার্ত্তা এই পুস্তিকা বিষয়ে অনেকগুলি প্রস্তাব লেখেন, আর হোপ্ সম্পাদক দুই তিন প্রস্তাব লিখিয়া আরও লিখিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় সাকারবাদী হিন্দু ও নিরাকারবাদী হিন্দু উভয় প্রকার হিন্দুর সমবেত যত্নে যদি কখন মহাহিন্দু সমিতি ভারতবর্ষে সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে।

"ইণ্ডিয়ান মিরর" "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা" "Old Hindu's Hope' সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

৪ঠা আগষ্ট, ১৮৮৯ সাল। ডাক সংস্করণ।

The publication of the famous pamphlet "The Old Man's Hope," has given the book under notice its present name, though the scheme of a Maha Hindu Samiti, or a great union of Hindus, which it embodies, was commenced to be written, so early as 1881. A Bengali translation of the scheme appeared in the Bengali periodical, *Navajiban*, in July, 1886. The original English is now published, and forms the subject of the present notice. The scheme is exceedingly solemn in its character and catholic in its spirit. The "Old Hindu," who has broached the idea, though physically old, is mentally, morally, and religiously more energetic and enthusiastic than most of the younger members of the Hindu Community. The proposal gives rough details of how the *Samiti* is to be formed and worked, but these are subject to modifications. Patriotism of the highest type pervades every syllable of the old man's thoughts and utterances, and all who have the nation's good at heart would do well to consider the

practicability of the proposal, which, if successfully carried out, is calculated to work a revolution in the temporal and spiritual economy of the Aryan Nation. Politicians might profitably pause to inquire whether the realisation of the Old Hindu's hope will retard or advance the cause of the country which the National Congress is pledged to promote. The readers might remember the publication in these columns of some letters concerning the subject. These letters have now been incorporated into the present pamphlet. The whole production is a most valuable one, and deserves wide circulation and thorough discussion.

"বিখ্যাত পুস্তিকা 'বৃদ্ধের আশা' প্রকাশিত হইবার পর, সেই নামে পর্যালোচনাধীন এই গ্রন্থখানির বর্তমান নামকরণ হইয়াছে, যদিও মহাহিন্দু সমিতি (অর্থাৎ হিন্দুজাতির মহান ঐক্য)-র খসড়া সেই ১৮৮১ খৃষ্টাব্দেই লেখা সুরু হয়। খসড়াটির বাঙ্গালা অনুবাদ ১৮৮৬-র জুলাই মাসে বাঙ্গালা পত্রিকা 'নবজীবনে' প্রকাশিত হয়। মূল ইংরাজীটি এখন প্রকাশিত হইয়াছে যাহা বর্তমান পর্যালোচনার বিষয়। খসড়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উদার-নীতির পরিপোষক। 'বৃদ্ধ হিন্দু' যিনি এই বিষয়টির সূত্রপাত করেন, তিনি শারীরিক বৃদ্ধ হইলেও মানসিক, নৈতিক এবং ধর্মবিষয়ক ক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের তরুণ সভ্যগণ অপেক্ষা অধিকতর উৎসাহী এবং তৎপর। প্রস্তাবে মোটামুটি পাওয়া যায় কেমন করিয়া সমিতিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং পরিচালিত করিতে হইবে, যদিও এই বিষয়গুলি প্রয়োজন মত সংস্কারের অধীন। এই বৃদ্ধের প্রতিটি চিন্তায় এবং উক্তিতে মহত্তম স্বদেশপ্রীতি প্রতিফলিত হইয়াছে এবং যাঁহারা জাতির কল্যাণ কামনা করেন তাঁহারা যদি এই প্রস্তাবটির ব্যবহারিকতা সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করেন তাহা হইলে ভাল হয়। কারণ এই প্রস্তাবটি যদি সুষ্ঠুভাবে কার্যে পরিণত হয় তাহা হইলে আর্য জাতির ঐহিক ও পারলৌকিক নীতিজ্ঞানে এক বিপ্লব ঘটাইয়া দিবে। রাজনীতিবিদগণ যদি ভাল চান তাহা হইলে এই প্রস্তাবটির

প্রতি তাঁহারা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন এবং বিচার করিবেন। জাতীয় কংগ্রেস দেশের উন্নতি চান। রাজনীতিবিদগণ বিচার করিয়া দেখিবেন এই প্রস্তাবটিতে দেশের উন্নতি হইবে না অবনতি হইবে। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে এই বিষয়ে এই পত্রিকায় কতকগুলি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্র-সমূহ এখন বর্তমান পুস্তিকাটির অন্তর্গত হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত মূল্য-বান এবং ইহার যত প্রচার ও আলোচনা হয় ততই ভাল।"

আমার দেওঘরে অবস্থিতিকালে আমি তাম্বূলোপহার ও সারধর্ম্ম প্রণয়ন করি। তাম্বূলোপহার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ভোজনের পর পঠিত হইবার জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করি। সারধর্ম্ম প্রথম "আলোচনা" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তৎপরে পুস্তিকাকারে প্রচারিত হয়। উহা এতদূর আদর প্রাপ্ত হইয়াছিল যে কোন কোন খ্রীষ্টীয়ান পত্রিকা উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রধান আচার্য্য মহাশয় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর উহা প্রথমে আদৌ পছন্দ করেন নাই, পরে উহার উৎকৃষ্টতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভক্তি-ভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয় আমাকে এক পত্র লেখেন যে আমি উহাতে যে ধর্ম্মের প্রস্তাবনা করিয়াছি তাহা ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। প্রধান আচার্য্য মহাশয় প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে উহা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল শিথিল করা হইয়াছে। কিন্তু তৎপরে তাঁহার আশঙ্কা দূরীকৃত হয়।

আহ্লাদের সহিত পাঠকবর্গকে জানাইতেছি এই পুস্তকে ফল হইয়াছে। রামপুর বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা (এই ধর্ম্মসভা বঙ্গদেশ মধ্যে প্রধান) এই বৎসর (১৮৯০) কলিকাতায় আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষে (অদ্য ১৭ই নবেম্বর) যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হইবে তাহার পর মহা হিন্দু সমিতি (আমার প্রস্তাবিত নামই তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন) স্থাপন জন্য এক মহাসভা আহবান করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন কিন্তু পরে পশ্চিমের "ভারত ধরম্ মহামন্ডলে"র সহিত মিশিয়া যান। এই মহা সভা পশ্চিমে আজ দুই তিন বৎসর হইতেছে। প্রথম অধিবেশন হরিদ্বারে হয়। এই সভা হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার্থ সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার অধিবেশন গত তিন দিবস (১৪, ১৫, ১৬ই নবেম্বর) ইন্দ্রপ্রস্থে অর্থাৎ দিল্লীতে হইয়া

গিয়াছে। তাহার সম্পাদক আমাকে তাহা দেখিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল দর্শক স্বরূপ নহে, হিন্দুভাবপ্রধান আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরিত হইয়া সভার কার্য্যে অংশ লইতে দিবার অধিকার প্রার্থনা করি, কিন্তু যে পত্রে ঐ প্রার্থনা থাকে তাহার কোন উত্তর পাই নাই। উল্লিখিত মিলিয়া যাইবার পূর্ব্বে বোয়ালিয়া ধর্ম্ম-সভার শেষ রিপোর্টে লিখিত হয় যে সম্বাদপত্রে মহা হিন্দু সমিতি সংস্থাপনের আন্দোলন হইতেছে। ঐ আন্দোলনের কারণ জনৈক বৃদ্ধ হিন্দু দ্বারা প্রণীত "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা" নামক পুস্তিকা। বৃদ্ধ হিন্দুর আশার সহিত তাঁহাদিগের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য না থাকুক, মহা হিন্দু সমিতি সংস্থাপনের প্রস্তাবের সহিত তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। উল্লিখিত মিশিয়া যাইবার পূর্ব্বে উক্ত ধর্ম্মসভার সম্পাদকের সহিত আমি পত্র লেখালেখি করি। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, "আপনার উৎসাহ বিশেষ আনন্দকর।" আমার বৃদ্ধ হিন্দুর আশা সম্বাদপত্রে আন্দোলন উৎপাদন দ্বারা বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা ও বঙ্গদেশের অন্যান্য ধর্ম্মসভাকে প্রথমতঃ মহা হিন্দু সমিতি সংস্থাপন করিতে অভিলাষী ও তৎপরে মহা-মণ্ডলের সঙ্গে যোগ দিতে উত্তেজিত করে ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীদিগের সংযোগে সংরচিত অভিনব সভা আমার প্রস্তাবিত মহা হিন্দু সমিতি বলা যাইতে পারে। আমার বৃদ্ধ হিন্দুর আশার অন্তর্গত সকল প্রস্তাব তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু কতক-গুলি করিয়াছেন। ভরসা করি ভবিষ্যতে প্রায় সকল প্রস্তাবই গ্রহণ করিবেন।

ইং ১৮৫১ সালে মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত (মে ১৮৮৯ সাল পর্য্যন্ত) ধর্ম্ম ও সাহিত্য ও শিক্ষকতা কার্য্য সম্বন্ধীয় আমার জীবনের ঘটনা ব্যতীত অন্যান্য ঘটনা সকল বিবৃত করি নাই। তাহা পশ্চাৎ করা হইতেছে।

১৮৫১ সালে আমি মেদিনীপুর যাই। ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন উঠে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় "বিধবা-বিবাহ উচিত কিনা" একটী ক্ষুদ্র চটী প্রকাশ করাতে এই আন্দোলনের

উৎপত্তি হয়। হিন্দুসমাজরূপ বিস্তীর্ণ হ্রদ স্থির ছিল; এই চটী বাহির হওয়াতে মহাবাত্যান্দোলিত সমুদ্রের ন্যায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠে ও ভয়ানক তরঙ্গ সকল উঠাইতে থাকে। যাঁহারা এই আন্দোলন স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারাই উহার প্রকৃতি বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়াতে আন্দোলন আরও চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইল। বিশেষতঃ ঐ পুস্তকের বাগ্দান অধ্যায় লইয়া বিশেষ আন্দোলন হয়। যেরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার পুস্তকে এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন তাহা অতীব সন্তোষজনক। এই সময়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত কলেজে বসিয়া এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মনঃপূত হইল না। কলেজ হইতে বহুবাজারের বাসায় যাইবার সময় অর্ধপথ গিয়াছেন এমন সময় উহার সন্তোষজনক মীমাংসা ভাব মনে উদিত হইল। কলেজে তৎক্ষণাৎ পুনরায় আসিয়া তাহা লিখিতে আরম্ভ করিলেন, লিখিতে লিখিতে রাত্রি ২টা বাজিয়া গেল। সমস্ত ইংরাজীওয়ালা বাঙ্গালী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে ছিলেন; পুনর্বিবাহিত বিধবার গর্ভজাত সন্তান যাহাতে পিতার ধনের উত্তরাধিকারী হয় এমত বিধান জন্য তাঁহারা গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছিলেন। সার্ জন্ পিটার গ্র্যান্ট যিনি পরে বঙ্গদেশের লেফ্টেনেন্ট গবর্ণর হইয়াছিলেন তিনি ঐ সময় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। তিনি উক্ত আবেদন উপলক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে বলিয়াছিলেন যে যাঁহারা আবেদন করিয়াছেন "they are as much Hindus as the other party." "অপর পক্ষীয়েরা যেমন হিন্দু ইঁহারাও তেমনি হিন্দু"; আর ঐ বক্তৃতাতে বলিয়াছিলেন যে "যখন সতীদাহ নিবারণ করা হইয়াছে তখন বিধবা-বিবাহ হইতে দেওয়া উচিত, চিরকাল বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা একেবারে পুড়িয়া মরা ভাল।" যেমন বিধবা বিবাহের আইন করা হইল অমনি কার্য্যারম্ভ হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্যের গতিকই এইরূপ। যিনি প্রথম বিধবা বিবাহ করেন তাঁহার নাম পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। তিনি প্রথমে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন, পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েন।

যেদিন তাঁহার বিবাহ হয় সে দিন কলিকাতার লোক এমন চমকিত হইয়াছিল যে যুগ উল্টানোর ন্যায় একটা কি ভয়ানক ঘটনা হইতেছে। মহাত্মা রাম-গোপাল ঘোষ প্রমুখ কলিকাতার অধিকাংশ ইংরাজীতে কৃতবিদ্য লোক বরের পাল্কির সঙ্গে পদব্রজে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিধবা-বিবাহ পানি-হাটীর মধুসূদন ঘোষ করেন। তৃতীয় বিধবাবিবাহ ও চতুর্থ বিধবাবিবাহ আমার জেঠতুত ভাই দুর্গানারয়ণ বসু ও আমার সহোদর মদনমোহন বসু করেন। এই বিধবাবিবাহ দেওয়াতে আমার খুড়ামহাশয় বোড়াল হইতে আমাকে লেখেন যে তোমার দ্বারা আমরা কায়স্থকুল হইতে বহিস্কৃত হইলাম। দুর্গানারায়ণ বসু যখন বিধবা বিবাহ করিতে যাইতেছিলেন তখন গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মুখুয্যে তাঁহার পাল্কির ভিতর মুখ দিয়া বলিল, "দুর্গা তোর মনে এই ছিল, একেবারে মজালি।" মেদিনীপুরেও কম আন্দোলন হয় নাই। মেদিনীপুরের তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট উকীল হর-নারায়ণ দত্ত বলিয়াছিলেন যে "রাজনারায়ণ বাবু জানেন না যে তিনি বাঙ্গালা ঘরে বাস করেন।" ইহার অর্থ এই যে যখন তিনি বাঙ্গলা ঘরে বাস করেন তখন আমরা তাহা অনায়াসে পুড়াইয়া দিতে পারি।

আমি ও সেকেণ্ড মাষ্টার উত্তরপাড়াবাসী বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি পরে সংস্কৃত কলেজের হেডমাষ্টার হইয়াছিলেন, আমরা দুইজনে একদিন নিকটস্থ জঙ্গলে গিয়া দুই মোটা লাঠী কাটিয়া লইয়া আসি; যদি দাঙ্গা হয় সেই সময়ে আত্মরক্ষায় ব্যবহার করা যাইবে। বোড়ালের লোকে বলিয়াছিল যে "রাজনারায়ণ বসু গ্রামে আইলে আমরা ইট মারিব।" তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম, "তাহা হইলে আমি খুসী হইব, আমি বাঙ্গালীকে উদাসীন জাতি বলিয়া জানি। এইরূপ ঘটনা হইলে আমি স্থির করিব যে এক্ষণে তাঁহাদিগের বিধবাবিবাহের প্রতি বিদ্বেষ যেমন প্রবল তেমনি বিধবাবিবাহ যখন ভাল মনে করিবেন তখন উহার প্রতি তাঁহাদিগের অনুরাগ এইরূপ প্রবল হইবে।" মেদিনীপুর হইতে যখন কলিকাতায় আসিতাম তখন রাত্রিকালে বোড়ালে যাইতাম এবং ভোর না হইতেই কলি-কাতায় ফিরিয়া আসিতাম। একবার বোড়ালে গিয়াছিলাম শেষরাত্রে দেখি বাটীর ভিতর হইতে কে একটি প্রদীপ হাতে করিয়া আসিতেছে। আমি

বহির্বাটীতে শয়ন করিয়াছিলাম। প্রদীপহস্ত ব্যক্তি যখন আমার মশারীর সম্মুখে আসিয়া বসিলেন তখন দেখিলাম যে মাতাঠাকুরাণী; তিনি বলিলেন যে "রাজনারায়ণ তোর মনে এই ছিল"; এই বলিয়া অনেক অনুযোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা পাঠকবর্গ অনায়াসে বুঝিতে পারেন। এই বিধবাবিবাহ জন্য মাতাঠাকুরাণী ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ সময়ে তিনি মথুরায় ছিলেন। তিনি সেই সময় বাটীতে থাকিলে আমার দুই ভাইয়ের বিধবাবিবাহ দিতে পারিতাম না। ঐ সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও পশ্চিমে ছিলেন। আমি তাঁহাকে বিধবাবিবাহের সংবাদ দেওয়াতে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন যে "এই বিধবাবিবাহ হইতে যে গরল উত্থিত হইবে তাহা তোমার কোমল মনকে অস্থির করিয়া ফেলিবে; কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়।" "সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়" এই বাক্য এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জনসাধারণবাক্য হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু প্রথমে উল্লিখিত উপলক্ষ্যে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য দ্বারা ব্যবহৃত হয়।

১৮৫৭ সালে সিপাহীবিদ্রোহ হয়। সিপাহীবিদ্রোহের ভারতব্যাপী তরঙ্গ মেদিনীপুর পর্য্যন্ত পৌঁছে। ১৮৫৭ সালের ১০ই মে বিদ্রোহী সিপাহীরা মিরাটনগর ত্যাগ করিয়া দিল্লী গমন "করে। সিপাহীদিগের গুপ্ত ষড়যন্ত্র এত বিস্তৃত ছিল যে ১০ই মের অব্যবহিত পরেই একজন তেওয়ারী ব্রাহ্মণ মেদিনীপুরস্থ রাজপুত জাতীয় সিপাহীর পল্টনকে বিগড়াইবার চেষ্টা করে। তখন ভারতবর্ষে সিপাহীবিদ্রোহের শৈশবাবস্থা। মেদিনীপুরে যে রাজপুত জাতীয় সিপাহীর পল্টন ছিল তাহার নাম শেকাওয়াতী ব্যাটালিয়ন ছিল। কর্ণেল ফষ্টার এই পল্টনের অধিনায়ক ছিলেন। উক্ত তেওয়ারী ব্রাহ্মণকে মেদিনীপুর স্কুলের সম্মুখে কেল্লার মাঠে ইংরাজেরা ফাঁসি দেন। একস্থানের "বিদ্রোহের সংবাদের পর আর একস্থানের বিদ্রোহের সংবাদ যেমন মেদিনীপুরে আসিতে লাগিল তেমনি মেদিনীপুরবাসী অত্যন্ত ভয়াকুল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। তখনকার যে সকল কাগজে বিশেষতঃ ফিনিক্স কাগজে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিদ্রোহের যে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইত তাহা আমরা কি পর্য্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত পাঠ

করিতাম তাহা বলিতে পারি না। বাঙ্গালীদের অপেক্ষা সাহেবরা আরও অধিক ভীত হইয়াছিলেন। হইবারই কথা। একদিন সাহেবরা ক্যান্টনমেন্ট গিয়া সিপাহীদের ডাকিয়া একটা থালের উপর ধান-দুর্ব্বা রাখিয়া প্রত্যেক সিপাহীকে তাহা ছুঁইয়া এই শপথ করিতে বলিলেন যে সে বিদ্রোহী হইবে না। প্রত্যেক সিপাহী সেইরূপ শপথ করিল। কিন্তু সাহেবদের তাহাতে বিশ্বাস হইল না। জুন মাস পড়িতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মেদিনীপুরের নিকট কংসাবতী নদী গ্রীষ্মকালে শুষ্ক থাকে, বৃষ্টি পড়িলে প্রবাহমান হয়। সাহেবেরা ও কোন কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোক কংসাবতী নদীতে নৌকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই মানসে রাখিয়াছিলেন যে যখনই বিদ্রোহ হইবে তখনই নৌকায় চড়িয়া পলায়ন করিবেন। একদিন সন্ধ্যার সময় কালেক্টর সাহেব খানা খাইতে বসিয়াছেন এমন সময়ে মেদিনীপুরের জমিদারী কাছারীর কোন ভৃত্য সখ করিয়া একটি বোমা ছুঁড়িল। বোমার আওয়াজ শুনিবামাত্র সাহেবের হাত হইতে ছুরী কাঁটা পড়িয়া গেল ও আওয়াজের কারণ জানিবার জন্য চাপ্‌রাসীর উপর চাপরাসী পাঠাইলেন। আমরা স্কুলে কাজ করিবার সময় প্যান্টালুনের ভিতর ধুতি পরিয়া কাজ করিতাম, যখনই সিপাহী আসিবে প্যান্টালুন ও চাপকান ছাড়িয়া ধুতি ও চাদর বাহির করিয়া পরিব স্থির করিয়াছিলাম। সিপাহীদিগের প্যান্টালুনের উপর বিশেষ রাগ ছিল। কোন্‌ পথ দিয়া পলায়ন করিতে হইবে তাহা আগেই ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। বিধবা-বিবাহ নিবন্ধন আমার বিশেষ ভয় ছিল। বিধবা-বিবাহের উপর তাহাদের আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল। পরিবার কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া আমি একটি ক্ষুদ্র গলির ভিতর কোন এক বন্ধুর বাটীতে রাত্রে শয়ন করিতাম। নিদ্রার সময়ে লাল কোর্ত্তাধারী সিপাহীর স্বপ্ন দেখিতাম। যখনই আমরা শুনিতাম যে সিপাহীরা বাজারে টাকার বদলে মোহর সংগ্রহ করিতেছে, তখনই আমাদের এরূপ আশঙ্কা হইত যে বিদ্রোহের আর দেরি নাই। একদিন জন্মাষ্টমীর পর্ব্বোপলক্ষে সিপাহীরা হাতীর উপর চড়িয়া নিশান উড়াইয়া বাজনা বাজাইয়া কাওয়াজ করিতে করিতে সহরের দিকে আসিতেছিল, আমরা তখন স্কুলে পড়াইতেছিলাম। আমরা মনে করিলাম সিপাহীরা সহর আক্রমণ করিতে আসিতেছে।

স্কুলে হুলস্থুল পড়িয়া গেল, বালকেরা টেবিল ও বেঞ্চের নীচে লুকাইতে লাগিল। Ostrich (অস্‌ট্রিচ) পাখী যেমন চক্ষু বুজিলেই মনে করে যে সে নিরাপদ তেমনি ছাত্রেরা মনে করিয়াছিল যে বেঞ্চের নীচে লুকাইলেই নিরাপদ। আমরাও প্যান্টালুন চাপকান পরিত্যাগ করিয়া ধুতি বাহির করিতেছিলাম, এমন সময় আমরা শুনিলাম যে সিপাহীরা তাহাদিগের জন্মাষ্টমীর পর্ব্বোপলক্ষে এইরূপ ধুমধাম করিতেছে। ইহা শুনিয়া আমরা প্রকৃতিস্থ হইলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট লসিংটন সাহেব (তখন ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদ ভিন্ন ছিল, একই ব্যক্তি দুই কাজ করিতেন না) একদিন ভদ্র বাঙ্গালীদিগের সভা ডাকিয়া বলিলেন যে কেহ আতঙ্কের চিহ্ন প্রকাশ করিবে তাহাকেই জেলে দিব। সাহেব ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ছিলেন, বাঙ্গালীর নাম ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। তিনি সভাস্থলে নিমন্ত্রিতদিগের সকলে উপস্থিত আছে কিনা জানিবার জন্য যখন সভা আহ্বানকারী পত্রের লেফেপার উপরের লিখিত নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন তখন জলামুঠার রাজার অছি ধরণীধর রায়ের নাম উচ্চারণ করিতে না পারিয়া "ড্যামীডর রায়" এবং স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর উমাচরণ হালদারের নাম "ওমারচন্দ হাবিলদার" উচ্চারণ করিয়াছিলেন। যখনই রাত্রিতে আমি জাগিয়াছি তখনই লসিংটন সাহেবের বগি-গাড়ীর শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। তিনি সমস্ত রাত্রি সহরে এইরূপে চৌকি দিতেন। সংবাদপত্রে এইরূপ মিথ্যা জনরব লিখিত হইয়াছিল যে শেকাওয়াতী ব্যাটালিয়ন মেদিনীপুরে বিদ্রোহ করিয়া বর্দ্ধমানের দিকে চলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে মেদিনীপুরে বিদ্রোহ হয় নাই। পরিশেষে ঐ পল্টন স্থানান্তরিত হওয়াতে উদ্বেগের সকল কারণ চুকিয়া গেল। মেদিনীপুরে যে বিদ্রোহ হইল না তাহার প্রধান কারণ কর্ণেল সাহেবের রাজপুত উপপত্নী। তাঁহার কথা সিপাহীরা বড় মান্য করিত। বিদ্রোহের প্রস্তাব হইলে সে সিপাহীদিগকে তাহা করিতে নিবারণ করিত।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে আমি কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদের প্রার্থী ছিলাম। কিন্তু সে পদ প্রাপ্ত হই নাই। তৎপরে ঐ পদের স্পৃহা মন হইতে একেবারে তিরোহিত হয়।

১৮৫৬ সালে বর্দ্ধমানের কমিশনার এবং রেভিনিউ হ্যাণ্ডবুকের প্রণেতা জে, এচ, ইয়ং সাহেব মেদিনীপুরে যখন গস্তে আসিয়াছিলেন তখন স্কুল দেখিয়া ও আমার সহিত কথোপকথন করিয়া আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বাৎসরিক রিপোর্টে আমাকে ডেপুটী কলেক্টারের পদ প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। তিনি আমাকে সেই রিপোর্টে "কৃতী ভদ্রলোক" "a gentleman of superior attainments" বলেন। আমি একটু চেষ্টা করিলে ঐ কর্ম্ম হইত; কিন্তু মেদিনীপুরের প্রতি আমার এত অনুরাগ জন্মিয়াছিল যে তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছুক ছিলাম না। ১৮৬১ সালে গবর্ণমেণ্ট আমাকে এসেসর অফ ইনকাম ট্যাক্স পদে নিযুক্ত করেন। সেই পদ হইতে অনেকেই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। আমি কিন্তু এসেসরের ঘৃণিত পদ গ্রহণ করি নাই। ঐ পদ যাঁহারা যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন, আমিও হইতে পারিতাম। বিখ্যাত বাবু প্যারিচরণ সরকার হেয়ার সাহেবের স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। তিনি ঐ পদ হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক পদে উন্নীত হওয়াতে ডিরেক্টর সাহেব আমাকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু প্রিয় মেদিনীপুরের উন্নতিসাধন কার্য্য ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া তাহা গ্রহণ করি নাই। তৎপরে হাওড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য হওয়াতে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ পদ আমাকে দিবার জন্য অনুরোধ করাতে ডিরেক্টর সাহেব বলিয়াছিলেন ওঁর কথা বলিবেন না। উনি পাগল। মাহিনাও চান না প্রমোশনও চান না।"

ইংরাজী ১৮৬০ সালে পূজার সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কতিপয় বন্ধু নৌকাযোগে রাজমহল যাত্রা করেন। আমি সেই বন্ধুগণের মধ্যে একজন ছিলাম। তখন রাজমহল রেলওয়ে সম্প্রতি খুলিয়াছে। ঐ উপলক্ষে একটী ভোজ হয়। তাহাতে লর্ড ক্যানিং একটী বক্তৃতা করেন। আমরা রেলপথে না যাইয়া নৌকায় রাজমহল গিয়াছিলাম। মহর্ষির সঙ্গে আমরা এই কয়েক-জন লোক ছিলাম—কেশবচন্দ্র সেন, মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষির পুত্রদিগের গৃহশিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী ও

আমি। আমাদিগের এই ভ্রমণ সময়ে সর্ব্বদা ধর্ম্মপ্রসঙ্গ হইত ও হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান হইত, কি সুখে যে দিন যাইত তাহা বলিতে পারি না। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে অষ্টাদশ বৎসর পূর্ব্বে আমি মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে রাজমহল যাই ও তথায় নবাবদিগের বাটীর ভগ্নাবশেষ দেখি। অষ্টাদশ বৎসর পরে গিয়া দেখি যে সে রাজমহল আর সে রাজমহল নাই। রেলওয়ের অনুরোধে সেই সকল বাটী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে অথবা ভাঙ্গিতেছে। কেবল কাল মর্ম্মর পাথরের সিঙ্গী দালান অটুট রহিয়াছে, উহা রেলওয়ে আফিসে পরিণত হইয়াছে। দেবেন্দ্রবাবু স্বভাবতঃ অত্যন্ত শিষ্ট। এই সময়ে কেশব-বাবুকে তিনি সকল অপেক্ষা ভালবাসিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু আমি পুরাতন বন্ধু বলিয়া তিনি আপনার নিকট আমাকে শোয়াইতেন, অন্য সকলে নীচে শুইত। তিনি আমাকে বলিতেন, "দেখ যুবকদিগের সহিত আমার মনের মিল হয় না।" কেশব বাবু এক কোণে বসিয়া বাইবেল পড়িতেন, এ দিকে দেবেন্দ্র বাবু বসিয়া উপনিষদ পড়িতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের সেই সময়ের বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র ছিলেন। কেশব বাবু তাঁহার নিকট পড়িয়াছিলেন। রামচন্দ্র মিত্র ভাল বাঙ্গালা জানিতেন না। কেশব বাবু সর্ব্বদাই তাঁহার নকল করিতেন। তাহাতে আমাদিগের বিশেষ আমোদের উদয় হইত। সেকেলে বুড়ো বাঙ্গালীরা কিরূপে ইংরেজী কহিত আমি তাহার নকল করিতাম, ইহাতেও বিশেষ আমোদের উৎপত্তি হইত। কেশব বাবুর এই সময়ে ধর্ম্ম বিষয়ে নবোৎসাহ; উৎসাহের আর সীমা ছিল না। তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারের নানা উপায় বিষয়ে দেবেন্দ্র বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিতেন, আমি তাহাতে যোগ দিতাম। উল্লিখিত উপায় সকলে চাতুর্য্য প্রকাশ না পায় এ বিষয়ে কেশব বাবু বড় সাবধান হইতেন, যেহেতু ধর্ম্মের সহিত চাতুর্য্য সঙ্গত হয় না। বৈদ্যজাতি ফিচেল্ বলিয়া যে অপবাদ আছে তাহা অমূলক হউক বা সমূলক হউক তাহা সত্য বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল এবং তাঁহার ঐ জাতীয় দোষ পবিত্র ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য কখন্ কলুষিত করে তাঁহার সর্ব্বদা এই আশঙ্কা হইত। আমাকে এই ভ্রমণ সময়ে একবার তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "বৈদ্যজাতি ফিচেল্ বলিয়া অপবাদ আছে না?" আমি বলিলাম "হুঁ"।

রাজমহলে যখন যাওয়া হয় তখন দেবেন্দ্র বাবুর সঙ্গে পরামর্শ হয় যে

সেই বৎসরের পৌষ মাসে ব্রাহ্মপ্রতিজ্ঞার স্বাক্ষরের সাম্বৎসরিক দিবসে আমি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্মের পুরাবৃত্ত বিষয়ে একদিন বক্তৃতা দিব। এই অবধারণানুসারে আমি মেদিনীপুর হইতে আসিয়া ৭ই পৌষ দিবসে ঐ বক্তৃতা দিই। সেই দিবস কেশব বাবুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্যের পর আমার বক্তৃতা হয়। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে কেশব বাবু সেদিন যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা অগ্নিময়। তিনি বলিয়াছিলেন যে পরিবারদিগকে পরম শত্রু জ্ঞান করা উচিত, যেহেতু তাহারা অনেকে ধর্ম্মপথের প্রতিরোধক হয়। সভা ভঙ্গ হইলে পর কেশব বাবুর অনুপস্থিতিতে দেবেন্দ্র বাবু আমাদিগকে বলিলেন, "'পরিবার শত্রু' 'পরিবার শত্রু' 'পরিবার শত্রু' ইহা ক্রমিক বলা কিরূপ?" আমি সে দিন যে বক্তৃতা করি তহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের দীর্ঘ পুরাবৃত্ত বলিয়া পরিশেষে কেশব বাবুর ভূয়সী প্রশংসা করি। তিনি সে প্রশংসার উপযুক্ত। দেবেন্দ্র বাবু উঠিয়া বলিলেন যে রাজনারায়ণ বাবু নবযৌবন কাল হইতে এ পর্য্যন্ত ব্রহ্মাগ্নি হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছেন, ইহা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। আমি উল্লিখিত বক্তৃতা দিয়া মেদিনীপুরে যাইবার পূর্ব্বে কবিকুল-সূর্য্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাই। মধুর সহিত আমি হিন্দু কলেজে ২য় শ্রেণীতে একত্র পড়ি। মধু ২য় শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতেই খৃষ্টীয়ান হইয়া বিসপস্ কলেজে পড়িতে যান, তৎপরে অনেকদিন মান্দ্রাজে অবস্থিতি করেন। আমি যে সময় দেখা করিলাম তিনি তখন মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন ও কলিকাতার তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিশোরচাঁদ মিত্রের অধীনে হেড কেরাণীর কাজ করিতেছিলেন। এই বৎসরের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার কবিতার বিষয়ে আমার সহিত পত্র লেখালেখি হইয়াছিল। "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য প্রথম সর্গ প্রকাশিত হওয়াতে ঐ লেখালেখি আরম্ভ হয়। ঐ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ইণ্ডিয়ান ফীল্ড নামক সংবাদপত্রে আমি সমালোচনা করি। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম দুই তিন সর্গ আমার অভিপ্রায় জন্য মেদিনীপুরে পাঠাইয়া দেন। আমি এই সময়ে মধুর এমনি গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছিলাম যে তাঁহাকে কলিকাতায় দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আমি এই সময়ে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম "কবে আমি দেখিব মধুসূদন-

বদনসরোজং।" আমি জয়দেব হইতে ঐ বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। আমি যে দিন কলিকাতায় তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি সে দিন দেখিলাম তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের প্রূফ দেখিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "প্রিয় রাজ, ইহা আমাকে নিশ্চয়ই অমর করিয়া রাখিবে।" আমি বলিলাম, "তাহাতে আর সন্দেহ নাই"। অনেক কবি আত্মশ্লাঘা দোষে দূষিত। জয়দেব বলিয়াছেন—

মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীং

আরো বলিয়াছেন—

যদ্যাকণ্ঠকলা সুকৌশলমনুধ্যানং চরন্বৈষ্ণবং
যচ্ছৃদীব বিবেকতত্ত্ব রচনা কাব্যেষু লীলায়িতং।
তৎসর্ব্বং জয়দেব পণ্ডিত কবেঃ কৃষ্ণকতানাৎময়ঃ
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ॥

হাফেজ বলিয়াছেন যে তাঁহার কবিতা এত মধুর যে আকাশমণ্ডল তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার উপর মুক্তাবর্ষণ করিতেছে। মধুর আত্মশ্লাঘা কিছু অধিক পরিমাণে ছিল। তিনি আমাকে বলিলেন যে, "ভবিষ্যৎ বংশীয় হিন্দুরা বলিবে যে নারায়ণ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া মধুসূদন দত্ত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্বেতদ্বীপে গিয়া যবনী বিবাহ করিয়াছিলেন"। তাহার পরে অনেক কথা হইল। আমি এই দীর্ঘ কথোপকথনের সময় বলিলাম যে, "আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে তোমার পরিচ্ছদ ও আহার ইংরাজের মতন হইলেও তোমার হৃদয়টা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু"। তিনি বলিলেন, "তুমি ঠিক আন্দাজ করিয়াছ, আমি হিন্দু; কিন্তু একটা সমাজ ঘেঁসিয়া না থাকিলে চলে না এই জন্য খ্রীষ্টীয় সমাজ ঘেঁসিয়া আছি। বিশেষতঃ যখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছি তখন ঐ সমাজ ঘেঁসিয়া থাকা কর্ত্তব্য।" তৎপরে একদিন তিনি আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন ও যে দিন আহার করিব সেই দিন ইজার চাপকান পরিয়া আসিতে বলিলেন। আমি নিরূপিত দিবসে উপস্থিত হইলাম ও দেখিলাম তাঁহার ইংরাজী স্ত্রী আমার জন্য অনেক খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই দিন তাঁহার মান্দ্রাজের একটী ফিরিঙ্গী

বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন। মধু প্রচুর মদ্যপান করিলেন। বিদায় লইবার সময় তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কষে ক্রমাগত মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। মধুর যাহা দোষ থাকুক্ না কেন কিন্তু হৃদয় একেবারে প্রেম ও স্নেহে পরিপূর্ণ ছিল।

১৮৬১ সালে মেদিনীপুরে আমি সুরাপান নিবারণী সভা সংস্থাপন করি। ইহার বৃত্তান্ত পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

১৮৬৪ সালে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয়; তাহার বৃত্তান্তও পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

১৮৬১ সালে ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ও Prospectus of a Society for the Promotion of national feeling among the educated natives of Bengal প্রকাশিত হয়। এতদুভয়ের বৃত্তান্ত পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। ১৮৬৬ সালের ৫ই মার্চ্চ তারিখে শুইয়া শুইয়া মাথা ঘোরে। তাহাতে আমি ভীত হই। কিন্তু যেরূপ পীড়া তাহাতে এত ভীত হইবার কোন কারণ ছিল না। মাথা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে বুক দুড় দুড় আরম্ভ হয় ও আগুনের ফিন্‌কী ও মাছি দেখিতে আরম্ভ করি। এই সময় হইতে যে ঔষধ খাইতে আরম্ভ করি তাহা ৬।৭ বৎসর মাত্র হইল (অদ্য জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬) স্থগিত করিয়াছি। ঔষধ খাইয়া খাইয়া শরীর খারাপ করিয়া ফেলিয়াছি। এক্ষণে তজ্জন্য বড় অনুতাপ হইতেছে। Will force (মনের বল করা) ব্যতীত স্নায়ুর দুর্ব্বলতার ঔষধ নাই। এরূপ বেতায়সা ঔষধ খাওয়া অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। বর্ষার প্রারম্ভে দুই মাস ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসি। পূজ্য বন্ধুবর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলয়ে অবস্থিতি করি। সেখানে বিখ্যাত হারাধন কবিরাজের চিকিৎসাধীনে থাকি। নিজ বাটীতে যেমন স্বচ্ছন্দে থাকিতাম সেইরূপ দেবেন্দ্র বাবুর বাটীতে থাকি। নিজ বাটীতে যেরূপ সেবা প্রাপ্ত হইতাম সেখানে সেরূপ সেবা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ঐ বৎসর পূজার পূর্ব্বে মেদিনীপুরে একবার আসিয়া পূজার পর হইতে ক্রমাগত যে ছুটী লইতে আরম্ভ করিলাম সে ছুটী ১৮৬৮ সালে ডিসেম্বর মাসে শেষ হয়। ১৮৬৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে পেন্‌সন গ্রহণ করি। ১৮৬৭ সালের এপ্রিল মাসে আমার দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ

হয়। বাদুড়বাগানবাসী রাজা রামমোহন রায়ের দৌহিত্র ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাটী ভাড়া করিয়া তথায় বিবাহ দেওয়া কার্য্য সম্পাদন করা হয়। সকল ব্রাহ্মে বলিল, "উত্তম হইয়াছে, রাজনারায়ণ বাবুর কন্যার বিবাহ রামমোহন রায়ের বাটী হইল।" বিবাহ ক্রিয়া আদি সমাজের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী অনেক বিখ্যাত লোক উপস্থিত থাকেন। তন্মধ্যে মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ একজন। তিনি তাঁহার প্রথম স্ত্রী বিয়োগের পর আমার শ্যালককন্যাকে বিবাহ করেন। তাহাতে আমি তাঁহার পিসশ্বশুর হইলাম। ইংরাজীওয়ালাদিগের নায়ক সম্মান্য বাবু রামগোপাল ঘোষ যে দিন পিসশ্বশুর স্বরূপে আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন সে দিন লজ্জায় ম্রিয়মান হই। আমার দ্বিতীয়া কন্যা যাহার বিবাহের বর্ণনা করা যাইতেছে এই নূতন সম্বন্ধ বশতঃ সম্পর্কে তাঁহার শ্যালী হইয়াছিল। বর আসিতে দেরি হওয়াতে রামগোপাল বাবু বলিলেন "যে, বর আস্‌তে দেরি হয়, তো আমাকেই বসিয়ে দেওনা" সে কালের বাঙ্গালীরা এইরূপ উপহাস করিতেন। এক্ষণে নব্য সমাজের লোকের মধ্যে তাহা কমিয়া যাইতেছে। আমার দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহের পর আমরা বোড়ালে গিয়া ছয়মাস সেখানে অবস্থিতি করি। খুড়ামহাশয় বলিলেন, "বাটীর সহিত সংলগ্ন আলাহিদা মহল তৈয়ার করিয়া তোমাকে থাকিতে হইবে। তা না হইলে তোমায় সহিত আমাদিগের সংস্পর্শ জন্য জাত লইয়া গোলমাল উপস্থিত হইবে।" আমি খুড়ামহাশয়ের পরামর্শ মত কার্য্য করি। উল্লিখিত ছয়মাসের মধ্যে আমার খুড়ামহাশয়ের মৃত্যু হয়, ও মাতাঠাকুরাণী ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত হন। আমার সহধর্ম্মিণী ব্যতীত আমার সমস্ত নিজ পরিবার ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হয়েন। এই বৎসরে ম্যালেরিয়া গ্রামে প্রথম প্রবেশ করে। প্রায় সমস্ত পরিবার ম্যালেরিয়াতে মরমর হওয়াতে মাতাঠাকুরাণীর তত্ত্বাবধানের ভার আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অভয়চরণ বসুর প্রতি অর্পণ করিয়া আমরা কলিকাতায় পলাইয়া আসি। মাতাঠাকুরাণীকে সঙ্গে লইয়া আসিতাম কিন্তু তিনি বাস্তুভিটা ছাড়িতে সম্পূর্ণ অসম্মত হইলেন। তজ্জন্য অভয়ের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া আমরা কলিকাতায় আসি। অভয়কে ম্যালেরিয়া ধরে নাই। আমরা পূজার কিছু পূর্ব্বে

কলিকাতায় আসি। কলিকাতায় আসার অব্যবহিত পরেই মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যু হয়। এত শীঘ্র মৃত্যু হইবে আমরা মনে করি নাই। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে শীতকাল অবধি টেকিয়া থাকিবেন। উল্লিখিত অবস্থাতে কলিকাতায় আমার আসা উচিত ছিল কি না এখনও আমার মনে দ্বিধা আছে। একদিকে মাতৃসেবার গরীয়সীত্ব আর একদিকে প্রায় সমস্ত নিজ পরিবারের মরণাপন্ন পীড়া। কলিকাতায় দুই মাস অবস্থিতি করিয়া আমি পশ্চিমে যাত্রা করি।

কলিকাতায় দুই মাস অবস্থিতিকালে বিখ্যাত মেরী কার্পেণ্টার ভারতবর্ষে প্রথম আসেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রাহ্মদিগের এক সভা হয়, তাহাতে তিনি একটী বক্তৃতা করেন। এই সভাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। আমার কলেজের সমাধ্যায়ী খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বী জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরও উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে তাঁহার সহিত আমার অনেকবার বাগযুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু পুরাতন ভালবাসা কোথায় যায়? তিনি আমাকে সভাতে দেখিয়াই বলিলেন, "আমি আশা করি নাই এখানে আমার প্রিয় রাজনারায়ণকে দেখিতে পাইব।" এই সময়ে আমার বায়ুরোগের অত্যন্ত প্রবলতা। বয়ুরোগের ইংরাজী নাম ডিস্‌পেপসিয়া অথবা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর আমার সম্বন্ধে কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন, "রাজনারায়ণ ধর্ম্মের ডিস্‌পেপসিয়ায় মরমর।" জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রীষ্টীয়ান হইয়াও জাত্যভিমান ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি কোন সভায় বক্তৃতাকালীন বলিয়াছিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টান"। শ্রীমতী মেরী কার্পেণ্টারের কথা বলিতে বলিতে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের কথা আসিল। শ্রীমতী মেরী কার্পেণ্টার যখন কলিকাতায় আসেন তখন দেবেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ প্রকাশ কয়াছিলেন, সে অভিলাষের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার জমিদারীর নিকটস্থ কুষ্টিয়া উপনগরে পলাইয়া যান। দেবেন্দ্র বাবু স্বভাবতঃ ইংরাজের সঙ্গে আলাপ করিতে অনিচ্ছুক; যেহেতু ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বিষয়ে তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার মতের মিল হয় না। ইংরাজের মতানুমোদন করিয়া চলিলে ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়; কিন্তু দেবেন্দ্র বাবু ইংরাজদিগের নিকট

প্রতিষ্ঠালাভ করিবার জন্য আদবে ব্যগ্র নহেন। এবিষয়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে কেশব বাবুর বিপরীত। কৃষ্ণনগর কলেজের বিখ্যাত প্রিন্সিপ্যাল লব সাহেব কোন সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন, "বৃদ্ধ দাম্ভিক লোকটি ইউরোপীয়ানদের প্রশংসা স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হন।" দেবেন্দ্র বাবু ইংরাজের তোষামোদ করিয়া চলিলে এতদিন তিনি মহারাজা কে, সি, এস, আই, হইতেন। তিনি কোন উপাধি চান না কিন্তু ঈশ্বর ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহার স্কন্ধে একটি উপাধি চাপাইয়া দিয়াছেন। সেই উপাধি "মহর্ষি" উপাধি। এই উপাধি সর্ব্ববাদিসম্মত। কি ব্রাহ্ম কি হিন্দু সকলেই তাঁহাকে মহর্ষি বলিয়া ডাকে।

১৮৬৭ সালের শেষে আমি পশ্চিমে প্রথম গিয়া ভাগলপুরে তথাকার তদানীন্তন এসিষ্টাণ্ট সার্জন আমার জামাতা কৃষ্ণধন ঘোষের ওখানে গিয়া কয়েক দিন অবস্থিতি করি। ভাগলপুরে অবস্থিতিকালে (১৮৬৭) মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ ও ভক্তিভাজন বাবু রামতনু লাহিড়ীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। এই সময়ে রামগোপাল বাবু পীড়িত হইয়া জলবায়ু পরিবর্ত্তনার্থ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার সময় ভাগলপুর হইয়া যান। কিছুদিন পরে কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়। রামতনু বাবু এই সময়ে তাঁহার ভাগলপুরস্থ বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

একদিন জাতিবিভেদ লইয়া রামতনু বাবুর সহিত আমার ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হয়। আমি বলিলাম, "যখন সকল দেশে সকল সমাজে জাতিবিভেদ কোন না কোন প্রকারে আছে ও থাকিবে তখন আমাদের দেশের জাতিবিভেদ এতই কি দোষ করিল? আপনি কি আপনার চাকরের সহিত একত্রে খাইতে পারেন?" তিনি বলিলেন "ও যদি সাবান দিয়া গা হাত পা পরিষ্কার করে তাহা হইলে আমি খাইতে পারি।" তর্ক যখন খুব জাঁকিয়া উঠিল, তখন কুপিত হইয়া ইংরাজী বাঙ্গলা মিশ্রিত ভাষায় বলিলেন, "বেচারী বিধবাটির হইয়া কি দাঁড়াও নাই? আজ গালাগাল্ দিয়া ভূত ছাড়া করিতাম?" যেদিন আমি ভাগলপুর ছাড়িয়া আসি সেদিন তাঁহার সঙ্গে কোন কারণ বশতঃ দেখা করিয়া না আসাতে বৃদ্ধ আপনি রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া কথোপকথনকালে দুর্ভাগ্যক্রমে

আমি সাদীর গোলেস্তা হইতে এক বয়াৎ আওড়াই। তখন গাড়ী ছাড়ছাড় হইয়াছে। রামতনু বাবু পার্সী জানেন কিন্তু ভাল জানেন না। আমি যে বয়াৎ আওড়াইলাম তাহার প্রত্যেক শব্দের অর্থ ও ব্যাকরণ তিনি জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। গাড়ী ছাড়িবার এক মিনিট দেরি আছে তথাপিও আমাকে ছাড়েন না। আমি দেখিলাম মহা মুস্কিল। কোন ক্রমে তাঁহার হাত এড়াইয়া তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক গাড়ীতে ঢুকিলাম। পথে আবার একদিন অবস্থিতি করিয়া এলাহাবাদ যাই। এলাহাবাদে আমার হেয়ার সাহেবের স্কুলের সমাধ্যায়ী পুরাতন বন্ধু বাবু নীলকমল মিত্রের বাটীতে অবস্থিতি করি। তথায় তাঁহার পুত্র সপ্তদশবর্ষীয় যুবক চারুচন্দ্র মিত্র আমার যথেষ্ট শুশ্রূষা করেন। ইনি নামেও চারু কর্ত্তব্যেও চারু। কেবল শারীরিক সৌন্দর্য্য জন্য ঐ নামের উপযুক্ত এমত নহে। তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, সরলতা, সৌজন্য, ও অতিথিসেবা জন্য ঐ নামের উপযুক্ত ছিলেন। কলিকাতা থাকিতে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের জামাতা জানকীনাথ ঘোষালের মুখে ইঁহার বিবিধ গুণের কথা শ্রবণ করিয়া ইঁহার প্রতি অসাধারণ স্নেহ ভাবের উদয় হয়। পিতৃ স্নেহের ন্যায় স্নেহ উদিত হয়। ইঁহার গুণের কথা দেবেন্দ্র বাবুকে লেখাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "চারু যেমন দেখিতে চারু কর্ত্তব্যেও চারু।" নীলকমল বাবুর বাটীর নাম লালকুটী ছিল। লালকুটীতে অবস্থিতিকালে পাঁচটী বস্তু আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রথম একটা প্রকাণ্ড কাকাতুয়া পাখী। এত বড় কাকাতুয়া পাখী কখন দেখি নাই। কাকাতুয়া মহারাজ সর্ব্বদা রেগেই থাকিতেন। দ্বিতীয় একটী ভদ্রলোক। তিনি এলাহাবাদের কটোয়াল ছিলেন। তিনি একটী বিপদে নীলকমল বাবুর প্রাণ বাঁচাইয়া দেওয়াতে তাঁহাকে নীলকমল বাবু তাঁহার কর্ম্মচ্যুত অবস্থায় নিজ বাটীতে রাখিয়াছিলেন। তৃতীয় হরিবোল ব্রাহ্মণ। তিনি একটী নামাবলী গায় দিয়া সর্ব্বদা "হরি হরি বোল" "হরি হরিবোল" বলিয়া বেড়াইতেন। চতুর্থ একটি ঘর যাহাতে কতকগুলি ব্রাহ্ম জাওয়ানো থাকিত। পঞ্চম একটী ঘর যেখানে একটী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন, নীলকমল বাবুর পরিবার তহা শুনিতেন।

কিছুদিন এলাহাবাদে অবস্থিতি করিয়া আগ্রায় যাই। তথায় স্বপ্নে

দৃষ্ট কোন অপূর্ব্ব রমণীয় স্বর্গীয় দৃশ্যের ন্যায় মনোহর তাজমহল দর্শন করিয়া, লক্ষ্ণৌ নগরে বাবু (পরে রাজা) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের অতিথি হই। তিনি অতি যত্নপূর্ব্বক কাইসার বাগস্থ তাঁহার অতি শোভনতম রাজ-ভবনবৎ বাটীতে আমাকে ২।৩ দিন রাখেন। আমার সঙ্গে বিখ্যাত ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হেমচন্দ্র কর তাঁহার অতিথি হয়েন। একদিন দক্ষিণাবাবুর বাটীতে আমি উপাসনা করি, সে উপাসনা শুনিয়া হেমচন্দ্র কর বলেন যে. এ উপাসনার প্রতি কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টীয়ান কাহারও আপত্তি হইতে পারে না সকলেই ইহাতে যোগ দিতে পরেন। লক্ষ্ণৌয়ে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া পুনরায় এলাহাবাদে ফিরিয়া আসি। তথায় অবস্থিতি কালীন কানপুরের কতকগুলি ব্রাহ্মের স্বাক্ষরিত এক অতি বিনীত আবেদন-পত্র প্রাপ্ত হই। আমি এইরূপ বিনীত আবেদনপত্রের উপযুক্ত নহি। সেই পত্রে তাঁহারা কানপুরে কিছুদিন থাকিবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। সেই নিমন্ত্রণ অনুসারে কানপুরে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া তাঁহাদিগের সমাজে উপাসনা করি। তৎপরে লক্ষ্ণৌয়ে পুনরায় গমন করিয়া দক্ষিণা-বাবুর আলয়ে তিন সপ্তাহ অবস্থিতি করি। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সূর্য্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র ছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে বিলাতের বিখ্যাত টাইমস্ পত্রে ইংরাজের পক্ষে দুই একটী প্রবন্ধ লেখাতে এবং বিখ্যাত খ্রীষ্টীয়ান মিসনারী ডাক্তার ডফ্ লর্ড ক্যানিং-এর নিকট তাঁহার গুণানুবাদ করাতে লর্ড বাহাদুরের অনুগ্রহ-দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে পর দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে অযোধ্যা প্রদেশে লর্ড বাহাদুর এক জমিদারী প্রদান করেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে অযোধ্যাপ্রদেশের পুনর্জন্মদাতা বলিলে হয়। তিনি লক্ষ্ণৌতে ক্যানিং কলেজ ও আউধ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন সংস্থাপন করেন। যখন স্যার চার্লস্ ট্রেভেলিয়ান লক্ষ্ণৌ দেখিতে যান তখন আউধ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহা আপনার পার্লামেণ্ট দক্ষিণারঞ্জন।" দক্ষিণা বাবু বিখ্যাত ডিরোজিও সাহেবের ছাত্র ছিলেন। ইহা সকলেই জানেন যে ডিরোজিওর ছাত্রেরা অত্যন্ত ইংরাজী-ভাবাপন্ন লোক। কিন্তু দক্ষিণারঞ্জন অযোধ্যায় গিয়া টিকি রাখিয়া পরম

হিন্দুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তিনি তথাকার একটী ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ দিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ঐ পুত্র উঁহার ঔরসে ও উঁহার বিবাহিত বর্দ্ধমানের বিখ্যাত বিধবারাণী বসন্তকুমারীর গর্ভে হয়। আমি যে তিন সপ্তাহ তাঁহার ওখানে অতিথি স্বরূপ থাকি, আমি এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করি। ঐ ব্রাহ্মসমাজ লক্ষ্ণৌয়ে সংস্থাপিত প্রথম ব্রাহ্মসমাজ। কিন্তু আমি উহা ব্রাহ্মসমাজ নাম দিয়া সংস্থাপিত করি নাই, অন্য একটী নাম দিয়া উহা সংস্থাপন করি। ঐ উপলক্ষ্যে অনেক লোক আমার নিকট গমনাগমন করিত। একদিন দক্ষিণা বাবু আমাকে বলিলেন যে, "তুমি জান তোমার উপর আমি গোয়েন্দা রাখিয়াছি। তুমি যাহা কর তাহার রিপোর্ট তাহারা আমাকে দেয়। এজন্য রাখিয়াছি পাছে পাগ্‌লা আউধে যাহা করিয়াছি তাহা পণ্ড করিয়া দেয় অর্থাৎ অযোধ্যায় হিন্দু হইয়া আমি যে কাজ করিয়াছি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনরূপ অহিন্দু কার্য্য দ্বারা পাগলা তাহার বিলোপ সাধন না করে।" আমি তদুত্তরে বলিলাম যে "কেবল আমি পাগল নহি, আপনিও কিঞ্চিৎ পাগল। আপনি পাগল না হইলে ক্যানিং কলেজ ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন সংস্থাপন করিতে পারিতেন না।" দক্ষিণা বাবু ব্রাহ্ম ছিলেন কিন্তু তিনি রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যেমন কেবল উপনিষদ পাঠ ও সঙ্গীত হইত কেবল তাহাই হওয়া কর্ত্তব্য এমন মনে করিতেন। আমাদের ব্রাহ্মসমাজকে অহিন্দু ব্রাহ্মসমাজ জ্ঞান করিতেন। কিন্তু এবিষয়ে তাঁহার ভ্রম ছিল। যখন আমরা সকল হিন্দু-শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থকে প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ মনে করি এবং প্রচুর পরিমাণে বৈদিকবাক্য অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মোপাসনা কার্য্য সম্পাদন করি তখন আমরা কি প্রকারে অহিন্দু হইলাম? দক্ষিণারঞ্জন উপনিষদকে এত মান্য করিতেন কিন্তু আমাদিগের ন্যায় বেদের প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতেন না। লক্ষ্ণৌতে একবার কোন সাহেবের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে কথোপকথনের সময় তিনি গোমতীর অপর পারস্থ প্রান্তপটের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ওই ওইখানে ব্রাহ্মণের বাইবেল।" তিনি বলিতেন, "বেদের অর্থ জ্ঞান। জ্ঞানই ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ।" কিন্তু উপনিষদের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল এবং উপনিষদই ব্রাহ্মসমজের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ হওয়া

কর্ত্তব্য এমন মনে করিতেন। তাঁহাকে ঔপনিষদিক ব্রাহ্ম বলিলে হয়। প্রণবের প্রতি আমাদের যেরূপ শ্রদ্ধা দক্ষিণা বাবুর সেইরূপ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি যখন সদরদেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতেন তখন তাঁহার চাপরাসীদিগকে ওঁ অঙ্কিত তক্‌মা পরিধান করাইতেন। সিপাহীবিদ্রোহের পর যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতরাজ্যের ভার ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে লইয়া নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন তখন সেই উপলক্ষে এক ঘোষণাপত্র বাহির করেন। যেদিন ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগর ও উপনগরে ঐ ঘোষণাপত্র উদ্ঘোষিত হয় সেইদিন মহা মহোৎসব হইয়াছিল। সেই উৎসবের দিনে দক্ষিণারঞ্জন বাবু ব্রাহ্মসমাজ করিয়া মহারাণীর প্রতি ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। উক্ত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যবৃত্তান্ত ও উপাসনা যে পুস্তকে ছাপা হইয়াছিল, সেই পুস্তকের একখণ্ড লক্ষ্ণৌয়ে অবস্থিতিকালে আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা আমি যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিয়াছি।

দক্ষিণারঞ্জন বলিতেন যে তিনি যেমন ধর্ম্মসংস্কারক তেমনি সমাজসংস্কারক। রাণী বসন্তকুমারীকে বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতায় আনিয়া কলিকাতার পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট বার্চ সাহেবের সম্মুখে সিভিল ম্যারেজ নামক বিবাহ করেন। ভাস্করসম্পাদক গুড়গুড়ে পণ্ডিত তাহার সাক্ষী থাকেন। গুড়গুড়ে পণ্ডিতের প্রকৃত নাম গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। লক্ষ্ণৌ অবস্থিতিকালে তিনি (দক্ষিণা বাবু) একদিন আমাকে বলিলেন যে তিনি বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ ও সিভিল বিবাহ এককালে করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সমাজসংস্কারক আর কে আছে? দক্ষিণারঞ্জন ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়কন্যার বিবাহ ও বিধবাবিবাহ সম্পূর্ণরূপে হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত জ্ঞান করিতেন। আমি যখন লক্ষ্ণৌএ ছিলাম তাহার পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রবিয়োগ হইয়াছিল, কেবল পৌত্র বিদ্যমান ছিল। তিনি উইল না করিলেও এই পৌত্রের বিষয় পাওয়ার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

লক্ষ্ণৌএ দক্ষিণাবাবুর এখানে তিন সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের অব্যবহিত পূর্ব্বে কানপুরে ফিরিয়া আসি। সাম্বৎসরিক উৎসবের দিবস হিন্দু ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিষয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করি। সেই বক্তৃতাতে প্রমাণ করি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতন ধর্ম্ম নহে।

যে আট মাস কানপুরে কাটাই তাহার মধ্যে একমাস হেমচন্দ্র সিংহের বাটীতে ও আর একমাস ডাক্তার অক্ষয়কুমার দের বাটীতে থাকি, আর কয়েক মাস ভাড়াটিয়া বাটীতে থাকি। হেমচন্দ্র সিংহ ব্রাহ্ম ছিলেন। অক্ষয়-কুমার দে ব্রাহ্ম ছিলেন না। উভয়েই যারপর নাই আমাকে যত্ন করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র সিংহ বড় মজার লোক ছিলেন। হিন্দুভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নাম তিনি "নামাবলী" রাখিয়াছিলেন। আমাকে সর্ব্বদাই বলিতেন "নামাবলীটি ছাড়ুন।" একদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাতীরে বেড়াইতে যাই। ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হওয়াতে তিনি বলিলেন যে আপনার দেরী হওয়াতে আমি মনে করিলাম যে, "আপনি নৈমিষারণ্যে চলিয়া গিয়াছেন।" নৈমিষারণ্য কানপুরের পরপারে কিছুদূর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমার হিন্দুভাবের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ঐ কথা বলিয়াছিলেন। একদিন কানপুরের সকল ব্রাহ্মকে লইয়া আমি বিঠুরগ্রামে বাল্মীকি-তপোবনে গমন করি। সেই বাল্মীকি-তপোবনে উপাসনা করিয়া বিকালে পরপারস্থ সীতাপরিহার মন্দিরের সম্মুখে এপারের ঘাটে বসিয়া রামায়ণ বিষয়ে বক্তৃতা করি। সমস্ত দিন আনন্দে কাটান যায়। বিঠুর গ্রামে বৎসর বৎসর একটী মেলা হয়। ঐ গ্রামের অপর নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। ঐ স্থানে একটী মহারাষ্ট্রীয় উপনিবেশ আছে। ঐস্থানে খ্যাতাপন্ন (সুখ্যাতিসম্পন্ন কি কুখ্যাতিসম্পন্ন পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন) ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেবের নিবাস ছিল। দেখিলাম তাঁহার বাটী ইংরাজেরা সমভূম করিয়াছে। কেবল একজোড়া প্রকাণ্ড ফটক পড়িয়া আছে। বিঠুরবাসী মহারাষ্ট্রীয় কন্যাগুলি চেহারা বেশভুষায় ঠিক আমা-দিগের বাঙ্গালী বালিকার ন্যায় দেখিতে। তাহাদিগকে দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম।

আমার কানপুরে অবস্থিতির সময় গবর্ণমেণ্ট স্কুল-সব ইন্‌স্পেক্টর ও আমার হিন্দু কলেজের সমাধ্যায়ী বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতি (তখন তিনি সি, আই, ই, হন নাই) উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের হিন্দী স্কুল সকল পরিদর্শন করিয়া ঐ সকল স্কুলের যে সকল নিয়ম বঙ্গদেশের বাঙ্গলা স্কুলে চালাইবার উপযুক্ত তাহা গ্রহণ করিবার ভার অর্পণ করেন। তিনি সেই ভারপ্রাপ্ত হইয়া ঐ সকল স্কুল পরিদর্শনার্থ গমন করেন। যখন তিনি

কানপুরে যান তখন আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। একদিন কথোপ-কথনের সময় পিতৃভূমি অর্থাৎ কান্যকুব্জ (কনোজ) দর্শনের প্রস্তাব উঠে। কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আইসে এই জন্য উহাকে আমরা পিতৃভূমি সংজ্ঞা দিয়াছিলাম। আমরা কনোজ যাইতে সংকল্পারূঢ় হইলাম। ভূদেব আমাকে বলিলেন, "যাইবে তো গাড়ুগামছা হাতে কর"। আমি বলিলাম, "ঊনবিংশ শতাব্দীতে?" আর এক কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়া-ছিলাম যে "আমরা গাড়ুগামছা বহা জাত আগে তা প্রমাণ কর।" কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ আমার বিশ্বাস। কনোজ ফরাক্কাবাদ জেলায় স্থিত, কানপুর জেলায় স্থিত নহে। কিন্তু কানপুর জেলার স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্-স্পেক্টর পণ্ডিত চূড়ামণ অত্যন্ত শিষ্টতাপূর্ব্বক ততদূর আমাদিগের সংগে যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের পিতৃভূমি দর্শনের উৎসাহ দেখিয়া আমাদিগকে উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনদিগের যেরূপ উৎসাহ দেখিতেছি, কনোজে গিয়া পিতৃভূমির জন্য মোকদ্দমা না করেন।" কনোজের অর্দ্ধরাস্তায় শিওরাজপুর গ্রামে সেখানকার তহশীলদার অর্থাৎ ডেপুটী কলেক্টার লালা বিহারীলালের বাসায় আমরা অতিথি হইলাম। লালাজী অতি যত্নের সহিত অতিথি সৎকার করিলেন। লালা বিহারীলাল ঘোর পৌত্তলিক হিন্দু। তিনি কথায় কথায় বলিলেন, "শুনিতেছি কলি-কাতায় অনেকে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মগণ।" ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া তাঁহার সহিত আমার ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম, "বুৎপরস্ত হোনা মোনাসেব নেহি।" তিনি উত্তর করিলেন, "বুৎপরস্ত কোন হ্যায়? হামলোক ক্যায়া মাট্টিকাবুৎকো পূজা করতে হে না উস্‌কা ভিতর দেওতাকো পূজ্‌তে?" লালাজী ভূদেবকে তর্ক মীমাংসার মধ্যস্থ নিযুক্ত করিলেন। ভূদেব অত্যন্ত গম্ভীরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, "সব আচ্ছা হ্যায়, সব আচ্ছা হ্যায়।" অর্থাৎ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মও ভাল, পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মও ভাল। লালা বিহারীলাল এই মীমাংসায় এমনি সন্তুষ্ট হইলেন যে তাঁহার মুখে ভূদেবের "তারিফ" আর ফুরায় না। আমি ভূদেবকে বলিলাম যে "আমি যাহা এতক্ষণ বকিয়া মরিলাম তুমি এক কথায় তাহা মীমাংসা করিয়া দিলে। তোমাকে ধন্য।' তৎপর

দিন সন্ধ্যাকালে কনৌজের অতি নিকট মিরাকি সরাই নামক স্থানে পোঁছিলাম, তথায় পৌঁছিয়া প্রয়াগবাসী লালা কিশোরীলাল নামক তথাকার মুনসেফের বাসায় আমরা অতিথি হইলাম। লালাজী উত্তরপশ্চিমাঞ্চল নিবাসী সকল হিন্দুজাতির বিবরণ হিন্দীতে লিখিয়া ছাপাইয়াছেন। তিনি সেই বিবরণ পুস্তক এক এক খন্ড আমাদিগকে দান করিলেন। পুর্ব্বে বলিতে ভুলিয়াছি যে এলাহাবাদের নীলকমল মিত্রের স্বসম্পর্কীয় কলিকাতাবাসী মহেন্দ্রনাথ ঘোষ নামক কোন উৎসাহী ব্যক্তি আমাদিগের পিতৃভূমি দর্শনের সংগী ছিলেন। তিনিও একখানি পুস্তক পাইলেন। উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে কথোপকথনের সময় লালা কিশোরীলাল একটি আশ্চর্য্য কথা বলিলেন; সে কথা এই যে গত কুম্ভ মেলার সময় হরিদ্বারে মোগল পরিচ্ছদধারী বোখারা ও সমরখন্দ নিবাসী হিন্দু তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আমি এইমাত্র বলিলাম যে এই কথা আশ্চর্য্য কথা; কিন্তু তাহা আশ্চর্য্য নহে। আমরা ইংরাজী পুস্তকে ও ইংরাজী সংবাদপত্রে পড়িয়াছি যে ঐ সকল স্থানে হিন্দু বণিক অনেক পুরুষ অবধি বসতি করিতেছে। লালাজীর প্রণীত ঐ জাতি-বিষয়ক পুস্তকে লেখা আছে যে কনোজের বীরসিংহ নামক রাজার সময়ে তাঁহার দ্বারা পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়ে প্রেরিত হয়। যেদিন আমরা লালা কিশোরীলালের আতিথ্য স্বীকার করিলাম তৎপর দিবস আমরা কনোজ দর্শনার্থ বহির্গত হই। কনোজের শ্রীহীন দশা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হই। জয়চাঁদ ও সংযুক্তার কনোজ আর সে কনোজ নাই। যে নগরে ২৪০০০ চব্বিশ হাজার পাণের দোকান ছিল ও যাহা নিত্য উৎসবসমাজ সকলের দ্বারা পূর্ণ ছিল সেখানে এক্ষণে অসংখ্য জংগলপূর্ণ ভগ্নগৃহ ও নিস্তব্ধতা বিরাজমান। সে দৃশ্য দেখিলে প্রাণ উড়িয়া যায়। আমরা দেখিলাম জয়চাঁদের দুর্গস্থানে তামাকের চাষ হইতেছে। আমরা কনোজের হিন্দী স্কুলের পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণের টোল দেখিতে গেলাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আমাদিগকে অর্ঘ্য প্রদান না করিয়া মুসলমান রীত্যনুসারে আতর ও গুজরুটে এলাচ দিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। আমরা টোলের ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বলিলেন যে এমন প্রবাদ আছে যে তাঁহাদিগের কোন কোন ভাই-বন্ধুও বংগদেশে গিয়া

বাস করিয়াছিলেন। কনোজে মীরে বাঙ্গালী নামক কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের ভগ্ন বাটী আছে। তিনি বঙ্গদেশে গিয়া অনেক অর্থোপার্জ্জনপূর্ব্বক স্বীয় জন্মস্থান কনোজে আসিয়া ঐ বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পিতৃভূমি কনোজ দর্শন করিয়া কি এক মনের ভাব হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। উষ্ণীষ ও বৃহৎ চর্ম্মপাদুকাধারী পঞ্চ ব্রাহ্মণ গোযানে ও তাহাদিগের সঙ্গে পঞ্চকায়স্থ কেহ হস্তীযানে, কেহ অশ্বযানে, কেহ অন্য যানে বঙ্গাভিমুখে গমন করিতেছেন আমরা কল্পনার চক্ষে যেন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখিলাম।

কানপুর অবস্থিতিকালে মেদিনীপুর নিবাসীরা জানিতে পারিয়াছিলেন যে আমার স্নায়ুদৌর্ব্বল্য পীড়া আরোগ্য হইবার আশা না থাকাতে আমি আর মেদিনীপুর ফিরিয়া যাইব না, শীঘ্র পেন্‌সন্‌ লইব। ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহারা সভা করিয়া আমাকে এক অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করেন। তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু

মহাশয়েষু।

মহাত্মন্‌—

আপনি ১৮৫১ খৃঃ অব্দে অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। তদবধি প্রায় ১৭।১৮ বৎসর ঐ কার্য্যোপলক্ষে এখানে অবস্থান করেন। আপনি এই দীর্ঘকাল মেদিনীপুর উজ্জ্বল ও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

আপনি এ প্রদেশের যে উপকার, যাদৃশী উন্নতি এবং তন্নিমিত্ত যতদূর যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা আমরা গণনা করিয়া শেষ করিতে পারিব না। আপনি আপনার পদের কার্য্য যেরূপ উৎকৃষ্টরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহাতেই এ স্থানের মহোপকার সাধিত হইতেছে। আপনার আগমনের পূর্ব্বে এখানকার গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী বিদ্যালয় অতি হীন অবস্থায় ছিল। তৎকালে ছাত্রসংখ্যা অশীতি এবং শিক্ষক কেবল ছয়জন মাত্র ছিলেন। তখন ইহাতে অতি সংকীর্ণ শিক্ষা প্রদত্ত হইত। এমন কি প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা ফোর্থ নম্বর রীডর পাঠ করিত। কিন্তু আপনার আগমনের সঙ্গে

সঙ্গেই ইহার উন্নতি হইতে লাগিল। আপনি যে বৎসর আগমন করিলেন সেই বৎসরেই দুইটি ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। অনন্তর দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ ছাত্রসংখ্যা তিন শতেরও অধিক এবং ইংরাজী শিক্ষক নয়জন ও পণ্ডিত দুইজন হইলেন। আপনার সময়ে বহু ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বস্তুতঃ আপনি বিদ্যালয়টিকে সম্যক উন্নত করিয়া এদেশে জ্ঞান ও সুনীতির বহুল বিস্তার সাধন করিয়াছেন।

আপনি ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন মাত্রেই আপনার সমুদায় চিন্তা বিনিয়োজিত করিয়া নিরস্ত হন নাই। যত প্রকারে মেদিনীপুরের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন হইতে পারে, তৎসমুদায়ের উপায় উদ্ভাবনে আপনি নিয়ত যত্নশীল থাকিতেন। এবং যাহাতে সেই সকল উপায় ফলোপধায়ী হয় তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেন।

অত্রত্য বালিকা বিদ্যালয় আপনার প্রস্তাব ও যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রমিক বিদ্যালয় আপনার উৎসাহ ও যত্নের পরিচয় প্রদান করিতেছে। সুরাপান নিবারিণী সভাও আপনারই ঐকান্তিক যত্নের ফল। সাধারণ পুস্তকালয়ের প্রারম্ভাবধি আপনি ইহার সম্পাদক ছিলেন এবং সমধিক যত্ন ও উৎসাহসহকারে ইহার রক্ষা ও উন্নতিসাধন করিয়াছেন। আপনি এখানে ব্রাহ্মবিদ্যালয়, ডিবেটিং ক্লাব, মিউচুয়েল ইম্‌প্রুভমেণ্ট্‌ সোসাইটী, জ্ঞানদায়িনী, জাতীয় গৌরব সম্পাদনী প্রভৃতি অনেকগুলি সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই সকল সভাতে এখানকার অনেক লোক একত্রিত হইয়া পরস্পরের চেষ্টা ও আপনার মহার্থপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দ্বারা অনেক উপকার লাভ করিয়াছেন।

আপনি মেদিনীপুরে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনা করিয়া কতই কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। তথাচ আপনার অপ্রতিহত যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা এখানে ব্রাহ্মসমাজ পুনরুজ্জীবিত, সমাজমন্দির প্রতিষ্ঠিত, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত ও বিস্তৃত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন আপনার অবস্থানকালে মেদিনীপুরে যে সকল সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে—রাজভক্তি বা দেশানুরাগের যে সকল উৎকৃষ্ট চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়াছে—উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষ বা গত দুর্ভিক্ষকালে অথবা

তাদৃশ অন্যান্য সময়ে মেদিনীপুরের অন্নরাশি ও অর্থের যে সার্থকতা হইয়াছে, সে সমস্ত কেবল আপনারই উৎসাহ, যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা সম্পাদিত। মেদিনীপুরের সমুদায় শুভকর কার্য্যে আপনি মূল ও মস্তক স্বরূপ ছিলেন।

এই সকল হিতানুষ্ঠান দ্বারা আপনি মেদিনীপুরের যে কতদূর মঙ্গল সাধন করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আপনি মেদিনীপুরের একপ্রকার নূতন জীবন দান করিয়াছেন। আপনার আগমনাবধি মেদিনীপুর ক্রমাগত উন্নতির দিকে ধাবমান হইতেছে। কোন বিঘ্ন কোন বাধা দ্বারা তাহার গতিরোধের সম্ভাবনা নাই।

আপনি মেদিনীপুরের পরম হিতৈষী সুহৃদ্, আপনি এ স্থানকে আপনার জন্মভূমির ন্যায় ভালবাসিয়া থাকেন, মেদিনীপুরের হিতানুষ্ঠান ও হিতচিন্তা আপনার প্রিয়ব্রত। আপনি এই স্থানের শুভসাধনে জীবনক্ষেপণ সংকল্প করিয়া কত ক্ষতিই স্বীকার করিয়াছেন। এস্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া আপনি উৎকৃষ্টতর পদলাভের জন্য চেষ্টা করেন নাই। অনেক সময় উপস্থিত পদোন্নতি ত্যাগ করিয়াছেন।

আপনার গুণ ও মহত্ত্ব কেবল মেদিনীপুরেই বদ্ধ আছে, এমত নহে। আপনি যখন যেখানে অবস্থিতি করেন, সেই স্থানকে আপনার গুণমালায় ভূষিত করিয়া থাকেন এবং তত্রত্য লোকদিগের হিতানুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগের ভক্তি ও শ্রদ্ধার আস্পদ হয়েন। আপনার উপদেশবাক্য কেবল আপনার পার্শ্ববর্তী লোকেই শ্রবণ করেন না। বঙ্গভূমির সকল স্থানেই তাহার মধুর হিল্লোল প্রবাহিত হইতেছে, এবং লোকে যত্নপূর্ব্বক তৎসমুদায় অন্তঃকরণে ধারণ করিয়া তাহার অনুবর্ত্তন করিতেছে। আমাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি মেদিনীপুর নিবাসী নহেন, তাঁহারাও এখানে আসিবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আপনার গুণ-গরিমার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেবল বঙ্গদেশে কেন, উত্তরপশ্চিম পঞ্জাব প্রভৃতি ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানেও আপনার গুণগ্রাম প্রচারিত হইতেছে।

এক্ষণে আপনি মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিতেছেন। হায়! এমন সুহৃদ—এমন হিতৈষীর সমাগমে বঞ্চিত হওয়া কি দুর্ভাগ্যের বিষয়!

আপনার বিরহ যে মেদিনীপুরের কীদৃশ দুঃখাবহ ও কতদূর ক্ষতিকর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আপনার অভাবে মেদিনীপুর গৌরবের বস্তুবিহীন হইতেছে।

আজ যদি আপনি সুস্থ শরীরে কোন উন্নতপদে গমন করিতেন, তাহা হইলে আমাদের কথঞ্চিৎ ক্ষোভ ও দুঃখের শান্তি হইত। আপনি পীড়াবশতঃ কার্য্যে অক্ষম হইয়া কর্ম্ম হইতে একেবারে অবসর লইতেছেন, ইহাতে আমাদের যারপর নাই ক্ষোভ পরিতাপ হইতেছে।

আপনি এদেশের যাদৃশ উপকার ও উন্নতিসাধন করিয়াছেন, আমরা তাহার কি প্রতিশোধ দিব? তাদৃশ ঋণের কিছুতেই পরিশোধ নাই। আজ আমাদের হৃদয় সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আপনাকে প্রীতি-উপহার প্রদান করিতেছে। আপনি আমাদের এই কৃতজ্ঞতাসূচক পত্রখানি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন।

আমরা কখনও আপনাকে ভুলিতে পারিব না। আপনার সৌম্যমূর্ত্তি ও অমায়িক মধুর স্বভাব আমাদের অন্তরে জাগরূক রহিল।

জগদীশ্বর আপনাকে নীরোগ ও সুখী করুন।

মেদিনীপুর,
১৭ চৈত্র, ১৭৯০ শকাব্দ।
২৯ মার্চ্চ, ১৮৬৯ খৃঃ অব্দ। } স্বাক্ষর

শ্রীনবীনকৃষ্ণ পালিত, শ্রীচন্দ্রনাথ দেব, শ্রীভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসর্ব্বসুখ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতারিণীচরণ গাঙ্গুলী, শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরামনারায়ণ মিত্র, শ্রীযদুনাথ মল্লিক, শ্রীকৃষ্ণলাল মজুমদার, মহলহাদ্দিন মহম্মদ, শ্রীকালীনাথ মজুমদার, শ্রীনবীনচন্দ্র নাগ, শ্রীনীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামাচরণ দাস, শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীঈশানচন্দ্র সিংহ, মহম্মদ আলি, শ্রীপ্যারীমোহন মিত্র, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দে, শ্রীনবকুমার বসু, শ্রীঈশানচন্দ্র বেরা, শ্রীরাধাশ্যাম বাগ, শ্রীঅযোধ্যালাল পাল, শ্রীব্রজনাথ দাস দত্ত, শ্রীশ্যামাচরণ রায় চৌধুরী, শ্রীজগন্মোহন মাইতি, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীজগৎবল্লভ জানা, শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশিবচন্দ্র পাল, শ্রীআনন্দলাল সিংহ, শ্রীত্রৈলোক্যনাথ নন্দী, শ্রীরঘুনাথ দে, আবদুর রব,

শ্রীঅভয়চরণ বিশ্বাস, শ্রীইন্দ্রনারায়ণ মারীক, চৌধুরী খয়রাত আলি, শেকের উল্লা, শ্রীগোপালচন্দ্র বসু, শ্রীঅভয়চরণ বসু, শ্রীহৃদয়নাথ দাস, আবদুল বাসত, শ্রীশম্ভুনাথ মিত্র, শ্রীজয়গোপাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরমানাথ তর্কবাগীশ, শ্রীনবকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীমোজাহার হক, শ্রীকৃষ্ণকিশোর আচার্য্য, শ্রীদীনবন্ধু দত্ত, শ্রীগঙ্গাধর আচার্য্য, শ্রীগোঁসাইদাস দত্ত, শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনীলকমল দে, শ্রীশ্যামসুন্দর দাস, শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার, শ্রীকেদারনাথ দাস, শ্রীরামেশ্বর নাথ, শ্রীদুর্গানায়ণ বসু, শ্রীরামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউদয়চাঁদ পাইন, শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র, শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত, শ্রীরাধামাধব দত্ত, শ্রীহেমাঙ্গচন্দ্র বসু, শ্রীঈশানচন্দ্র বসু, শ্রীবাবুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়, শ্রীকরালীচরণ দে, শ্রীরামদাস মজুমদার।

উপরিলিখিত ৭৪টি নাম ব্যতীত আর ৯১টি নাম লিখিত আছে।

আমি এই অভিনন্দনপত্রের নিম্নলিখিত উত্তর দিই।

মান্যতম

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ পালিত

সভাপতি মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

অতি সমাদরে আপনাদিগের প্রেরিত অভিনন্দন পত্রখানি গ্রহণ করিলাম। উহা আমার নিকট হীরক ও স্বর্ণ অপেক্ষা মূল্যবান।

মেদিনীপুর যাইয়া ৪।৫ বৎসর পরে সিপাহীদিগের বিদ্রোহের পূর্ব্বে আমার কোন বিশিষ্ট রাজকার্য্য পাইবার সুযোগ হইয়াছিল, কিন্তু যদি মেদিনীপুর হইতে শীঘ্র বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনাদিগের বর্ত্তমান অমূল্য অভিনন্দন হইতে বঞ্চিত হইতাম তাহা হইলে তাহা আমার পক্ষে অপরিসীম ক্ষতির বিষয় হইত।

অতি সমাদরে আপনাদিগের প্রেরিত অভিনন্দন পত্রখানি গ্রহণ করিলাম। কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না, তাহা ক্ষুব্ধচিত্তে গ্রহণ করিলাম।

আমি বেশ বুঝিতেছি যে মেদিনীপুরের উপকার করিয়াছি, কিন্তু

আপনারা যত মনে করিতেছেন তত করি নাই। আমার কার্য্য সকল আপনাদিগের স্নেহের চক্ষে বর্ধিতাকারে দৃষ্ট হইতেছে। বিশেষতঃ আপনাদিগের ন্যায় মহৎ অন্তঃকরণ সুহৃদগণের সহযোগিতা প্রাপ্ত না হইলে আমি কিছুই করিতে পারিতাম না, অতএব আপনারাই অধিক পরিমাণে আপনাদিগের প্রেরিত অভিনন্দনপত্রোক্ত প্রশংসাবাদের অধিকারী।

আপনারা কখনই এমত মনে করিবেন না যে আপনাদিগের সৎ অনুষ্ঠানের ফল কেবল মেদিনীপুরেই বদ্ধ হইয়া আছে। আমরা যখন সংকীর্ণ গৃহে অস্পষ্ট বর্ত্তিকার আলোকে জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী সভার কার্য্য করিতাম তখন আমরা স্বপ্নেও মনে করি নাই যে, তাহা হইতে চৈত্র (হিন্দু) মেলারূপ বৃহৎ ব্যাপার সম্ভূত হইবে। মেলার ভাবটি নূতন, তাহা আমাদিগের মনে উদিত হয় নাই, কিন্তু মেলা সংস্থাপক মহাশয় তৎ-সংস্থাপন কার্য্যে আমাদিগের প্রকাশিত "Prospectus of a Society for the promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal" প্রস্তাব দ্বারা যে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন ও তাহা হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মেলায় কোন কোন বিষয়ে ঐ প্রস্তাব অনুসারে অবিকল কার্য্য হইয়া থাকে ইহা তিনি স্বীয় ঔদার্য্য ও মহত্ত্ব গুণে অবশ্য স্বীকার করিবেন।

ইহা আমার পক্ষে অল্প দুঃখের বিষয় নহে যে, যে মেদিনীপুরকে কোন প্রলোভন আমাকে পরিত্যাগ করাইতে সমর্থ হন নাই, তাহা পীড়া-বশতঃ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি, কিন্তু কি করা যায়। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমরা ভাবি একরূপ, হয় অন্যরূপ। তাঁহার সংগে কে পারিবে বলুন? তাঁহার ক্রোড়ে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক শয়ান থাকিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চেষ্টা করিতেছি।

কে জানে ঈশ্বর ইচ্ছায় এমন হইতে পারে যে মেদিনীপুরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আপনাদিগের প্রীতিপূর্ণ আনন দর্শন করিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতে পারি ও পুনরায় আপনাদিগের সহিত একত্রে সহবাসের অনুপম সুখসম্ভোগ করিতে পারি।

মেদিনীপুরে আমার জীবনের সার ও সুখময় অংশ অতিবাহিত

হইয়াছে। আমি লোকের নিকট নিজ গ্রাম "বোড়ালের রাজনারায়ণ বসু" বলিয়া পরিচিত নহি, "মেদিনীপুরের রাজনারায়ণ বসু" বলিয়া পরিচিত। মেদিনীপুরে আমার মন পড়িয়া রহিয়াছে। মেদিনীপুরের সুপ্রসিদ্ধ সুন্দর রক্তিমবর্ণ রাজমার্গ ও তাহার নিকটস্থ গিরি উপবন ও স্রোতস্বতী যে তাহাকে আমার চক্ষে রমণীয় করিয়াছে এমত নহে; আপনাদিগের সুহৃদগণের স্নেহেই তাহা আমার চক্ষে রমণীয় করিয়াছে। আমি যেখানে থাকি না কেন, মেদিনীপুরের কুশলবার্ত্তা, আপনাদিগের কুশলবার্ত্তা ও তথাকার ব্রাহ্মসমাজের ও বিদ্যালয়সমূহের কুশলবার্ত্তা আমার মনকে যেমন আহ্লাদিত করিবে এমত আর অন্য কিছু করিতে পারিবেক না। আমার সকল স্থানের সুহৃদগণকে বলা আছে যে যদি মেদিনীপুরে আমার মৃত্যু না হয় তবে ঐ ঘটনার পরে আমার ভস্মসাৎ শরীর তথায় প্রেরিত হইবে ও আমাদের দেশের কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকদিগের সমাধিমন্দিরের ন্যায় গোপগিরির উপরিস্থিত এক সমাধিমন্দিরে তাহা রক্ষিত হইবে ও সমাধিমন্দিরের উপর আমার জন্ম ও মৃত্যু শক এবং আমার বক্তৃতা হইতে দুই চারিটি বাক্য লিখিত থাকিবে।

আপনাদিগের যেরূপ বিশ্বাস যে মেদিনীপুরের উন্নতি আর প্রতিহত হইবার নহে, আমারও সেইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস। বিশেষতঃ আপনাদিগের ন্যায় লোকদিগের মধ্যে একজনও লোক সেখানে থাকিতে যে তথাকার উন্নতি বন্ধ হইবে এমন আমি কখনই মনে স্থান দিতে পারি না।

আমার মূর্ত্তি যেমন আপনাদিগের মনে জাগরূক রহিয়াছে তেমনি আপনাদিগের প্রীতিপূর্ণ আনন আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

ঈশ্বর আপনাদিগের আত্মাতে নিয়ত বিরাজ করুন ও আপনাদিগকে সর্ব্বদা আনন্দে রাখুন! ইতি—

(স্বাক্ষর) আপনাদিগের বশম্বদ
ভৃত্য ও স্নেহশীল সুহৃদ
শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

আমার সমাধিমন্দিরে আমার বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত বাক্য কয়েকটী লিখিত থাকিবে।

"প্রীতি অধ্যাত্মযোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্য্যের জীবন, প্রীতি ধর্ম্ম-

প্রচারের একমাত্র উপায়।" "স্বদেশী লোকের মন বিদ্যাদ্বারা আলোকিত ও সুশোভিত হইবে, অজ্ঞান ও অধর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, জ্ঞানামৃত পান ও যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে এবং জাতীয় ভাব রক্ষাপূর্ব্বক সভ্য ও সংস্কৃত হইয়া মনুষ্যজাতিসমূহের মধ্যে গণজাতি হইবে এই মহৎ কল্পনা সুসিদ্ধ করিবার চেষ্টায় যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করতঃ সেই ব্যক্তি কি আনন্দিত থাকেন।"

উল্লিখিত অভিনন্দন পত্র ব্যতীত মেদিনীপুরবাসীরা আমাকে নগদ ৭০০, সাতশত টাকা ও অনেক ব্যয়ে আমার জন্য এক বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সে বাটী এখনও আমার আছে। বঙ্গদেশের অন্য কোন জেলার প্রধান শিক্ষকের প্রতি সেই জেলার নিবাসীরা এইরূপ ব্যবহার করিয়াছে কি না আমি জানি না। আমি মেদিনীপুরবাসীদিগের নিকট যে কত কৃতজ্ঞ তাহা আমি বলিতে পারি না। ঈশ্বর তাহাদিগকে চিরকাল কুশলে রাখুন। ইহা বলা আবশ্যক যে উক্ত বাটী নির্ম্মাণ জন্য দুই হাজার টাকার অধিক ব্যয়ের মধ্যে পূজনীয় দেবেন্দ্র বাবু সহস্রমুদ্রা আনুকূল্য করেন।

আমি যখন কানপুরে অবস্থিতি করিতেছিলাম তাহার পূর্ব্বে বাবু কেশবচন্দ্র সেন আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছিলেন। কানপুরে অবস্থিতিকালে আদি ব্রাহ্মসমাজ ও কেশব বাবুর স্থাপিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এই দুয়ের মধ্যে বিলক্ষণ বিরোধ চলিতেছিল। আমার অবস্থিতিকালে কেশব বাবুর দলের প্রচারকদিগের সর্ব্বদা গমনাগমন হইত। কানপুরের ব্রাহ্মেরা আমাকে বলিলেন যে পূর্ব্বে তাঁহার দলের প্রচারকেরা এত সর্ব্বদা কানপুরে আসিতেন না, ক্বচিৎ কখন আসিতেন। এরূপ পুনঃ পুনঃ আগমন সত্ত্বেও কানপুরের ব্রাহ্মদিগকে আদি ব্রাহ্মসমাজের মতে অনেক পরিমাণে আমি আনিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রণালী আমি সর্ব্বোত্তম জ্ঞান করি। সুমহৎ বেদ বেদান্ত অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা উচিত। এমন সময়ে কেশব বাবু এলাহাবাদে আইলেন, কানপুরের ব্রাহ্মেরা তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেন, তথা হইতে কানপুরে ফিরিয়া আসিলে পর তাঁহাদের ভিন্ন ভাব দেখিলাম। একদিন সমাজের দিবস উপাসনা কার্য্যের ভার কানপুরের কোন ব্রাহ্মের প্রতি সমর্পিত হয়। তিনি উপদেশের সময় আমার প্রতি কটাক্ষ

করিয়া বলিলেন যে, আমি তাঁহাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতেছি। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে উপদেশের সময় এরূপ কটাক্ষ বিলক্ষণ চলিয়া থাকে; বিশেষতঃ ঐ বিরোধের সময় খুবই চলিত। আমার প্রতি কানপুরের ব্রাহ্মদিগের এই প্রকার ব্যবহারের বিষয়ে কানপুরস্থ একমাত্র আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মৌলিক মহাশয়ের সহিত কথা হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "আপনি ইহাদিগকে আদি ব্রাহ্মসমাজের মতে আনাতে আমি প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিলাম; তৎপরে মনে করিলাম যে প্রচারকদিগের বশীকরণ শক্তি আছে, তন্নিবন্ধন আপনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইঁহাদিগকে আপনি কোন মতে দুরস্ত করিতে পারিবেন না।" ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় কানপুরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনের অব্যবহিত পর সমাজের দিবস ব্রাহ্মের পর ব্রাহ্ম আসিয়া বলিলেন, "আজ আপনাকে অবশ্য সমাজে যাইতে হইবে।" আমি মনে করিতে লাগিলাম "যে অন্য দিন অপেক্ষা আজ দূতের পর দূত কেন আসিতেছে, আজ কারখানাটা কি?" সেই দিন উপাসনার পর গৌরগোবিন্দ ব্রহ্ম প্রতিপাদক-শ্লোক-সংগ্রহ অন্তর্গত বাইবেল ও কোরান হইতে উদ্ধৃত প্রায় সকল বচন পাঠ করিয়াছিলেন। কানপুরের ব্রাহ্মেরা মনে করিয়াছিলেন যে ঐ সকল ম্লেচ্ছ ধর্ম্মগ্রন্থের বাক্য শ্রবণ করিয়া কাণে আঙগুল দিয়া গায়ত্রী মন্ত্র মনে মনে জপ করতঃ সমাজ হইতে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যাইব। তৎপরে সমাজ ভঙ্গ হইলে যখন তাঁহাদিগকে বলিলাম আমি নিজে বাইবেল ও কোরান হইতে সার সংগ্রহ করিয়াছি তখন তাঁহাদিগের ভ্রম দূরীকৃত হইল। 'হিন্দু থীষ্টস্ ব্রাদার্লি গিফ্‌ট'-এর দ্বিতীয় ভাগ স্বরূপ আমার সঙ্কলিত বাইবেলের সার সংগ্রহ ছাপাইবার ভার আমার জামাতা শ্রীমান কৃষ্ণকুমার মিত্রের প্রতি অর্পিত আছে। উহা ঠিক যেন 'হিন্দু থীষ্টস্ ব্রাদার্লি গিফ্‌ট'-এর ন্যায় দেখিতে হয় এই আমার অনুরোধ। কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কানপুরে আইলেন। তাঁহার আগমনের অব্যবহিত পর যে উপাসনা হয় তাহাতে কানপুরের গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার অক্ষয়কুমার দেকে লইয়া উপস্থিত হইলাম। সেদিন এমন এক দৃশ্য দেখিলাম যাহা আর ব্রাহ্মসমাজে পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। উপাসনার পরে প্রত্যেক ব্রাহ্ম মজুমদার মহাশয়ের পা ধরিয়া কেহ বলিলেন, "প্রভু, আমাকে পরিত্রাণ

করুন", কেহ বলিলেন, "আমার হয়ে দুটো কথা ঈশ্বরকে বলিবেন।" তাহার পর অপেক্ষাকৃত কম বয়সের ব্রাহ্ম আচার্য্যের পা ধরা হইল, স্থবির ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বাবুর পা ধরা হইল না ইহা অনুচিত কার্য্য হইয়াছে ইহা মনে করিয়া ব্রাহ্মেরা আমার পা ধরিতে আইলেন। আমি "এমন করিতে নাই, এমন করিতে নাই" বলিয়া বসিয়া বসিয়া পিছু হাঁটিতে লাগিলাম। ডাক্তার অক্ষয়কুমার দে আমার ভাব দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে লাগিলেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও বক্তৃতার সময় আমার প্রতি বিলক্ষণ কটাক্ষ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইলাম। এইরূপ ব্রাহ্মসমাজে নরপূজার আবির্ভাব দেখিয়া আমি তাহার বিপক্ষে ব্রাহ্মিক এড্ভাইস, কশান্ এ্যান্ড হেল্প' নামক একটি পুস্তিকা রচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। কানপুরের ব্রাহ্মরা এই কথা শুনিয়া আমাকে তাহার রচনা হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন, "আপনি পূর্ব্বে যেমন প্রীতি বিষয়ে বক্তৃতা লিখিতেন তাহাই লিখুন, ঝগড়ার বই লেখেন কেন?" আমি বলিলাম, "তোমরা অতি সরল ব্যক্তি, কোন কোন প্রচারক তোমাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতেছেন, তাহা তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না। যখন ব্রাহ্ম-সমাজে নরপূজা প্রবেশ করিতেছে তখন আমি তাহার বিপক্ষে না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না।" ঐ 'ব্রাহ্মিক এ্যাড্ভাইস, কশান এ্যান্ড হেল্প' পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি কানপুরের একজন ব্রাহ্মকে নকল করিতে দিই, তিনি নকল না করিয়া উহা আমাকে ফেরৎ দেন। তিনি উহা নকল করা অধর্ম্মের কাজ মনে করিলেন। যেদিন কানপুর ত্যাগ করিয়া এলাহাবাদে আসিব, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বদিনে ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে বেড়াইবার সময় যাঁহাকে নকল করিতে দিয়াছিলাম তিনি অনুতাপদগ্ধ হইয়া আমার নিকটে আসিয়া, অন্য ব্রাহ্ম শুনিতে না পায়, খুব মৃদুস্বরে আমাকে বলিলেন, "আমায় পুনরায় সেই পাণ্ডুলিপি দিন, আমি একদিনের মধ্যে নকল করিয়া দিব"; আমি বলিলাম, "আর নকল করিতে হইবে না, আমি শীঘ্র এলাহাবাদে যাইতেছি, তথায় গিয়া উহা চারুচন্দ্র মিত্রের দ্বারা নকল করাইয়া লইব"। আমি এলাহাবাদে আসিয়া ঐ পুস্তক ছাপাই। ১৮৬৮ সালে পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে এলাহাবাদে আসি। কানপুরে আট মাস অবস্থিতি করিয়াছিলাম। যে কয়েক মাস

কানপুরে অবস্থিতি করিয়াছিলাম তথাকার ব্রাহ্মেরা প্রথমে অন্তরের সহিত ও পরে বাহ্যে আমার প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আমার শরীর ও বাসের স্বচ্ছন্দতার প্রতি অত্যন্ত দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

এলাহাবাদে ১৮৬৮ সালের পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে আসি। আসিয়া শুনিলাম যে কানপুরের ব্রাহ্মদিগকে পদধূলি না দেওয়াতে আমার বিলক্ষণ অপযশ হইয়াছে। এই সময়ের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরস্পরের পদধূলি লওয়ার প্রথা এমনি প্রবল হইয়াছিল যে, পা বাঁচান মুস্কিল ছিল। কোন বিশেষ ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবশতঃ কচিৎ কখন পদধূলি লইলে তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু উহাকে ধর্ম্মের একটী অঙ্গ করার প্রতি আমরা বিশেষ আপত্তি আছে। এই সময়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মধ্যস্থবাদ ও অবতারবাদ বিলক্ষণ প্রবল হইয়াছিল। কেশব বাবু যখন সিমলায় যান তখন মুঙ্গের হইয়া যান, তথায় তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার অবতারত্ব ঘোষণা করেন। প্রথমে সেই স্থানে তিনি অবতার হয়েন। তাঁহার শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন যে "ভক্তির স্রোত আমি বন্ধ করিতে চাহি না"। এই সময়ে দেবেন্দ্র বাবু পঞ্জাবস্থিত কোন পর্ব্বতনিবাস হইতে কলিকাতা যাইবার পথে এলাহাবাদে আসিয়া বিখ্যাত বাবু নীলকমল মিত্রের অতিথি হইয়া কিছুদিন তাঁহার আলয়ে অবস্থিতি করেন। একদিন তাঁহার সহিত কেশব বাবুর অবতারত্ব বিষয়ে আমার কথোপকথন হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "অবতার পদের প্রতি কেশব বাবুর কেন লোভ হইল বুঝিতে পারি না, আমাদের দেশে মাছও অবতার, কচ্ছপও অবতার"। কেশব বাবু ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে সিমলার ফেরতা এলাহাবাদে আসিয়াছিলেন। তিনি যেদিন এলাহাবাদ ছাড়েন সেদিন এলাহাবাদ ষ্টেশনের প্লাটফরমে (Platform এ) কেশব বাবুর শিষ্যদিগের দ্বারা তাঁহার ও পরস্পরের পদধূলি লইবার যেরূপ ধূম পড়িয়া যায় তাহা দেখিয়া সাহেব ষ্টেশন মাষ্টার অবাক হইয়াছিলেন। আমি এলাহাবাদে দশ মাস অবস্থিতি করি। ঐখানে আমার দুইটি পুস্তিকা ছাপাই—একটির নাম 'ব্রাহ্মিক কোয়েশ্চনস্ অফ্ দি ডে', অপরটির নাম Brahmic Advice, Caution and Help। Brahmic Advice, Caution and Help প্রকাশিত হওয়াতে কেশব বাবুর শিষ্যদিগের

মধ্যে বিলক্ষণ আন্দোলন হয়। তাঁহারা Indian Mirror পত্রিকায় ঐ পুস্তিকার সমালোচনা করেন এবং এই উপলক্ষে বিলক্ষণ দাম্ভিকতা প্রকাশপূর্ব্বক আমাকে গালাগালি দেন। তাঁহারা উক্ত সমালোচনাতে লিখিয়াছিলেন যে "ঐ পুস্তক আদবেই সমালোচনার যোগ্য নয় তবে অনুগ্রহ করিয়া সমালোচনা করা গেল"। এলাহাবাদে এই সময়ে দুইটি ব্রাহ্মসমাজ ছিল, একটি কেশববাবুদিগের আর একটি বাবু নীলকমল মিত্রের। দেবেন্দ্র বাবু নীলকমল বাবুর সমাজ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে "উহা উভয় আকৃতি প্রকৃতিতে কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজের ন্যায়"। আমি ঐ সমাজে প্রতি সপ্তাহে উপাসনা করিতাম ও উপদেশ প্রদান করিতাম। ধর্ম্মজগতে রিপু-সকল ছদ্মবেশ ধরিয়া প্রবেশ করে এই বিষয় যে বক্তৃতায় লেখা আছে তাহা এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজে করি। নীলকমল বাবুর বাটীর নাম লালকুঠী, এই লালকুঠীতে দুই দলের ব্রাহ্ম ডাকিয়া একদিন বক্তৃতা করিয়াছিলাম। এলাহা-বাদ অবস্থিতিকালে আমি শিক্ষাবিভাগ হইতে একেবারে অবসৃত হইয়া পেন্সন্ লই। ১৮৬৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে আমার পেন্সন্ আরম্ভ হয়। নীলকমল বাবু এলাহাবাদের সার্জ্জন জেনারল ডাক্তার গ্রেহাম Graham সাহেবকে বলিয়া পেন্‌সন্ জন্য সার্টিফিকেটের যোগাড় করিয়া দেন। যেদিন নীলকমল বাবু আমাকে সার্জ্জন জেনারেলের কাছে লইয়া যান সেদিন তাঁহার বাটীর একটি ঘরে আমাকে বসাইয়া তিনি ভিতরে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। দুইজনে যে কথা হইতেছিল তাহার মধ্যে দুই-এক কথা আমি এ ঘর হইতে শুনিতে পাইলাম। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিকলাঙ্গ ব্যক্তিটি কোথায়?" নীলকমল বাবু উত্তর করিলেন, "পাশের ঘরে"। তাহার পরে আমি যে ঘরে আছি সেই ঘরে সাহেব আসিয়া আমার চোগা খুলিতে বলিলেন, এবং তৎপরে আমার পীঠ ঠক্ ঠক্ করিয়া ও অন্যান্য প্রকারে আমার শরীর পরীক্ষা করিলেন। মাথা ঘোরা, বুক দুড়্ দুড়্ ইত্যাদি রোগের লক্ষণ সকল বলিলাম। যখন মাছি ও আগুনের ফিন্‌কী দেখিবার কথা বলিলাম তখন তিনি বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি বড় বেশি দেখেন।" ইহাতে আমি মনে করিলাম যে তিনি সার্টিফিকেট দিবেন না কিন্তু পরে সার্টিফিকেট দিলেন।

তাঁহার অব্যবহিত অধস্তন ডাক্তার ডিলন আমার Brahmic Advice, Caution and Help পড়িয়া অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন।

আমি যে কয়েক মাস এলাহাবাদে অবস্থিতি করিয়াছিলাম নীলকমল বাবু ও তাঁহার পুত্র চারুচন্দ্র আমার সম্যক প্রকারে উপকার সাধন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমি চিরকাল তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। আমি চারুকে আপনার পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করি। নীলকমল বাবু আমাকে একবার লিখিয়াছিলেন যে, "চারু আপনাকে আমার চেয়েও বেশি ভালবাসে এবং শ্রদ্ধা করে।" চারু নিজ ব্যয়ে আমার বক্তৃতার দ্বিতীয় ভাগ ছাপাইয়া দেন। আমি এলাহাবাদ সমাজে যে সকল বক্তৃতা করিতাম চারু তাহার নোট লইয়া পরে তাহা সম্পূর্ণ আকারে লিখিতেন।*

এলাহাবাদে আমার পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি হয়। সেই বৃদ্ধির কারণ কোন অতি প্রসিদ্ধ ডাক্তারের ব্যবস্থানুসারে জিংক অক্সাইড সেবন। ঔষধ সেবনে কোথায় পীড়ার উপশম হইবে তাহা না হইয়া তাহা বৃদ্ধি হইল। অনেক স্থলে এইরূপ হইয়া থাকে। প্রথমবারে যখন আমি ভাগলপুরে যাই তখন তথায় অল্পদিন অবস্থিতি করিয়াছিলাম। তাহাতে স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষ কোন ফল পাই নাই। এলাহাবাদে পীড়া বৃদ্ধি হওয়াতে আমি মনে করিলাম ভাগলপুরে অধিক দিন অবস্থিতি করিয়া কি ফল পাওয়া যায় তাহা দেখি। এলাহাবাদ ষ্টেশনে চারুর নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় মনে অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। ভাগলপুরে আসিয়া রামতনু বাবুর বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় চারি মাস থাকি। কিন্তু আমার অবস্থিতির ফল বিপরীত হইল। ভাগলপুরে আমার পীড়া যেমন বৃদ্ধি হইয়াছিল এমন আর কোন স্থানে হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ তথাকার আগা সাহেব নামক পারস্য দেশীয় বণিক ও হকিমের ঔষধ সেবন। মাথা ঘোরা, বুক দুড়্ দুড়্ ও অমূলক ভয় ও সন্দেহ এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলাম। ভাগলপুরে চারি মাস থাকিয়া ইংরাজী ১৮৬৯ সালে পূজার পূর্ব্বে কলিকাতায় আসি। কলিকাতায় বিখ্যাত রমানাথ কবিরাজের চিকিৎসায় অনেক আরাম প্রাপ্ত হই। রমানাথ কবিরাজ

*চারু এক্ষণে মাননীয় চারুচন্দ্র মিটার হইয়াছেন। ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৫।

অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একবার আমাকে বলিয়াছিলেন যে "বড়লোকের সবই বড়, গুণও যেমন বড় দোষও তেমন বড়।" এই কথা সকল বড়লোকের পক্ষে না খাটুক, কোন কোন বড়লোকের পক্ষে খাটে বটে। আমি কলিকাতায় ইংরাজী ১৮৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ইংরাজী ১৮৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত থাকি। এই সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বক্তৃতা করি।—

(১) 'ব্রাহ্মধর্ম্ম কি এই প্রশ্নের জবাব' নামক বক্তৃতা। তারিখ—
(২) হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা। বক্তৃতার তারিখ—
(৩) সেকাল একাল। বক্তৃতার তারিখ—
(৪) ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক অভাব। বক্তৃতার তারিখ—
(৫) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। বক্তৃতার তারিখ—

এবং নিম্নলিখিত পুস্তিকা সকল প্রণয়ন করিঃ—

(১) 'আদি ব্রাহ্মসমাজ, ইহার মত ও নীতি'। প্রকাশের বৎসর—
(২) 'থীষ্টিক টলারেশন এ্যান্ড্ ডিফিউজন অফ্ থীজম্'। প্রকাশের বৎসর—
(৩) 'আদি ব্রাহ্মসমাজ এ্যাজ এ চার্চ'। প্রকাশের বৎসর—
(৪) 'সায়ান্স অফ রিলিজন'। প্রকাশের বৎসর—

'ব্রাহ্মবাদ কি' নামক পুস্তিকা আমার বান্ধবী মিস্ শার্প দ্বারা বিখ্যাত ইংরাজ ব্রহ্মবাদী রেভারেন্ড চার্লস্ ভয়সি সাহেবকে উপহার স্বরূপ পাঠাই। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন—"বসু বাবুর এই ভাষণ পড়িয়া আমি অনাবিল আনন্দ পাইয়াছি। ইচ্ছা করিতেছে যদি সময় থাকিত তাহা হইলে যাহা যাহা অনুভব করিতেছি তাহা বলিতাম। ইহা অপরূপ সত্য এবং জ্ঞানগর্ভ।" বিখ্যাত ব্রহ্মবাদী নিউম্যান সাহেব ঐ পুস্তিকা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে পুস্তিকাটির ভাব ও উদ্দেশ্য আদ্যন্ত সুন্দর এবং উৎসাহ উদ্রেককারী। লেখককে আমার গভীর সহানুভূতি জানাই।" আমার উক্ত পুস্তিকায় ব্রাহ্মধর্ম্ম কি বর্ণনা করিয়া পরিশেষে কেশব বাবুর কতকগুলি মত লইয়া বিচার আছে। ঐ বিচারাংশ পরিত্যাগ

করিয়া ঐ পুস্তিকা আমার পরম বন্ধু ও হিতৈষী রেভারেণ্ড চার্লস ভয়সি সাহেব কর্ত্তৃক লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। 'হিন্দু থীষ্টস্ ব্রাদার্লি গিফ্‌ট্ টু ইংলিশ থীষ্টস্' এই নামে আমি উহা তথায় ছাপাই। ভয়সি সাহেব এই পুস্তিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।—

"I have read with the deepest satisfaction your essay on Theism. It might be called a marvel of English composition, so happy have you been in the selection of words and so admirably clear in expressing your thought. I believe it will command the assent of all Theists, though here and there on minor points there would be a slight difference of opinion. * * * * Now my dear friend, will you at once send me your *photograph?* I want to place you in my gallery along with Theodore Parker, Professor Newman and Miss Cobbe. But you are a *truer theist* than any of them except Newman."

"ঈশ্বরবাদের উপর আপনার রচনাটি গভীরতম সন্তোষের সহিত পাঠ করিয়াছি। ইহাকে ইংরাজী রচনার এক বিস্ময়কর নিদর্শন বলা যাইতে পারে। কি শব্দচয়ন, কি চিন্তার প্রাঞ্জল প্রকাশভঙ্গী—সব কিছুই অনবদ্য। আমি বিশ্বাস করি যে, সকল ঈশ্বরবাদীই ইহা অনুমোদন করিবে। তবে স্থানে স্থানে আপনার সহিত সামান্য মতানৈক্য দেখা দিতে পারে।.........এখন বন্ধুবর, আপনি কি অবিলম্বে আপনার একখানি ফটো পাঠাইয়া দিতে পারিবেন? আমি আপনাকে সেই আসনের মর্যাদা দিতে চাই যেখানে আছেন থিওডোর পার্কার, অধ্যাপক নিউম্যান এবং মিস্ কব। কিন্তু এক নিউম্যান ব্যতীত আপনি উঁহাদের প্রত্যেকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরবাদী।" কেবল ভয়সি সাহেব নহেন বিলাতের অনেক ধর্ম্মপত্রিকা উহার প্রশংসা করিয়াছেন। "দি ট্রুথ স্পীকার" বলেন—

"One of the best expositions of Theism we have yet seen; full of clear thought and fine feeling. We are pro-

mised 'Theistic Selections from the Bible' and hope to see it as an instalment of a much needed work."

"ঈশ্বরবাদের এমন ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে চোখে পড়ে নাই। উচ্চস্তরের ভাববস্তু এবং প্রাঞ্জল চিন্তায় ইহা সমৃদ্ধ। আমরা "থীষ্টিক সিলেক্‌শন্‌স ফ্রম দি বাইবেল"-এর প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি এবং আশা করি অতি প্রয়োজনীয় গবেষণার প্রথম কিস্তি হিসাবে ইহা আমাদের মনোহরণ করিবে।"

"দি ইন্‌কয়্যারার" বলেন—

"We welcome this little gift from a cultured and spiritually minded Hindu Theist and would assure the author that we have read it with unqualified approval. * * * * The essay before us presents Theism in its purest and highest form, stripped of the legends and superstitions which degrade and deform more or less all the great historical religions of the world. * * * * Our own Christianity embraces the noblest sentiments contained in the essay. With its spirituality, its catholicity, its high and pure morality, its universalism, we are in full sympathy." After quoting a passage from the book the reviewer remarks—"These are true and noble sentiments. Would that the mass of mankind were ready to appreciate and receive them."

"একজন সুশিক্ষিত, ধার্মিক হিন্দু ঈশ্বরবাদীর নিকট হইতে এই ক্ষুদ্র দান পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি এবং আমরা লেখককে এই কথা জোরের সহিত জানাইতেছি যে, আমরা ইহা পড়িয়াছি এবং ইহাতে আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে। এই রচনাটি ঈশ্বরবাদের শুদ্ধতম এবং উচ্চতম রূপের পরিচায়ক। কিংবদন্তি কিংবা কুসংস্কার যাহা পৃথিবীর সকল মহৎ ঐতিহাসিক ধর্মকে বিকৃত ও অপমানিত করে তাহার ছিটেফোঁটাও নাই এই রচনায়। এই রচনায় যে শ্রেষ্ঠ ভাবগুলি আছে তাহা আমাদের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিবেই। ইহার ভাগবতধর্ম, উদার-নীতি, ইহার উচ্চ ও শুদ্ধ

নৈতিকতা এবং ইহার সার্বজনীনতার প্রতি আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে।" গ্রন্থখানি হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া সমালোচক মন্তব্য করিতেছেন, "এইগুলি সত্য এবং উচ্চস্তরের ভাব। মনুষ্যজাতি যদি এই-গুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকিত তাহা হইলে ভাল হইত।"

প্রসিদ্ধ মিস সোফিয়া ডবসন কলেট আমার এই পুস্তক সম্বন্ধে ১৮৮২ সনের ব্রাহ্ম ইয়ার বুক-এ লিখিয়াছেন—

"An earnest and well-written tract, in excellent English setting forth the doctrines of Theism, and its position in relation to other systems. Babu Rajnarain Bose writes in a very kindly spirit, and prefaces his tract with the following "Dedication." "To the Unitarians of England, whose church is growing from within, this work is inscribed by the author, in the hope that it may afford them some help, however feeble, in giving a character to their church more consonant to the spirit of Theism to which it is tending, and in the adoption of which that tendency must inevitably terminate."

"চমৎকার ইংরাজীতে লেখা এই প্রকৃষ্ট রচনাটিতে ঈশ্বরবাদের মতগুলির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য মতের সহিত ইহাদের এক তুলনামূলক বিচার করা হইয়াছে। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় অত্যন্ত বিনয়ী ব্যক্তি। তিনি এই রচনার ভূমিকায় নিম্নলিখিত 'উৎসর্গ'-টি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ

"লেখক কর্তৃক এই প্রবন্ধটি ইংলণ্ডের ইউনিটেরিয়ানদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইল (যাঁহাদের চার্চ ভিতর হইতে গড়িয়া উঠিতেছে) এই আশায় যে তাঁহারা ঈশ্বরবাদের অনুকূল প্রবণতা লইয়া যে চার্চ গঠন করিতেছেন তাহাতে কিছুটা সাহায্য হইবে, সে-সাহায্য যতই সামান্য হউক না কেন এবং তাঁহাদের এই প্রবণতা একদিন স্পষ্ট পরিণতি লাভ করিবে।'"

"সায়ান্স অফ্ রিলিজন" সম্বন্ধে 'ব্রাহ্ম পাবলিক 'ওপিনিয়ন' বলিয়াছিলেন—

"The Science of Religion has a unique interest for all Brahmos. It is, in short, their Theology. Very few Brahmos have, however, sufficiently appreciated its importance or devoted their attention to it. Within the last few months, however, Babu Rajnarain Bose has published a pamphlet containing the results of his long study and thought on the subject. We most heartily welcome this little book and hope it will be extensively read by Brahmos. We may be quite proud of it as the author has not simply borrowed from Europeans but derived some of his ideas on the subject from Sanskrit sources. Indeed, this would be quite evident from the manner in which he developes his thought and ideas on the subject, even had he not told us of it in the preface. Anything written by a man of his ability and experience deserves serious study and consideration. The work before us is full of original suggestions and acute remarks. We draw to it the attention of all thoughtful Brahmos who want to study the philosophical foundation of their religion. * * * * Like Geometry, Theology or the Science of Religion is a deductive science. The former begins with a few axioms and definitions and constructs from them by deductive reasoning the whole body of the science. The latter starts from certain anxioms known intuitively and developes by deductive reasoning the truths which are implicity contained in them. * * * *. We have briefly given above the method proposed by our author for the Science of Religion in this little book. It is not a bad one so far as it goes. It is indeed quite a

legitimate method in science and has been very fruitful as is well known in Geometry and other Deductive Sciences. Within its proper limits it could be equally fruitful in the Science of Religion. And the use made of it by our author seems to us to be quite legitimate; and the results arrived at quite reasonable and valid."

"ব্রাহ্মগণের নিকট 'সায়ান্স অফ্ রিলিজন'-এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। এক কথায় বলিতে গেলে, ইহা তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ। তবে খুব সংখ্যক ব্রাহ্মই ইহার কদর করিয়াছেন। যাহা হউক, গত কয়েক মাসে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই বিষয়ে তাঁহার সুদীর্ঘ গবেষণা ও অধ্যায়ন-লব্ধ ফল একটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এই পুস্তিকাটিকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি এবং আশা করি যে, ব্রাহ্মগণ ইহা ব্যাপকভাবে পাঠ করিবেন। আমরা এইজন্য গর্ব অনুভব করিতেছি যে লেখক মহাশয় কেবল ইউরোপীয়ানদের জ্ঞানভান্ডার হইতে কর্জ লন নাই; পক্ষান্তরে তিনি তাঁহার চিন্তার উৎস হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন সংস্কৃত সাহিত্যকে। ইহা সহজেই প্রমাণ করা যায় যদি দেখি কি ভাবে তিনি তাঁহার চিন্তা ও ধারণাগুলিকে পল্লবিত করিয়াছেন। ভূমিকায় তিনি একথা লিখিয়া না দিলেও আমরা বুঝিতে পারিতাম। যে-ব্যক্তির ভাবিবার এবং লিখিবার ক্ষমতা এইরূপ এবং যাঁহার অভিজ্ঞতা এত সুদূরপ্রসারী, আমাদের উচিত তাঁহার প্রত্যেকটি রচনা উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও অনুধাবন করা। বর্তমান রচনাটি মৌলিক প্রস্তাব ও দুরূহ মন্তব্যে পূর্ণ। চিন্তাশীল ব্রাহ্মগণ যাঁহারা তাঁহাদের ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কে পড়াশুনো করিতে চান তাঁহাদের দৃষ্টি আমরা এই পুস্তিকাটির প্রতি আকর্ষণ করিতেছি। জ্যামিতির ন্যায়, ধর্মতত্ব কিংবা ধর্মবিজ্ঞানও অবরোহী বিজ্ঞান। জ্যামিতি প্রথমে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ এবং সংজ্ঞাকে স্বীকার করিয়া লয় এবং অবরোহী যুক্তির দ্বারা বিজ্ঞানের একটি সমগ্র সৌধ নির্মাণ করে। ধর্মতত্ত্বও প্রথমে বিশেষ কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধকে স্বীকার করিয়া লয়, যে-স্বতঃসিদ্ধগুলি স্বজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয় এবং অবরোহী যুক্তির সাহায্যে তন্নিহিত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। ধর্মবিজ্ঞানের আলো-

চনার জন্য লেখক মহাশয় এই পুস্তিকায় যে পদ্ধতির নির্দেশ দিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা উপরে দিয়াছি। এই পদ্ধতি মন্দ তো নয়ই বরং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহাই যুক্তিসংগত পদ্ধতি যাহা জ্যামিতি এবং অন্যান্য অবরোহী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হইয়াছে। মোটামুটিভাবে ধর্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি সমান ফলপ্রসূ হইতে পারে। লেখক মহাশয় যে এই পদ্ধতিটি কাজে লাগাইয়াছেন তাহা খুবই যুক্তিসংগত। এবং সিদ্ধান্তগুলিও সুযুক্তিপূর্ণ এবং কার্যকরী হইয়াছে।"

"দি সানডে মিরর" বলিয়াছিলেন—

"Babu Rajnarain Bose has acquitted himself thoroughly well. In the course of a few thoughtful pages he has shown the feasibility of a science like this. The leading tenets of Theism are drawn up on a logical basis, as we believe he has succeeded in showing that Religion as a science is as reliable and trustworthy as other sciences."

"রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সুষ্ঠুভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কয়েকখানি সুচিন্তিত পৃষ্ঠায় তিনি এইরূপ বিজ্ঞানের ব্যবহারিকতা প্রমাণ করিয়াছেন। ঈশ্বরবাদের মূলসূত্রগুলিকে যুক্তিবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি দেখাইতে পারিয়াছেন যে, বিজ্ঞান হিসাবে ধর্মও অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য।"

ভয়সি সাহেব এই পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহার এই পত্রের পুনশ্চে বলিয়াছিলেন—

"P. S. August, 20 (1879) I am at home again and have read with great admiration your essay on Religion as a science. This work deserves and, if I mistake not, will receive great attention from the scientific world. If you will send me 20 copies for sale I will remit you the cost and postage when I know the amount."

২০শে আগষ্ট, ১৮৭৯।

"বাড়ি ফিরিয়া আপনার 'বিজ্ঞান হিসাবে ধর্ম' প্রবন্ধটি পড়িয়া আপনার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি। যদি আমার ভুল না হইয়া থাকে তাহ হইলে বলিতে পারি এই প্রবন্ধটি বিজ্ঞান-জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেই। যদি আপনি বিক্রয়ের জন্য কুড়ি কপি বই পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে আমি ডাক খরচ সমেত সেগুলির মূল্য পাঠাইয়া দিব। মোট মূল্য জানাইবেন।"

কলিকাতায় অবস্থিতি কালে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবাদিনী মিস্ ফ্রান্সেস পাওয়ার কব তাঁহার 'এ্যালোন টু দি এ্যালোন' পুস্তক আমাকে একখণ্ড প্রদান করাতে তাঁহার সহিত আমার পত্র লেখালেখি হয়। সেই সকল পত্রের প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া গেল।

Calcutta,
June, 1871.

Dear Madam,

I have received your very valuable present of a copy of "Alone to the Alone." * * * * The book is a little compact chest of distilled sweets, distilled from the flowers of love and veneration growing in the innermost recesses of the human heart. * * * * It represents all the shadows and lights of human life and all the moods of the human mind from doubt to faith, from grief and despondency to social mirth and merriment. It is adapted to all states of the mind. It will infuse strength into the weak and wavering, give consolation to the miserable and heighten the joy of the happy. It will confirm faith, increase veneration and rekindle the flame of divine love in hearts becoming cold as mine. It is, indeed, a most valuable manual of devotion to Theists. It has a mission to fulfil. May God speed that mission.

The fact of the prayers in the book having been contributed by fifteen individuals of different countries and

races and trained up in the midst of different religions speaks to the identity of Theism and is an earnest of its future universal diffusion and permanence.

The preface to your book is an invaluable one. Seldom have I seen such noble thoughts expressed in such luminous and felicitous language, evincing the finest intuitions and the most delicate perceptions of the true, the good, and the beautiful.

I perfectly agree with what you say about prayer being a natural act of the human mind. As the lotus, to use a Hindu simile, opens its closed petals to the rising beams of its beloved sun, so the human heart opens itself to God by prayer. As the lark rises higher and higher in the sky towards the sun, raining a flood of melody below, so the soul of man rises higher and higher to God by means of prayer, delighting with its utterance men below. It is as natural to man to pray as for a lotus to open its petals to the rising sun and for the lark to rise in the sky and sing as it rises. Your remarks on prayer for spiritual blessings delight me much. The invariable fulfilment of such prayer comes from an invariable spiritual law. Unless we want God, we cannot obtain Him; unless we want the aid of God to enable us to obtain Him, we cannot obtain Him. But the noblest of prayers is, I think, that to which the word prayer in its usual sense cannot apply. It is the state of "still communion which transcends the inferior offices of prayer and praise." It is the state which our Vedas call the state of full contact with God, the state, which it declares to be the source of the greatest felicity. This state is compared by it to holding the *amalaki* fruit in the palm of the hand. The word for prayer in the

Sanskrit language (*upasana*) comes from a root signifying "to sit" and literally means "sitting lowly before God." This "sitting lowly before God" at last culminates in the contact with God mentioned above.

Your expression "the Being dearer and nearer to us than a flower or star" brought to my mind the saying of the Persian Poet Sadi: "The Friend is nearer to me than I am to myself. This is troubling to me that I am far from Him." Our Vedas say in one place: "The wise, who see him in the soul, enjoy everlasting peace and not others" and in another: "The wise, who see Him in the soul, enjoy everlasting felicity and others." Thdis constant perception of God as the soul of the soul, nearer to me than I am to myself and more mine than I am mine, is, I think, the highest prayer.

Most of the prayers in the book are addressed to God as father and mother. The ideas of God as father and mother are very consoling and, at the same time, true, in as much as (to quote the beautiful words of Leigh Hunt) that side of God which touches humanity is true; but still those words only figuratively express the relation of God to us. God is not exactly our father and mother as one's earthly father and mother are. More spiritually true, therefore, is the undefinable mysterious relationship which draws us to Him as nearer and dearer to ourselves than we are to ourselves. This is well illustrated in the following song of Bishturam, one of our principal Brahmo song-makers: "I am at a loss to think what relationship is there between you and me. I find no clue of this, O Thou beyond conception! in the Vedas and Puranas. Art thou father, mother or any near relation? This cannot possibly

be said of Thee. How strange is this that there is no relationship with Thee but still I do not consider Thee as a stranger. I hear from all the Sastras that Thou art in every place but still I know Thee not. Thou must be somebody who is mine, yea, more mine than I am mine. If this be not the case, why does the mind of itself draw to Thee?'' Bishturam puts in the words, "Brother, sister, son or daughter'' after "Father, mother, near relative'', but, as it is offensive to good (European) taste to use those words with reference to God, I have expunged them from the translation.

I quite agree with you in the opinion that there is a separate set of faculties for the attainment of religious knowledge, and the intellect or, in other words, the reasoning faculty (there is a difference between the reasoning faculty and reason) plays but an inferior part in the process, acting simply as "regulator and corroborator'' of what we learn from those faculties, but, from your frequent allusions to sculpture, painting and music when treating of the existence of those faculties it seems that you think them somewhat akin to the aesthetic faculty (which does not occupy a very high rank in the classification of the faculties) and the affections. You seem to think them to be more of an emotional character than otherwise, but that this is not exactly what you mean, appears again from other words in the preface where you say that we know God by means of the three faculties of will, conscience, and affection. I, however, go to the length of saying that even these three faculties are insufficient to give us the knowledge of God. They certainly give us the idea of a

Being possessed of intelligence, purity and love far higher than our intelligence, purity and love, but they do not lead us to the idea of the Absolutely Perfect Being. For that idea we must seek other sources than those three faculties. I think those sources are the intuitions of reason and judgment. Matter is not an object of sensuous perception nor is mind that of consciousness. By sensuous perception we know only the qualities of matter and not matter itself. By consciousness, we know only the qualities of mind and not mind itself. It is by an operation of reason that we know matter and mind, but that is an operation of reason in its intuitive form. As we know mind and matter by intuition of reason we know the Perfect Being, the eternal ground of all existences, upon whom matter and mind depend, by intuition of reason also, but the intuition of reason, cannot give us an enlightened idea of absolute perfection. It only gives us a vague idea of the Perfect Being. It only enables us to know that the imperfect depends absolutely upon the Absolutely Perfect. But what is absolute perfection itself it does not enable us to know. For an enlightened idea of the Absolutely Perfect Being, we are indebted to the intuition of judgment which lets us know what qualities are nobler than others. It is by the intuition of judgment we perceive that one idea of absolute perfection is nobler than another until we arrive at the highest idea of God. From the intuitions of judgment also, we derive our notions of right and wrong. In this view of the question, conscience merges into the faculty of intuitive judgment, the feelings of moral approbation and disapprobation accompanying each act of such judgment being distinct

from the latter. Conscience in its usual acceptation more properly means these feelings than the judgment above alluded to * * * *

You seem to think that the ideas of God, given by the will, the conscience and the affections, are of an intuitive character but strictly considering they are not so. The Being who has given us will must have will—the Being who has given us ideas of moral purity must himself be pure—the Being who has given us love must himself have love—are all inferences and not intuitions.

You say in one place of your preface: "Because we rejoice in these relics of ancient piety and delight to use them as often as they suggest themselves, as the genuine expressions of our feelings and love to link ourselves by their employment to the great chain of pious souls, stretching through the past, it does not therefore follow that we can confine ourselves within their limits or find in them, as a whole, the free channel wherein our faith can flow unbrokenly." This is a very sound principle. According to this principle, old and new elements should both be united in Theistic services and prayer-books. The retention of the old element aids the diffusion of Theism among the mass of mankind who has a tender fondness for the past. The acknowledgment of the merits of Christ in some of the prayers in your book, besides sounding very graceful as expressions of gratitude in the mouths of European Theists who have conscientiously greater admiration for Christ than we, Hindu Theists, have, links the past with the present' and aids the diffusion mentioned above. I am very glad to mark the sacred regard and the

affectionate tenderness with which you have spoken of the past everywhere in your preface.

How happy is your expression "as if the Divinity were something hidden in a lump of quartz!" How often have I quoted this to some of my scientific friends who do not depend on the intuitional argument (if such a term can be used) for the existence of God but seek for proofs of his existence in the external world.

You say in one place of your preface: "Virtue, truth and charity are such blessed things that we cannot even think of them without being the better for it or brush past them on our way through life without carrying on our garments the smell of the field which the Lord hath loved." This brought to my mind the saying of the Persian Poet: "The company of the pious is like an otto-holder. Though it may not give us a portion of the otto of roses it contains, yet there cometh out a smell thereof." This means in Eastern language: 'Though we may not be actually pious from the company of the pious yet we may be the better for it."

You say in a certain place of your perface: "a man may or may not make rules of devotion, trusting in the latter case only to the unflagging ardour of his heart." This want of rule may suit a few truly exalted and disciplined minds like yours but in the case of the generality of men rules of devotion are required. If they be taught to "leave the generous to shape themselves," I fear they will be totally extinguished. * * * *

I was literally charmed by the last paragraph of your preface and blessed the hand that indited it.

I am very glad to see the book opens with a motto from Plotinus. If any non-Hindu approached in his opinions and character to the Rishis of ancient India, it was Plotinus of Alexandria. In fact, it is said by some historians that he borrowed his doctrines from the sages of India. Hindu ships that sailed to Alexandria imported philosophical opinions into that city as well as articles of merchandise. * * * * Although the book opens with a motto from Plotinus, I am sorry to see that there is not a single prayer in the book which properly illustrates its charming title and which can be called truly Plotinian in character—one which Plotinus himself, refined by the influence of Theism, would have composed at your request had he been living. I have attempted to supply the deficiency in the following prayer. Although I am but a worm compared with the Great Alexandrian, I was led to write it out as my personal opinions on the subject of divine communion and my personal feelings towards God are akin to his. Had this not been the case, I would not have written it, for prayer should come out from the heart. I also send you another prayer expressing my gratitude to God for the many mercies he has shown me in my own life.

I hope the strictures I have made above are not of such a nature as to merit the censure which you have justly pronounced upon "as our burden and bane." How bitterly we are feeling the truth of this remark in our Calcutta Society. * * * *

I remain, Dear Madam, with the deepest respect, your Hindu fellow-theist, (Sd.) Rajnarain Bose.

কলিকাতা
জুন, ১৮৭১।

সুচরিতাসু,

আমি আপনার 'এ্যালোন টু এ্যালোন'-এর ('একার প্রতি একা') এক কপি উপহার পাইয়াছি। এই উপহার বহু মূল্যবান। গ্রন্থখানি মাধুর্যের খনি, যে-মাধুর্য মানবহৃদয়ের গহনতম প্রদেশে জাত ভক্তিপূর্ণ প্রেমপুষ্প হইতে পরিস্রুত হইয়াছে। ইহা মানবজীবনের সকল আলো-ছায়া, মানবমনের সকল বৈশিষ্ট্যকে (সন্দেহ হইতে বিশ্বাস পর্যন্ত, দুঃখ ও হতাশা হইতে সামাজিক আনন্দ ও স্ফূর্তি পর্যন্ত) ব্যক্ত করিয়াছে। ইহা দুর্বল ও সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তিকে শক্তি যোগাইবে, দুঃখীকে দিবে সান্ত্বনা এবং সুখীর সুখ বৃদ্ধি করিবে। ইহা বিশ্বাসকে দৃঢ় করিবে, ভক্তি বৃদ্ধি করিবে এবং আমার ন্যায় যাঁহাদের হৃদয় উদাসীন হইয়া যাইতেছে, তাঁহাদের হৃদয়ে স্বর্গীয় প্রেমের শিক্ষা পুনঃপ্রজ্বলিত করিবে। এই বহু মূল্যবান গ্রন্থখানি ঈশ্বরবাদীদের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি করিবে। ইহার একটি ব্রত আছে। ঈশ্বর করুন এই ব্রত যেন অচিরে সফল হয়।

গ্রন্থের অন্তর্গত উপাসনাগুলির তথ্য যাহা বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতির এবং বিভিন্ন ধর্মে প্রতিপালিত পনের জন ব্যক্তি দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে, তাহা একবাক্যে ঈশ্বরবাদকে প্রমাণিত করে এবং ইহা ভাবী সার্বজনীন ব্যাপ্তি ও স্থায়িত্বের এক মহামূল্যবান সম্বল।

আপনার গ্রন্থের ভূমিকাটি অমূল্য। এমন মহৎ চিন্তা, চিন্তার এমন প্রাঞ্জল ও দীপ্ত প্রকাশ আমি খুব কমই দেখিয়াছি। গ্রন্থখানি মহত্তম স্বজ্ঞা এবং সত্য, কল্যাণ ও সুন্দরের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতির সাক্ষ্য দেয়।

আপনি বলিয়াছেন যে উপাসনা করা মানবমনের একটি স্বাভাবিক ক্রিয়া। আমি আপনার সহিত একমত। হিন্দুদিগের একটি উপমার অনুসরণে বলা যায়, যেমন করিয়া পদ্ম তাহার নিমীলিত পাপড়িগুলিকে প্রিয় সূর্যের প্রথম আলোকে উন্মীলিত করে, তেমনই উপাসনার দ্বারা মানবহৃদয় নিজেকে ঈশ্বরের নিকট বিকশিত করে। যেমন করিয়া লার্ক পক্ষী মর্তে সুরের বন্যা বহাইয়া সূর্যের উদ্দেশে আকাশের উচ্চ হইতে

উচ্চতর প্রদেশে উড়িয়া যায়, তেমনই মানুষের মন আত্মস্থ মর্তবাসিগণকে আনন্দ পরিবেশন করিতে করিতে উপাসনার দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে ছুটিয়া চলে। নবীন সূর্যের আলোকে পদ্মের পাপড়ি উন্মীলন যেমন স্বাভাবিক, আকাশে আরোহণ করিতে করিতে লার্ক পক্ষীর গান গাওয়া যেমন স্বাভাবিক, উপাসনা করাও মানবের পক্ষে ঠিক তেমনই স্বাভাবিক। স্বর্গীয় আশীর্বাদের জন্য উপাসনা সম্পর্কে আপনার মন্তব্যগুলি আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়াছে। এমন উপাসনার অনিবার্য তৃপ্তি আসে অপরিবর্তনীয় স্বর্গীয় নিয়ম হইতেই। আমরা যদি ঈশ্বরকে না চাই, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে পাইব না। তাঁহাকে পাইবার জন্য তাঁহার নিকট হইতে যদি সাহায্য ভিক্ষা না করি, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে পাইব না। কিন্তু আমার মতে শ্রেষ্ঠ উপাসনা হইল তাহাই যাহা উপাসনার অতি সাধারণ অর্থের সহিত যুক্ত নয়। এই উপাসনা হইল সেই নীরব বিনিময় যাহা উপাসনার সুলভ আবিলতা এবং অহংকারকে ছাপাইয়া ব্যক্ত হয়। ইহা হইল সেই অবস্থা আমাদের বেদে যাহাকে বলে ঈশ্বরের সহিত পূর্ণ মিলন। এই অবস্থায় অন্তর ঈশ্বরের সাবলীল সার্বভৌমিকতাকে উপলব্ধি করে। এই অবস্থার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, হাতের চেটোয় আমলকী ফলকে ধারণ করার সহিত। সংস্কৃত 'উপাসনা' শব্দটি আসিয়াছে 'আসন গ্রহণ করা' হইতে এবং ইহার আক্ষরিক অর্থ হইতেছে ঈশ্বরের সম্মুখে নিরহংকার হইয়া উপবেশন করা। আর ঈশ্বরের সম্মুখে নিরহংকার হইয়া উপবেশন করাই পরে ঈশ্বরের সহিত মিলনে পর্যবসিত হয়।

'পরমসত্তা ফুল কিংবা নক্ষত্র হইতেও আমাদের নিকট প্রিয়তর এবং নিকটতর'—আপনার এই কথাটি ইরানী কবি সাদির একটি উক্তি আমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে ঃ 'আমার নিকট আমি যতটা নিকট, তাহার চেয়েও বন্ধু (ঈশ্বর) আরও নিকট। আমার কষ্ট হয় এই জন্য যে আমি তাঁহার নিকট হইতে অনেক দূরে।' আমাদের বেদের একস্থানে আছে ঃ 'প্রকৃত জ্ঞানী যিনি তাঁহাকে আত্মার ভিতরে দেখেন তিনিই নিরবচ্ছিন্ন শান্তি উপভোগ করেন, অন্যেরা নহে।" অন্য একস্থানে আছে ঃ "প্রকৃত জ্ঞানী যিনি

তাঁহাকে আত্মার ভিতরে দেখেন, তিনিই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ করেন, অন্যেরা নহে।" ঈশ্বর আত্মার আত্মা—সর্বদা এই অনুভূতি, আমার নিকট আমি হইতেও তিনি নিকট এবং আমি যতটা নিজের তিনি তাহা হইতেও আমার নিজের ইহাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

গ্রন্থের বেশির ভাগ উপাসনাই ঈশ্বরকে পিতৃরূপে এবং মাতৃরূপে কল্পনা করিয়াছে। ঈশ্বরকে পিতৃরূপে এবং মাতৃরূপে কল্পনা করার ধারণা অত্যন্ত যৌক্তিক এবং সান্ত্বনাপ্রদ। উপরন্তু ইহা সত্য। লে হাণ্টের কথায়, ঈশ্বরের যে সত্তা মানবহৃদয়কে স্পর্শ করে সেই সত্তা সত্য। তথাপি এই কথাগুলি কেবল আলংকারিক তাৎপর্যে আমাদের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক ব্যক্ত করে। ঈশ্বর ঠিক পার্থিব মাতাপিতার ন্যায় নহেন। সুতরাং এই অনির্বচনীয় রহস্যময় সম্বন্ধ (যাহা আমাদিগকে তাঁহার দিকে লইয়া যায় এবং যাহার জন্য আমরা নিজেদের নিকট যতটা প্রিয় এবং নিকট তিনি তাহা অপেক্ষাও আমাদের প্রিয় এবং নিকট) আধ্যাত্মিকভাবে সত্যতর। ইহার সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় আমাদের অন্যতম প্রধান ব্রাহ্ম গীতিকার বিষ্টুরামের এই গানে : 'তোমার আমার মধ্যকার সম্পর্ক কি তাহা আমি ভাবিয়া কূল পাই না। বেদে এবং পুরাণে—'ওগো ধারণাতীত'—ইহার কোন সন্ধান-সূত্র আমি পাই না। তুমি কি পিতা? তুমি কি মাতা? কিংবা কোন নিকট আত্মীয়? খুব সম্ভব তোমার সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় না। কি আশ্চর্য, তোমার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তথাপি আমি তোমাকে পর বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না। সকল শাস্ত্রে আছে শুনি তুমি সর্বত্র বিরাজ কর, কিন্তু তথাপি আমি তোমাকে চিনি না। তুমি নিশ্চয়ই এমন কেহ হইবে যে আমার, হ্যাঁ, আমি যতটা নিজের তাহা হইতেও যে আমার। তাহা যদি না হয়, তবে কেন মন স্বেচ্ছায় তোমার দিকে ছুটিয়া যায়?" পিতা, মাতা, নিকট আত্মীয় ব্যতীত বিষ্টুরাম ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র কিংবা কন্যা নামও দিয়াছেন; কিন্তু যেহেতু ঈশ্বর সম্পর্কে ব্যবহৃত হইলে ইহা (ইউরোপীয়) সুরুচিকে আঘাত করিতে পারে, সেইহেতু অনুবাদ হইতে আমি এগুলি বাদ দিয়াছি।

আপনি যে বলিয়াছেন, ধর্মজ্ঞানের উপলব্ধির জন্য পৃথক কতক-

গুলি শক্তির প্রয়োজন, তাহার সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত। ইহা ব্যতীত, বুদ্ধি অর্থাৎ যুক্তিপ্রয়োগের শক্তি (যুক্তি এবং যুক্তি প্রয়োগশক্তি—এই দুইয়ের মধ্যে একটি পার্থক্য আছে) যে ইহাতে গৌণভাবে অবস্থান করে, এই শক্তি-গুলি হইতে যাহা আমরা শিখি তাহাতে ইহার কাজ যে শুধু 'নিয়ামক এবং পোষক বা সমর্থক'-রূপে—তাহার সহিতও আমি একমত; কিন্তু এই শক্তি-গুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় আপনি যে পুনঃ পুনঃ ভাস্কর্য, চিত্র এবং সংগীতের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় যে আপনি ইহাদের কিছুটা স্নেহপ্রবণতা ও কান্তশক্তির সগোত্র করিয়া ভাবেন। মনে হয়, আপনি ভাবেন যে ইহারা স্বভাবে অপেক্ষাকৃত প্রক্ষুব্ধ, কিন্তু আপনি যে ঠিক এই মত পোষণ করেন না তাহা আপনার ভূমিকার অন্যান্য কথা হইতে বুঝিতে পারা যায়—যেখানে আপনি বলিয়াছেন যে আমরা ঈশ্বরকে জানি তিনটি উপায়ে—বুদ্ধি, বিবেক এবং স্নেহপ্রবণতার শক্তির দ্বারা। আমি বলি কি, 'এই তিনটি শক্তিও ঈশ্বর-জ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট নয়।' ইহারা অবশ্য আমাদের সেই সত্তার ধারণা করাইতে পারে, যে সত্তা আমাদের বুদ্ধি, শুদ্ধতা ও প্রেমের চেয়েও যে পরিপূর্ণ বুদ্ধি, শুদ্ধতা ও প্রেম আছে, তাহার অধিকারী; কিন্তু ইহারা আমাদের সেই সত্তার খোঁজ দিতে পারে না যে-সত্তা পরম ও পরোৎকৃষ্ট। এই সত্তার ধারণার জন্য উল্লিখিত তিনটি শক্তি ছাড়াও, আমাদের অন্যান্য শক্তির সন্ধান করিতে হইবে। আমার মতে এই শক্তিগুলি হইল যুক্তি ও বিচারের স্বজ্ঞা। পদার্থ যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষতার বস্তু নয়, তেমনই মনও চেতনার বস্তু নয়। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রত্যক্ষতা দ্বারা আমরা কেবল পদার্থের গুণাবলী জ্ঞাত হই। কিন্তু পদার্থকে জানিতে পারি না। চেতনার দ্বারা আমরা কেবল মনের গুণাবলী জ্ঞাত হই, কিন্তু মনকে জানিতে পারি না। যুক্তির দ্বারা আমরা পদার্থ ও মনকে জানিতে পারি, কিন্তু এই যুক্তির ক্রিয়া স্বজ্ঞাসঞ্জাত। যুক্তির স্বজ্ঞা দ্বারা আমরা যেমন পদার্থ ও মনকে জানিতে পারি, তেমনই যুক্তির স্বজ্ঞা দ্বারা আমরা পরম সত্তাকেও জ্ঞাত হই, যে পরম সত্তা সকল অস্তিত্বের শাশ্বত ভিত্তি এবং যাহার উপর পদার্থ ও মন নির্ভর করে; কিন্তু যুক্তির স্বজ্ঞা পরম পরোৎকর্ষের কোন সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের দিতে পারে না। ইহা

কেবল আমাদের পরম সত্তার একটি আবছা ধারণা দেয়। ইহা কেবল আমাদের জানিতে সক্ষম করে যে যাহা অপূর্ণ তাহা একান্তভাবে পরম পরোৎকৃষ্টের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু পরম পরোৎকর্ষ যে কি তাহা ইহার দ্বারা জানা সম্ভব নয়। পরম পরোৎকৃষ্ট সত্তার সুস্পষ্ট ধারণার জন্য আমরা বিচারের স্বজ্ঞার নিকট ঋণী যাহা আমাদের জানিতে সক্ষম করে কোন্ গুণ মহৎ এবং কোন্ গুণ মহত্তর। বিচারের এই স্বজ্ঞা দ্বারাই আমরা অনুভব করি যে পরম পরোৎকর্ষের একটি ধারণা অন্যটি হইতে অধিকতর মহৎ এবং এইভাবে আমরা ঈশ্বরের পরম সত্তা সম্পর্কে এক চরম পর্যায়ে উপনীত হই। বিচারের স্বজ্ঞা দ্বারা আমরা ভালমন্দের ধারণা করি। এই দিক দিয়া বিবেক স্বজ্ঞাজনিত বিচারশক্তির সহিত মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। এইরূপ প্রত্যেকটি বিচারের সহিত যুক্ত থাকে নৈতিক অনুমোদন এবং অনুমোদনের ভাব এবং একটি বিচার অন্যটি হইতে ভিন্ন। সাধারণভাবে বিবেক বলিতে আসলে বুঝায় এই ভাবগুলিকে। উল্লিখিত বিচার সম্ভবতঃ বিবেক নয়।

মনে হয়, আপনি ভাবেন যে ইচ্ছাশক্তি, বিবেক এবং স্নেহপ্রবণতাদত্ত ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণাগুলি স্বভাবে স্বজ্ঞাসঞ্জাত; কিন্তু গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ইহারা তাহা নয়। যে-সত্তা আমাদের ইচ্ছাশক্তি দিয়াছে, সেও নিশ্চয়ই ইচ্ছাশক্তির অধিকারী; যে-সত্তা আমাদের নৈতিক শুদ্ধতার ধারণাগুলি দিয়াছে, সে নিজেও নিশ্চয়ই শুদ্ধ; যে সত্তা আমাদের প্রেম দিয়াছে, সে নিজেও নিশ্চয়ই প্রেমের অধিকারী;—এইগুলি অনুমিত, কিন্তু স্বজ্ঞা নয়।

আপনি আপনার ভূমিকার একস্থানে লিখিয়াছেন ঃ "যেহেতু আমরা প্রাচীন ধর্মবুদ্ধির অভিজ্ঞানে উৎফুল্ল হই, যেহেতু ইহাকে আমাদের অনুভূতিগুলির যথার্থ অভিব্যক্তিরূপে ব্যবহার করিয়া আনন্দ পাই এবং যেহেতু অতীতের পুণ্যাত্মাদের সহিত নিজেদের যুক্ত করিতে আমরা ভালবাসি, সেইহেতু ইহা প্রমাণ হয় না যে আমরা তাঁহাদের সীমায় আবদ্ধ থাকিব কিংবা সমগ্রভাবে তাঁহাদের মধ্যে আমাদের বিশ্বাসের চরম স্ফূর্তি দেখিতে পাইব।" এই নীতি অতি উত্তম। এই নীতি অনুসারে, ঈশ্বরবাদী ক্রিয়াকলাপে

এবং উপাসনা গ্রন্থগুলিতে প্রাচীন এবং নবীন উপাদানের ঐক্যবন্ধ হওয়ার সত্য স্বীকৃত হয়। প্রাচীন উপাদানগুলির সংরক্ষণ মনুষ্যজাতির মধ্যে ঈশ্বরবাদের বিস্তারে সহায়তা করে—যে মনুষ্যজাতি অতীতের প্রতি সহানুভূতিশীল। আপনার গ্রন্থের অন্তর্গত কয়েকটি উপাসনায় খ্রীষ্টের গুণাবলীর যে স্বীকৃতি রহিয়াছে তাহা একদিকে যেমন ইউরোপীয় ঈশ্বর-বাদিগণের কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি হিসাবে রমণীয়, (হিন্দু ঈশ্বরবাদিগণ অপেক্ষা খ্রীষ্টের প্রতি ইউরোপীয় ঈশ্বরবাদিগণের উক্তি অধিকতর) অন্য দিকে তাহা প্রাচীনকে নবীনের সহিত যুক্ত করিয়াছে এবং ঈশ্বরবাদের বিস্তারে সহায়তা করিয়াছে। আপনার ভূমিকায় সর্বত্র আপনি যে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লইয়া অতীতের আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি।

"দিব্যত্ব যেন এমন কিছু যাহা একখণ্ড শিলাস্ফটিকের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে"—আপনার এই উক্তিটি যে কত সুন্দর তাহা আর কি বলিব! আমি কতবার আমার কয়েকজন বিজ্ঞানী বন্ধুর নিকট ইহার উল্লেখ করিয়াছি, যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে স্বজ্ঞাসঞ্জাত যুক্তির উপর নির্ভর না করিয়া বাহ্যজগতে তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ সন্ধান করেন।

আপনার ভূমিকার এক স্থানে আপনি লিখিয়াছেন : "ধর্মনিষ্ঠা, সত্য এবং দাক্ষিণ্য এত মধুর যে নিজেদের উন্নত না করিয়া আমরা ইহাদের সম্বন্ধে এমন কি ভাবিতেও পারি না; শুধু তাহাই নহে, জীবনের যাত্রাপথে ইহাদের বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা করিলেও ঈশ্বরের প্রেমপূত পথের গন্ধ আমাদের পোষাকে লাগিতেই লাগিবে।" এই প্রসংগে আমার মনে পড়িতেছে সেই ইরানী কবির কথা : "পুণ্যবান ব্যক্তির সংগ আতরদানির ন্যায়। গোলাপের আতরের কোন অংশ ইহা আমাদের নাও দিতে পারে, তথাপি গন্ধটুকু বাহির হইবেই।" প্রাচ্য ভাষায় ইহার অর্থ : "পুণ্যবানের সংগে থাকিয়া আমরা প্রকৃত পুণ্যবান নাও হইতে পারি, তথাপি আমরা ইহার জন্য নিজেদের যোগ্য করিয়া তুলিতে পারি।"

আপনার ভূমিকার কোন এক স্থানে আপনি বলিয়াছেন : "যদি কোন ব্যক্তি আপন হৃদয়ের অবিচল বিধান নিষ্ঠার উপর বিশ্বাস রাখে, তাহা হইলে

সে ভক্তির বিধান নির্মাণ করিতেও পারে, নাও করিতে পারে।" বিধানের এই অনুপস্থিতি আপনার ন্যায় কয়েকজনের পক্ষে খাটিলেও খাটিতে পারে যাঁহাদের মন সত্যই উন্নত এবং সুশৃংখল; কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ভক্তির বিধানের প্রয়োজন আছে। যদি সাধারণ মানুষকে বলা হয় যে ভক্তি আপনা হইতেই হইবে, বিধানের প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে আমার মনে হয় ইহাতে প্রভূত ক্ষতি হইবে।

আপনার ভূমিকার শেষ অনুচ্ছেদটি পড়িয়া আমি একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছি। যে হস্ত ইহা লিপিবন্ধ করিয়াছে সেই হস্ত ধন্য!

গ্রন্থখানি প্লটিনাসের একটি বচন দিয়া আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। প্রাচীন ভারতের ঋষিগণকে যদি কোন অহিন্দু ঠিকমত বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আলেক্সাণ্ড্রিয়ার প্লটিনাস। বলিতে কি, কয়েকজন ঐতিহাসিকের অভিমত এই যে ভারতের ঋষিগণ হইতেই তিনি তাঁহার মতগুলি ধার করেন। যে সকল হিন্দু জাহাজ আলেক্সাণ্ড্রিয়ায় গিয়াছিল তাহারা বাণিজ্যদ্রব্য ব্যতীত দার্শনিক মতগুলিও ওই নগরীতে লইয়া গিয়াছিল।

যদিও গ্রন্থখানি প্লটিনাসের একটি বচন দিয়া সুরু হইয়াছে, তবুও এই দেখিয়া আমি দুঃখিত হইলাম যে গ্রন্থখানিতে এমন একটিও উপাসনা নাই যাহা বাস্তবিকই প্লটিনিয়ান কিংবা যাহা গ্রন্থের সুন্দর নামটিকে সার্থক-ভাবে প্রতিভাত করিতে পারে, কিংবা যাহা স্বয়ং প্লটিনাস (যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন) ঈশ্বরবাদের প্রভাবে নিখুঁত করিয়া আপনার অনুরোধে লিখিয়া দিতেন। নিম্নলিখিত উপাসনাটিতে আমি এই অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যদিও ঐ বিরাট আলেক্সাণ্ড্রিয়ানের তুলনায় আমি কীট মাত্র। তবুও ইহা লিখিয়া ফেলিলাম এই জন্য যে, দিব্য উপাসনা সম্পর্কে আমারও কতকগুলি ব্যক্তিগত ধারণা আছে। ইহা ব্যতীত ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলি তাঁহার অনুরূপ। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে আমি লিখিতাম না, কারণ উপাসনা একান্ত করিয়া অন্তরের সামগ্রী। আমার জীবনে ঈশ্বর যত কৃপা বর্ষণ করিয়াছেন তাহার নিদর্শনস্বরূপ আর একটি উপাসনা আমি আপনার নিকট পাঠাইলাম।

আমি আশা করি, উপরে যে প্রতিকূল মন্তব্যগুলি করিলাম, তাহা নিশ্চয়ই আপনার নিকট গুরুভার এবং ক্ষতিকর মনে হইবে না। আমাদের 'ক্যালকাটা সোসাইটি'-তে এই 'গুরুভার এবং ক্ষতিকর' মন্তব্যটির সত্য যে কিভাবে অহরহ অনুভব করিতেছি তাহা আপনাকে আর কি বলিব!

মহাশয়া, আমার গভীরতম শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন। ইতি।

আপনার সহ-হিন্দু অস্তিত্ববাদী
(স্বাঃ) রাজনারায়ণ বসু।

উপরের প্রতিলিপিতে উক্ত প্রার্থনা দুইটি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

O Thou the Alone who dwellest in the awful depths of thy inaccessible Majesty! Leaving the cares and distractions of the world behind me, I now approach Thee alone. O Thou all-calm! with a calm heart art Thou to be worshipped; make now my heart calm. Place me now above the storms of passion and the waves of emotion. Shed the beam of Thy most holy place over my mind. Let not the fever of worldly ambition oppress me now that I come to worship Thee in the inner temple of the heart.

Mysterious and incomprehensible Being! The mind cannot fathom Thee. Speech with the mind desist in their attempt to grasp Thy infinite nature. This we know that we know Thee not. They, who say they know Thee, know Thee not and they, who say they do not know Thee, know Thee. It is neither that I know Thee not nor is it that I know Thee. This only I know, O God! that Thou art Truth, Unity, Infinity, Intelligence, Goodness, Peace and Felicity itself.

O Thou the Light of lights that dwellest in light ineffable! Lead me from darkness into light. Dispel the darkness of ignorance and worldly illusion from my mind. Reveal Thy blessed to me, O Thou Revealer of divine

knowledge! It is Thou that sendest down thoughts to men. Engage me in thoughts that lead only to good—in thoughts that lead to Thee and the life eternal.

O God! Thou only art true, Thou art the truth of truth. The world exists through Thee. To nothing is it reduced if Thou withdraw Thyself from it. The world is not real, thou only art real. Thou who art Reality itself! lead me forth from the unreal to the real. Let not be deceived by the mirage of life. Centre all my hopes and aspirations in Thee and in Thee only.

Thou who art Life and Immortality itself! lead me forth from death to immortality. It is death not to know Thee and love Thee. Surrounded are we on all sides by death—by forgetfulness of Thee. Release me from the bondage of death. Quicken me with Thy life, O Life of life! Life eternal without Thee is no life. Make me begin life proper here. Infuse life into me now to be continued and heightened beyond conception in the life to come.

Thou who art All-free! free me from ignorance, prejudice and the knots of worldly illusion that blind my soul. Free me from the world. Being in the world, let me live free from it. Free me from the thraldom of vice and make me thy servant now and for-ever. It is freedom to be under Thee and with Thee and it is slavery to be free of, and far from Thee.

O Thou the Alone! man's concern is with Thee alone and with others for Thee only. Man is born alone, alone doth he die, alone doth he bear reward and punishment. For succour in the next world father and mother and dear relative remain not, Thou only remainest. Thou art my best goal, Thou art my best wealth, Thou art my

best world to live in, Thou art my best felicity. O Thou my portion for eternity! make me wholly Thine. I am Thine alone, O Thou who art the alone!

O Thou the Alone who art the soul of the soul, the being nearer and dearer to me than I am to myself! When now I witness Thee within Thy temple, the soul I am transported with felicity inexpressible. I lose sight of the world, I lose my individual existence, I am absorbed by Thee. I now feel that Thou, O infinite spirit, and myself, the finite spirit, are one. It is now I feel that Thou alone existest, O Thou the Alone!

হে নিঃসঙ্গ যাঁহার অধিষ্ঠান আপন অগম্য মহিমার নিভৃততম গভীরতায়! পৃথিবীর সকল আসক্তি উৎকণ্ঠাকে পশ্চাতে রাখিয়া নিঃসঙ্গ হইয়া আমি তোমার দিকে এখন অগ্রসর হইতেছি। হে সুধীর! স্থিরপ্রজ্ঞ হইয়া তোমার পূজা করিতে হয়; এইবার আমার হৃদয় শান্ত কর। এইবার আমাকে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ প্রবল আকাংক্ষা ও প্রক্ষোভ-তরঙ্গের ঊর্দ্ধ্বে স্থাপন কর। তোমার অতি পবিত্র আবাসের আলোকশিখা আমার মনের উপর বর্ষিত কর। পার্থিব আশা-আকাংক্ষা আমাকে যেন আর জর্জরিত না করে, কারণ হৃদয়ের গোপন মন্দিরে এখন আমি তোমার পূজা করিতে আসিয়াছি।

হে অতীন্দ্রিয় ও রহস্যময় পুরুষ! মন তোমার নাগাল পায় না। নিছক যুক্তি দিয়া তোমার অনন্ত স্বভাবের কূল পাওয়া যায় না। আমরা এইটুকু জানি যে আমরা তোমায় জানি না। যাহারা বলে তোমায় জানে, তাহারা তোমায় জানে না এবং যাহারা বলে তোমায় জানে না, তাহারা তোমায় জানে। যদি বলি তোমায় জানি না, তাহা হইলে ভুল বলা হইবে; আবার যদি বলি তোমায় জানি, তাহা হইলেও ভুল বলা হইবে। হে ঈশ্বর! শুধু এইটুকু জানি যে, তুমি সত্য, ঐক্য, অনন্ত, বুদ্ধি, কল্যাণ, শান্তি এবং আনন্দ।

হে আলোর আলো, যাঁহার অধিষ্ঠান অনির্বচনীয় আলোকে! আমাকে অন্ধকার হইতে আলোকের দিক লইয়া চল। আমার মন হইতে অজ্ঞতার এবং পার্থিব মায়ার অন্ধকার দূর কর। হে দিব্যজ্ঞানের প্রকাশ! তোমার

পূত স্বভাব আমার নিকট বিকশিত কর। তুমিই মনুষ্যকে ধ্যান-চিন্তা দান করিয়া থাক। আমাকে সেই ধ্যান-চিন্তায় ব্যাপৃত কর—যে ধ্যান-চিন্তা কেবল কল্যাণের উপাসক, যাহা তোমার দিকে এবং অনন্ত জীবনের দিকে মনকে পরিচালিত করে।

হে ঈশ্বর! তুমিই কেবল সত্য, তুমি সত্যেরও সত্য। জগতের অস্তিত্ব তোমার কারণে। তুমি যদি ইহার প্রতি অপ্রসন্ন হও, তাহা হইলে ইহা নিশ্চিহ্ন হইবে। জগৎ বাস্তবসত্য নয়, তুমিই কেবল বাস্তবসত্য। হে পরম বাস্তব! আমাকে অবাস্তব হইতে বাস্তবের দিকে লইয়া চল। আমাকে জীবনের মরীচিকায় প্রবঞ্চিত হইতে দিও না। আমার সকল আশা-আকাংক্ষা তোমার মধ্যে, কেবল তোমার মধ্যে, কেন্দ্রীভূত কর।

হে পরম জীবন, হে চিরন্তন! আমাকে মৃত্যু হইতে অমরতার দিকে লইয়া চল। তোমাকে না জানা বা না ভালবাসাই তো মৃত্যু। আমরা চতুর্দিকে মৃত্যুবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছি, তোমাকে ভুলিয়া রহিয়াছি। মৃত্যুর নাগপাশ হইতে আমাকে মুক্ত কর। হে জীবনের জীবন! তোমার জীবন-স্পর্শে আমার জীবনকে ত্বরান্বিত কর, ধন্য কর। তোমাকে বাদ দিয়া যে অনন্ত জীবন সে-জীবন জীবনই নহে। আমাকে সত্য জীবনের প্রতি অনুরক্ত কর। আমার জীবনে এইবার তোমার জীবন অনুপ্রবিষ্ট কর, যাহাতে আমার ভাবী জীবন কল্পনাতীতভাবে উন্নত হইয়া উঠে।

হে নির্বিকার! অজ্ঞতা, ভ্রান্তি ও পার্থিব অধ্যাস-গ্রন্থি যাহা আমার আত্মাকে অন্ধ করে—তাহা হইতে আমাকে মুক্ত কর। জগৎ হইতে আমাকে মুক্ত কর। জগতে অবস্থান করিয়াও যেন নির্বিকার থাকিতে পারি এই আশীর্বাদ কর। আমাকে পাপমুক্ত কর এবং চিরদিনের জন্য আমাকে তোমার দাস করিয়া লও। তোমার অধীনে এবং তোমার সহিত থাকার অর্থ স্বাধীন হওয়া। তোমার নিকট হইতে দূরে থাকা কিংবা তোমাকে ছাড়া জীবন-যাপন করাই দাসত্ব।

হে নিঃসঙ্গ! মানুষের সম্বন্ধ শুধু তোমার সহিত; অপরের সংগে থাকিলেও শুধু তোমার সহিতই তাহার সম্বন্ধ। মানুষ নিঃসঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, নিঃসঙ্গ হইয়াই সে পৃথিবী হইতে বিদায় লয় এবং নিঃসঙ্গ

হইয়াই সে পুরস্কার বা শাস্তি ভোগ করে। পরজীবনে সাহায্য করিবার জন্য মাতাপিতা প্রিয় আত্মীয় কেহই থাকে না; শুধু থাক তুমিই। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। অবস্থান করিবার জন্য তুমিই আমার শ্রেষ্ঠ জগৎ। তুমিই আমার শ্রেষ্ঠ আনন্দ। হে আমার অমরতার অংশ! আমাকে সম্পূর্ণ তোমার করিয়া লও। আমি কেবল তোমার, তোমারই, হে নিঃসঙ্গ!

হে নিঃসঙ্গ, আমার আত্মার আত্মা, আমি যতটা নিজের তাহা হইতেও যে আমরা আপন ও নিকট! এইবার যখন আমি তোমাকে তোমার মন্দিরে, আত্মার মন্দিরে দেখিতে পাইতেছি, তখন আমার আনন্দ হইয়া উঠিয়াছে অনির্বচনীয়। আমি জগৎকে দেখিতে পাইতেছি না, আমার অস্তিত্ব আমি হারাইতে বসিয়াছি, আমি এখন তোমার মধ্যে বিরাজ করিতেছি। আমি এখন অনুভব করিতেছি যে অনন্ত তুমি আর সান্ত আমি এক। এখন আমি অনুভব করিতেছি যে, হে নিঃসঙ্গ, কেবল তোমার অস্তিত্বই সত্য!

God of my life! When I mark Thy fingers in the events of my past life, I am transported with wonder and gratitude. Oft did it happen when I asked for anything thinking it to be good for myself, Thou didst not give it to me and when I did not ask for a thing, thinking it to be bad for me, Thou didst give it. In those events I clearly mark the truth of what men say that man proposeth but God disposeth. At one time in my youth the seductions of sensual pleasure proved too strong for me but Thou didst draw me away from them with the violence of parental love. Worldly dignity and powers then attracted me; I was on the point of being placed on the fair road to their attainment when Thou suddenly blasted my prospects and compelled me to undertake what has ever since proved to me to be the source of the greatest happiness—the task of communicating the blessings of knowledge religious and secular to my fellowmen. Lord! I heartily

thank Thee for these disappointments. I heartily thank Thee for bringing me to the blessed path of religion. I heartily thank Thee for raising me above surrounding ignorance and superstition to the saving light of Theism. I heartily thank Thee for the instruction I have received from the friends who first taught me its truths. I heartily thank Thee for the instruction I have received from the wise men of distant countries. Above all I thank Thee for what I have obtained from my ancestors who meditated on Thy sublime essence in deep Himalayan retreats beside the tall rhododendron, the lord of the forest and the sounding water-fall, whose lives and hearts were wholly devoted to Thee, who were always cheerful, having obtained Thee the all-cheering, whose enjoyment and pleasure were only Thou. These have made me what I already am but how short does it fall of what I should be! The fascinations of fame and the allurements of pleasure have still a distant charm for me; Thou art not yet to me so real as the objects of the world. Lo! my words have instructed many but still myself am weak. Lord! when I see the fervent faith of men without any learning or eloquence and compare it with mine, tears come to my eyes. Shall I, O Lord! provide others with sweets all my life and be deprived of them myself? Father! take compassion on me; make me firm in my faith and unwavering in my holy resolves. Show Thyself to me, Thy poor and lonely son afflicted by sorrow, afflicted by disease and afflicted by mental gloom.

হে আমার জীবনেশ্বর! আমি যখন আমার অতীত জীবনের ঘটনাসমূহে তোমার স্পর্শ দেখিতে পাই, তখন আমার বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতার সীমা থাকে না। এমন প্রায়ই ঘটিয়াছে যে নিজের ভাল হইবে ভাবিয়া তোমার কাছে

কিছু চাহিলে তুমি দাও নাই; আবার নিজের মন্দ হইবে ভাবিয়া তোমার কাছে কিছু না চাহিলে তুমি দিয়াছ। ঐ অবস্থাগুলি হইতে আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে মানুষ ভাবে এক, আর ঈশ্বর করেন আর। এক সময় যৌবনে ঐন্দ্রিয় পুলক আমাকে বিহ্বল করিয়া দিয়াছিল; কিন্তু তুমি আমাকে স্নেহশীল, পরম কর্তব্যপরায়ণ পিতার ন্যায় আমাকে রক্ষা করিয়াছিলে। অতঃপর পার্থিব ক্ষমতালিপ্সা ও অহংকার আমাকে আকৃষ্ট করে; আর একটু হইলে আমি হয়তো সেই পথেরই পথিক হইতাম। কিন্তু তখন তুমি হঠাৎ আমার তথাকথিত উচ্চাশায় বাধ সাধিয়া আমাকে বাধ্য কর সেই পথে চলিতে, যে-পথকে আমি সেই অবধি শ্রেষ্ঠ আনন্দের পথ বলিয়া জানিয়া আসিতেছি। এই পথে আমার কর্তব্য হইল মনুষ্যগণের মধ্যে লৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানের মহিমা বিতরণ করা। প্রভো! এই হতাশার জন্য আমি তোমাকে কায়মনোবাক্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ধর্মের পবিত্র পথে আমায় স্থাপন করিবার জন্য তোমায় শত সহস্র ধন্যবাদ। চতুর্দিকস্থ অজ্ঞতা ও কুসংস্কার হইতে আমাকে মুক্তি দিয়া ঈশ্বরবাদের আলোকে আমাকে স্থাপন করিবার জন্য তুমি আমার অসংখ্য ধন্যবাদ গ্রহণ কর। বন্ধুদিগের যে উপদেশে সর্বপ্রথম আমি ঈশ্বরবাদের সত্য সম্বন্ধে সচেতন হই, তাহার জন্য আমি তোমায় আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সুদূর দেশের জ্ঞানী বন্ধুগণের নিকট হইতে যে উপদেশ পাইয়াছি তাহার জন্য তুমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ কর। সর্বোপরি আমার পূর্বপুরুষগণ, যাঁহারা বৃক্ষশ্রেষ্ঠ উচ্চ রডোডেনড্রন তলে ধ্বনিময় জলপ্রপাতের পার্শ্বে হিমালয়ের গভীর আশ্রয়ে বসিয়া তোমার প্রশান্ত স্বরূপের ধ্যান করিতেন, যাঁহাদের জীবন এবং অন্তর পরিপূর্ণভাবে তোমাতেই উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, যাঁহারা তোমার উদার প্রফুল্ল সত্তাকে লাভ করিয়া চির-সুখী হইয়া থাকিতেন, যাঁহাদের নিকট তুমিই ছিলে আনন্দ ও উপভোগ—তাঁহাদের নিকট হইতে যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহার জন্য তুমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ কর। তাঁহাদের কৃপায় আমি আজ বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হইয়াছি, কিন্তু যে-পর্যায়ে আমার উপনীত হওয়া উচিত ছিল তাহা হইতে আজও আমি কত দূরে! যশ এবং আকাংক্ষা আজও আমাকে দূর হইতে প্রলুব্ধ করে। পার্থিব বস্তু আমার

নিকট যত বাস্তব, এখনো পর্যন্ত তুমি আমার নিকট তত বাস্তব হও নাই। ভাবিয়া দেখ, আমি কত মানুষকে দীক্ষিত করিয়াছি কিন্তু নিজে আজও দুর্বল। প্রভো! যখন আমি অতি সাধারণ মানুষের মধ্যেও জ্বলন্ত বিশ্বাস দেখি এবং ইহার সহিত নিজ বিশ্বাসের তুলনা করি, তখন আমার চক্ষু জলে ভরিয়া আসে। প্রভো! সারা জীবন ধরিয়া অপরকে মিষ্টান্ন বিতরণ করিব কিন্তু আমি নিজে উহা হইতে কি বঞ্চিত হইব? হে পিতঃ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমার বিশ্বাসকে দৃঢ়তর কর। আমার পবিত্র ব্রতে আমি যেন অবিচল থাকি। আমার সম্মুখে তুমি প্রকাশিত হও—হতভাগ্য নিঃসঙ্গ পুত্রের সম্মুখে, যে-পুত্র দুঃখ, ব্যাধি এবং মানসিক যাতনায় ক্লিষ্ট।

মিস্ কবের প্রত্যুত্তরের প্রতিলিপি।

26, Hereford Square,
London S. W.
September, 26th, 1871.

MY DEAR SIR,

I have been longer than I purposed in replying to your long and very kind and interesting letter and I fear now I shall be able to answer it only very imperfectly. My eye-sight has become so bad from over-work that I write little more than I am obliged to do in the way of business. It gives me sincere pleasure to find that you liked my little book so much and think it likely to be of use. The way in which you can blend the religious feelings of the East and West and trace identity between the expression of them is proof (if we needed it) of the way in which Theism is the great unit underneath all multiform shapes of human religion. With regard to your very acute criticism of the faculties from which we derive our knowledge of God, I hardly feel I could do justice to it or to my own views on the subject in a much longer letter

than I can attempt to write. My object in drawing a parallel between religious and aesthetic knowledge is not to place them by any means on a level, for I entirely and heartily agree with you (as my book on intuitive morals shows) in considering our knowledge of morals and religion transcendental and intuitive. I wished only to make-good the point that as we admit the (lower) faculty of aesthetic taste to bear testimony in its own realm so we ought in fairness to permit the religious sentiment to bear testimony in that wherein it is concerned. Perhaps you will be interested in hearing what the wisest and most respected of our men of science, Sir Charles Lyell, said to me in reference to this; "I entirely agree with you that the religious sentiment has just as good a right to be trusted as the intellect or any other faculty of our nature and I think those who dispute it are altogether wrong. It is one of the deepest and most universal of human feelings and grows stronger with the progress of the race and is clearest in the noblest minds." After all I believe we rather involve ourselves in needless and artificial difficulties when in such matters we talk too much of the various parts of our minds which in truth form a simple personality. To that personality even in its innermost abysmal depths, God directly reveals himself, spirit to spirit, will to will. We know we can know nothing more.

I thank you heartily, Dear Sir, for the beautiful prayers which you enclose in your letter and which it will give me great pleasure to print in another edition of my book, should I find one called for. You and I would perhaps differ over some details were we to meet. You might think me to be too hastily progressive and I might think that venerable as is the piety of the past, the danger

cf losing any one of its relics is less than that of embalming its errors. But whatever we might find to discuss I am quite sure we should find more on which most cordially to join. Believe me then with sincere regards, your friend and fellow-theist,

(Sd.) Frances Power Cobbe.

২৬, হিয়ারফোর্ড স্কয়্যার
লণ্ডন এস, ডব্লিউ,
২৬শে, সেপ্টেম্বর ১৮৭১।

প্রিয় মহাশয়,

আপনার দীর্ঘ, মনোরম এবং অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ পত্রখানি পাইয়াছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হইল, যদিও সত্বর উত্তর দিবার বাসনা ছিল। ভয় হইতেছে আমার উত্তর হয়তো সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে না। অতিরিক্ত কাজের জন্য আমার চোখের অবস্থা এত খারাপ হইয়া গিয়াছে যে নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত আর কিছুই লিখি না। আমার ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি যে আপনার অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে এবং উহা যে কাজে লাগিবে—ইহাতে আমি আন্তরিক আনন্দিত হইয়াছি। আপনি যেভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মভাবগুলির মধ্যে সংগতিবিধান করিয়াছেন এবং একসূত্রতার সন্ধান করিয়াছেন, তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঈশ্বরবাদই সেতুস্বরূপ। যে-শক্তিগুলি হইতে আমাদের ঈশ্বর-জ্ঞান জন্মে সেই শক্তিগুলি সম্পর্কে আপনার অত্যন্ত তীক্ষ্ন সমালোচনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমার মনে হয়, যত বড় চিঠি আমি লিখিতে যাইতেছি তাহার চেয়ে বড় চিঠি লিখিলে আপনার সমালোচনা বা এই বিষয় সম্পর্কে আমার মতগুলির প্রতি এমন একটা কিছু সুবিচার করা হইবে না। ধর্মজ্ঞান ও কলাজ্ঞানের যে সমান্তরাল বিচার আমি করিয়াছি তাহার অর্থ এই নয় যে আমি এই দুইটিকে একই পর্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করি; কারণ আপনার ন্যায় আমিও মনে করি যে নীতিজ্ঞান ও ধর্মজ্ঞান হইল তুরীয় এবং স্বজ্ঞাসঞ্জাত। (ইহার প্রমাণ স্বজ্ঞা-নীতি সম্বন্ধে আমার গ্রন্থখানি।) আমি কেবল ইহাই বলিতে চাহিয়াছিলাম যে, কান্তবোধশক্তিকে

যেমন আমরা ইহার নিজস্ব ক্ষেত্রে স্বীকার করিয়া লই, তেমনই ধর্মবোধশক্তিকেও ইহার নিজস্ব ক্ষেত্রে আমাদের স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে স্যার চার্লস ল্যেল আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া আপনি হয়তো খুশী হইবেন। গুণে এবং মানে স্যার চার্লস আমাদের বিজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি আমাকে বলেন ঃ

"বুদ্ধি কিংবা আমাদের স্বভাবজ যে কোন শক্তির ন্যায় ধর্মবোধও সমান বিশ্বাসযোগ্য। যাঁহারা ইহা অস্বীকার করেন তাঁহারা ভ্রান্ত। ধর্মবোধ গভীরতম এবং সর্বাপেক্ষা সার্বজনীন মানবিক অনুভূতিগুলির অন্যতম। ইহা জাতির অগ্রগতির সহিত দৃঢ়তর হয় এবং ইহার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-মানসে।"

যাহা হউক আমার স্থির ধারণা এই যে, এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করিবার সময় আমরা মনের বিভিন্ন উপাদানগুলি সম্বন্ধে এত বেশি কথা বলি যে, অনর্থক এবং কৃত্রিম সংকটে জড়িত হইয়া পড়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর থাকে না; কিন্তু মনের এই উপাদানগুলি আসলে একটি সহজ ব্যক্তিত্বকে সৃষ্টি করে। আর এই ব্যক্তিত্বের গোপনতম, গহনতম প্রদেশেও ঈশ্বর নিজেকে সরাসরি প্রকাশিত করেন;—আত্মার সহিত আত্মার মিলন হয়, ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার। মহাশয়, আপনার চিঠির সহিত আপনি যে সুন্দর উপাসনাগুলি পাঠাইয়াছেন তাহার জন্য আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যদি কখনও আমার গ্রন্থের আর একটি সংস্করণ হয় তাহা হইলে আমি সানন্দে এই উপাসনাগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত করিব। আমাদের মধ্যে যদি সাক্ষাৎ হইত তাহা হইলে কতকগুলি খুটিনাটি বিষয়ে হয়তো আমাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিত। আপনি হয়তো ভাবিতেন আমি বড় বেশি দ্রুত প্রগতিপন্থী এবং আমি অতীত-ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়াও, হয়তো ভাবিতাম যে অতীত ধ্বংসচিহ্নের দুই একটিকে হারানো যতটা বিপজ্জনক তাহা হইতেও বিপজ্জনক হইল ইহার ভুলগুলিকে মনে পুষিয়া রাখা। যাহাই হউক, অধিকাংশ বিষয়েই যে আমরা সানন্দে একমত হইতাম তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন। ইতি।

আপনার বন্ধু ও সহ-ঈশ্বরবাদিনী
(স্বাঃ) ফ্রান্সেস পাওয়ার কব।

এই সময়ে আর একটি ইংরাজ ব্রহ্মবাদিনীর সঙ্গে পত্র দ্বারা আমার আলাপ হয়। মিস্ কব যেমন কখন ভারতবর্ষে আসেন নাই তিনিও সেইরূপ আসেন নাই। তিনি মিস্ কব-এর ন্যায় বিখ্যাতা নহেন, কিন্তু সৌজন্য ও ভদ্রতায় লক্ষ্মী ও বিদ্যাবত্তায় বাগ্দেবী স্বরূপা। তাঁহার নাম মিস্ এলিজাবেথ শার্প। তাঁহার নাম ব্রাহ্ম কাগজে দুই একবার মাত্র দেখি। আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ যখন চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাত যান তখন কৃষ্ণধনকে সম্বোধন করিয়া ইংরাজিতে চারিটি চতুর্দশপদী কবিতা লিখি। সেই চারিটি চতুর্দশপদী কবিতার মধ্যে একটিতে মিস্ শার্প-এর নাম ব্রহ্মবাদিনী বলিয়া উল্লেখ ছিল। যখন আমার জামাতা বিলাত যান তখন ঐ চারিটি মুদ্রিত চতুর্দশপদী কবিতার একখন্ড তাঁহার দ্বারা মিস্ শার্পকে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করি। তিনি সেই উপহার পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে এক পত্র লেখেন। এই সামান্য সূত্রে তাঁহার সহিত বিশেষ আত্মীয়তা স্থাপিত হয় ও অনেক চিঠিপত্র লেখালেখি হয়। উল্লিখিত চারিটি চতুর্দশপদী কবিতার প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

(১)

Go, son belov'd! as pilgrim bold to lands
Beyond the stormy ocean's wide domain,
Where Commerce, Art and Science freely rain
On freemen blessings rare with liberal hands.
Thou art not tied by false religion's bonds,
Her chains are not round thee; thou'rt nobly free:
Thou art not one who fears to cross the sea,
And on the beach by her spell-bound stands.
Thy freedom I esteem though thy excess
I check oft. Go, but still as ours remain.
Be not like apes who change their manners, dress
And language, of their trip becoming vain.

They England for their home do shameless call,
And reckon mother-land and tongue as gall.

(২)

Go, son belov'd! as pilgrim bold to lands,
Where nature's servant and interpreter,
Man, wields over elements a God-like pow'r
As slavish tools in his controlling hands.
Go, vent'rous youth! where Goddess Science' bands
Most wondrous feats perform on land and sea;
There monuments of art thou rapt will see,
A marvel in itself each tow'ring stands.
Go there, and feast your eyes on men as things;
Great Herschel, Mill and Tennyson divine;
And others too whose fame in India rings,
Bright lights that in far England's firm'ment shine,
Go, losing not yourself, learn from the west
And come back to your weeping father's breast.

(৩)

My son! when thou reach England, thou shalt see
Our kin in faith who, not adoring man
And book, lead boldly true religion's van
Proclaiming Theism's creed in discourse free:
Strong Newman, superstition's enemy
Uncompromising, kinder e'en to doubt
And doubters than the hero-making rout;
Him and our sisters[1] on whom blessing be,
The Brahmavad'nis[2] of the Islands far,
Known as the White[3] in our Puranas old,

1. Miss Cobbe and Miss E. Sharpe.
2. Female discoursers of God, so called in the Vedas.
3. Colonel Wilford in the Asiatic Researches conjectures the

Who, like our Maitreyi[4] Old India's Star,
Such noble truths in noble words have told
As by her said: "From things that do not give
Eternal life, what joy can I derive"?

(৪)

When thou to England go, our brethren greet
Of Wakefield[5]; tell them they do well to preach
Theistic truths in Christian dress, to teach
Our countrymen those truths we think it meet
To clothe them in a Shastric garb. To seat
Celestial truth in hearts of people weak,
We should this plan pursue, until we break
The ranks of error strong and her defeat,
Our faith the same though vested different;
As Englishman and Hindu both are men
Though diff'rent clad. Religion true at end
Will win the fight, such forms need perish then,
But now let us all work, though slow yet sure.
As God Himself does work, to end secure.

(1859)

(১)

যাও প্রিয় বৎস, সাহসী তীর্থযাত্রীর ন্যায় ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরের বিপুল ব্যাপ্তিকে অতিক্রম করিয়া সেই দেশে যাও, যে-দেশে বাণিজ্যলক্ষ্মী, শিল্প-দেবী এবং বিজ্ঞানলক্ষ্মী মুক্তপুরুষগণের উপর মুক্তহস্তে দুর্লভ কৃপা বর্ষণ করিয়া থাকেন। তুমি কৃত্রিম ধর্মের নাগপাশে বন্দী নও, ইহার শৃঙ্খল

British Isles to be the *Sweta Dwipa* or the white Isles of the Puranas.

4. See the story of Maitreyi and Yajnavalkya in the Brihadaronyaka Upanishad.

5. The Free Unitarian Church or rather the Theistic Congregation of Wakefield.

তোমাকে বাঁধিতে পারে নাই। তুমি একান্তভাবে মুক্ত। যাহারা সাগর অতিক্রম করিতে ভয় পায় এবং মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সাগরসৈকতে কালহরণ করে, তুমি তাহাদের কেহ নও। তোমার স্বাধীন মনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে, যদিও ইহার অতিরেক ঘটিতে দেখিলে আমি প্রায়ই বাধা দিই। যাও বৎস, কিন্তু তথাপি তুমি আমাদেরই একজন হইয়া থাকিও। তুমি সেইরূপ নির্বোধ অনুকারকদের একজন হইও না যাহারা আচারে-ব্যবহারে, সাজ-সজ্জায় এবং ভাষায় বিজাতীয় হইয়া যায়, নির্লজ্জভাবে ইংলণ্ডকে স্বদেশ বলিয়া গণ্য করে এবং নিজ মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে বিষবৎ বিবেচনা করে।

(২)

যাও প্রিয় বৎস, সাহসী তীর্থযাত্রীর ন্যায় সেই দেশে যাও, যে-দেশে প্রকৃতির ভৃত্য ও ব্যাখ্যাতা মানুষ নৈসর্গিক শক্তিগুলিকে ঈশ্বরোপম প্রভাবে হেলায় নিয়ন্ত্রিত করে। যাও সাহসী যুবক, সেই দেশে যাও, যে-দেশে বিজ্ঞান-দেবীর পূজারিগণ জলে-স্থলে বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় দেয়। সেখানে তুমি আত্মহারা হইয়া যে শিল্পবস্তুগুলিকে দেখিবে সেগুলি যেমন বিস্ময়কর তেমনই বিপুল। কেবল বস্তু নয়, সেখানে তুমি মহৎ ব্যক্তিদেরও দেখিয়া নয়ন সার্থক করিবে। সেখানে আছেন মহান হারশেল, মিল এবং অনুপম টেনিসন। সেখানে আরও অনেকে আছেন যাঁহাদের যশের প্রতিধ্বনি ভারতবর্ষে শ্রুত হয় এবং যাঁহারা সুদূর ইংলণ্ডের আকাশে উজ্জ্বল আলোক-স্বরূপ। যাও বৎস, প্রতীচ্যের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর, কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব হারাইয়া বসিও না; এবং পাঠ সমাধা হইলে তোমার রুদ্যমান পিতার বক্ষে ফিরিয়া আসিও।

(৩)

বৎস আমার, ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া তুমি দেখিবে সেখানে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা আমাদের মতে বিশ্বাস করেন এবং যাঁহারা বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া সত্য ধর্ম ও ঈশ্বরবাদের মহিমা ঘোষণা করিয়া চলিয়াছেন। সেখানে আছেন তেজস্বী নিউম্যন, যিনি কুসংস্কারের শত্রু, আপোষ-বিরোধী এবং যিনি সন্দেহ ও সন্দেহবাদীদের প্রতিও দয়া করেন কিন্তু দম্ভ ও বাচালতাকে প্রশ্রয় দেন না। সেখানে তুমি তাঁহাকে এবং

আমাদের ভগিনীস্থানীয়া ব্রহ্মবাদিনীদের দেখিবে যাঁহারা আমাদের পুরাণোক্ত সুদূর শ্বেত-দ্বীপে বাস করেন এবং যাঁহারা প্রাচীন ভারতের নক্ষত্রস্বরূপা মৈত্রেয়ীর ন্যায় মহান সত্য প্রচার করিয়াছেন—সেই মৈত্রেয়ীর ন্যায় যিনি বলিয়াছিলেন ঃ "যে বস্তু অনন্ত জীবন প্রদান করে না, সেই বস্তু হইতে আমরা কোন্ আনন্দের আশা করিতে পারি?" এই ব্রহ্মবাদিনীদের মঙ্গল হউক।

(৪)

ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া আমাদের ওয়েকফীল্ডের বন্ধুগণকে নমস্কার জানাইও। তাঁহাদের বলিও তাঁহারা ঈশ্বরবাদের যে সত্য খৃষ্টধর্মের মধ্য দিয়া প্রচার করিতেছেন তাহা প্রশংসার যোগ্য এবং আমাদের দেশবাসিগণকে যে সেই সত্যে দীক্ষিত করিতেছেন তাহা আমরা নিজ শাস্ত্রীয় মতে গ্রহণ করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। দুর্বল ব্যক্তিগণের হৃদয়ে দিব্য সত্য স্থাপন করার কর্মে ততদিন আমরা অগ্রসর হইয়া চলিব যতদিন পর্যন্ত না ভ্রান্তি দূর করিতে পারি এবং ভ্রান্তিকে পরাজিত করিতে পারি। পথ বিভিন্ন হইলেও আমাদের মত এক। পোষাকে পৃথক হইলেও কি ইংরাজ কি হিন্দু দুইজনই মানুষ। সত্য ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। ভ্রান্তির পরাজয় ঘটিবেই। এস, সকলে মিলিয়া কাজ করি; আমাদের ব্রত একদিন সফল হইবেই। বিলম্ব দেখিয়া আমরা যেন শংকিত না হই। জয় সুনিশ্চিত। স্বয়ং ধীরস্থির হইয়া কর্মপথে অগ্রসর হই, যাহাতে পরিণতি নিরাপদ ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

আমার প্রেরিত উপহারদত্ত চতুর্দশপদী কবিতা পাইয়া প্রিয়বাদিনী ব্রহ্মবাদিনী আমাকে লিখিলেন—

(১৮৫৯)

28 *August*, 1870.

MY DEAR SIR,

I should feel that I was not fulfilling my duty if I did not send you a few lines to tell you how much pleasure the poem which you wrote to your son-in-law on going to England has given me. Mr. Ghose, as we call him here, must forgive us for anglicizing his name, you

know we practical English, do every thing that takes least trouble, and is most convenient to us, gave me the poem now some weeks past, and it was with surprise and pleasure that I learnt my name was known by one so far away, and a stranger to me, and that it was mentioned in such a manner. I have received many advantages and very great pleasure from the visit here of your friend Babu Keshub—his name I will not anglicize, he is only a bird of passage amongst us—and one of the greatest of those advantages has been, the strong proof he has given us, that men of all nations are of one spirit, however different they may be in some ways; and that they are able in many things to sympathise with, and understand each other, to an extent in which I hardly believed before. Your poem in which I am called your "sister" makes me also realise the same truth. It seems a very glorious thing that separated by so many thousands of miles, people may yet feel a true bond of union between them. It does, indeed, help me to realise that all men are God's children. Two lines of Tennyson's will, I think, express my feeling as well as anything,

"For so the whole round earth's every way.
Bound by gold chains, at the feet of God."

* * *

He (Keshub) has indeed helped many others here, by helping us from his own ardent religious spirit, and fervent faith, to put warmth, and fervour and reality, into our perhaps less vivid faith. Enthusiasm is a glorious thing, it must enkindle flame in other souls. I might not be correct if I were to say he has done this for the greater proportion of those who have come in contact with him, but in very many cases it is undoubtedly true, in more

cases I feel sure than he is himself aware, or than we ourselves are, but I trust in the course of time the fruits of his visit will be more seen throughout England, in a growth towards a purer theism, a wider, warmer-hearted religious faith. As a social reformer we must also honour him highly. When I think of what courage he must have—what courage many of you have—in breaking through time-honoured customs and ceremonies. I wonder and admire; though we have not the same difficulties to overcome, yet many of us here would fall far below, in our courage in overcoming our "idolatrous" customs.

* * *

Sorry indeed are we to lose him, but we know his work lies in India, for that he must be best fitted; though in some ways he could not have done for us what he has, had he been European, yet I think one not brought up amidst it, is not so well-fitted to *permanently* influence European life, in these days an exceedingly complex thing. * * *

Yours in theistic fellowship.

(Sd.) Elizabeth Sharpe.

P.S.--I cannot help wishing to tell you that one of the things we greatly admire in Babu Keshub is his strong wish that his country shall not be denationalised, but that it shall be elevated and improved according to its own nature; it seems to us India can thus only be truly reformed, having life of its own as the basis of reformation, not adopting in all things foreign ways and habits.

২৮শে আগস্ট, ১৮৭০।

প্রিয় মহাশয়,

আপনার জামাতার বিলাতযাত্রা উপলক্ষে রচিত আপনার কবিতাটি আমাকে যে কী আনন্দ দিয়াছে তাহা জানাইয়া আপনাকে কয়েক ছত্র না লিখিলে, আমার মনে হয়, কর্তব্যের প্রতি আমার অবহেলা করা হইবে। আপনার জামাতাকে আমরা এখানে বিলাতী কায়দায় মিঃ ঘোষ বলিয়া ডাকি। আপনি তো জানেন আমরা ইংরাজরা কাজের লোক। যাহাতে ক্লেশ অত্যল্প এবং সুবিধা অত্যধিক আমরা সেইরূপ কর্মই করিয়া থাকি। মিঃ ঘোষ কয়েক সপ্তাহ পূর্বে আমাকে ঐ কবিতাটি দেন এবং এই জানিয়া আমি অবাক ও আনন্দিত হই যে এমন একজন ব্যক্তিও আমাকে জানেন এবং আমার প্রশংসা করেন যিনি আমার অজানা, অচেনা। এই প্রসঙ্গে আমি আপনার বন্ধু কেশববাবুর উল্লেখ করিতে চাই। তাঁহার নামের বিলাতী সংস্করণ করিব না। তিনি আসিয়াছিলেন, আবার চলিয়া গেলেন এই পর্যন্ত। যাহা হউক তিনি যখন আসেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও উপকৃত হই। তাঁহার একটি কথায় আমার সর্বাধিক উপকার সাধিত হইয়াছিল। তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন যে মানুষের পথ বিভিন্ন হইলেও আত্মার ক্ষেত্রে সর্বজাতি, সর্বমানব এক ও অভিন্ন, এবং পৃথিবীতে এমন অনেক বিষয় আছে যাহা মানুষে মানুষে মিলন ঘটায়, একে অপরকে বুঝিতে সাহায্য করে। তিনি এই সত্যটি এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন যে উহা বিশ্বাস না করিয়া পারি নাই। যেটুকু অবিশ্বাস ছিল তাহাও যেন দূর হইয়া যায়। আপনার কবিতায় আপনি আমাকে 'ভগিনী' সম্বোধন করিয়াছেন। ইহা হইতেও আমি সেই একই সত্য উপলব্ধি করি। এই দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ হয় যে হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও একটি মানুষ অপর একটি মানুষের সহিত নিবিড় আত্মীয়তার ঐক্য অনুভব করে। ইহা হইতে আমি বুঝিতে পারি যে সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান। টেনিসনের দুইটি লাইনে অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে ঃ

(স্বাঃ) এলিজাবেথ শার্প।

"পৃথিবীর যত পথ স্বর্ণশৃঙ্খলে বাঁধা সব—
চরণে ঈশ্বরের, করি অনুভব।"

*　　　*　　　*

কেশবাবু বাস্তবিকই এখানকার অনেককে উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহার একান্ত ধর্মনিষ্ঠা এবং জ্বলন্ত বিশ্বাস আমাদের অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট বিশ্বাসকে আরও দৃঢ়, আরও একান্ত এবং আরও বাস্তব করিয়াছে। উৎসাহ ভাল। ইহা অপরের আত্মায় জ্ঞান ও ভক্তির শিখা প্রজ্বলিত করিবেই। আমি যদি বলি যে যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারাই কেবল উপকৃত হইয়াছেন তাহা হইলে হয়তো আমার ভুল বলা হইবে, কারণ নানা ক্ষেত্রে তাঁহার সহায়তা অত্যন্ত স্পষ্ট। একদিন আসিবে যেদিন সমগ্র ইংলণ্ডে তাঁহার এই আগমন ফলপ্রসূ হইবে, তাঁহার উপদেশ ঈশ্বরবাদকে আরও উন্নত করিবে এবং মানুষের মন এক ব্যাপকতা এবং সুকুমার ধর্মবিশ্বাসের দিকে নিবদ্ধ হইবে। সমাজ-সংস্কারক হিসাবেও আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিব। তাঁহার সাহস, (যে-সাহস আপনাদের অনেকেরই আছে) গতানুগতিক রীতি ও অনুষ্ঠানের নিগড় ভাঙিয়া নূতনকে আলিঙ্গন করিবার স্পৃহা—এইগুলি বিস্ময়কর হইলেও প্রশংসনীয়। আমি প্রশংসা করি এবং অবাকও হই। আমাদের পথে এই ধরণের কোন বাধাবিঘ্ন না থাকিলেও এখানে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা আমাদের 'পৌত্তলিক' প্রথাগুলি কাটাইয়া উঠিবার জন্য এতদূর সাহস প্রদর্শন করিতে পারিতেন না।

*　　　*　　　*

তাঁহাকে হারাইয়া আমরা বাস্তবিকই দুঃখিত হইয়াছি, কিন্তু আমরা জানি তাঁহার কাজ ভারতবর্ষে, কারণ ভারতবর্ষই তাঁহার কর্মক্ষেত্র। যদি তিনি ইউরোপীয় হইতেন তাহা হইলে আমাদের জন্য যাহা তিনি করিয়াছেন তাহার খানিকটা হয়তো করিতে পারিতেন না, তথাপি আমার মনে হয়, দিন-কাল যেমন পড়িয়াছে, যিনি ইউরোপীয় চিন্তাধারায় মানুষ হন নাই তাঁহার পক্ষে ইউরোপীয় জীবনে স্থায়ীভাবে প্রভাব বিস্তার করা হয়তো ততটা সম্ভব হইবে না। ইতি।

আপনার সহ-ঈশ্বরবাদিনী

পুনশ্চ ঃ আর একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কেশববাবুর মধ্যে আর একটি বিশেষ প্রশংসনীয় বিষয় এই যে তিনি, তাঁহার দেশের বিজাতীয়করণের ঘোর বিরোধী। তিনি বলেন যে তাঁহার দেশকে উন্নত এবং মহিমান্বিত করিতে হইবে ইহার স্বভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। আমাদেরও মনে হয় একমাত্র এই পথেই ভারতবর্ষের যথার্থ সংস্কার সম্ভব। এই সংস্কারের ভিত্তি হইবে ভারতবর্ষের নিজস্ব প্রাণবস্তু, বিজাতীয় রীতি-নীতি নয়।

বিদুষী জাতীয় জীবনকে পত্তনভূমি করিয়া সংস্কার কার্য সম্পাদন করা সম্বন্ধে উপরে বলিয়াছেন দেখ! তিনি আর এক পত্রে (১৫ই মার্চ্চ, ১৮৭১) লিখিয়াছেন—

"The four pamphlets you have so kindly sent to me have very greatly interested me. I think it would please you to hear a remark made by a lady to whom I lent 'A Defence of Brahmoism and the Adi Brahmo Samaj'. 'I am surprised and pleased to see how strongly its writer feels that there is indigenous Indian life and thought on which to plant new efforts after regeneration. I was not aware the Indians felt their own nationality so strongly or at least I thought all those who seeking reform are also turning towards the European civilization.' I can give you another instance of how strongly we English respect those who honour their own country and national life. Another friend of mine was struck with pleasure by nothing so much in Keshub Babu's last speech in London as by his saying "I came here an Indian and return a confirmed Indian." "I do not know if it will sound strange to you that your pamphlets strike me, if I may say so, as being more English, more European in tone, than other Brahmo writings I have read This seems curious when you are wishing to adhere more to Hindu life than

some others do, but I think, perhaps, it is because your tone is calmer, more 'business-like' if I may use the expression, more scientific perhaps than some writers who have more religious enthusiasm. This made your writings valuable to me.''

দয়া করিয়া আপনি যে চারখানি পুস্তিকা আমায় পাঠাইয়াছেন তাহা আমাকে অত্যন্ত প্রীত করিয়াছে। আপনার 'ব্রাহ্মধর্ম' ও আমি ব্রাহ্মসমাজের স্বপক্ষে' নামক পুস্তিকাখানি আমি এক ভদ্রমহিলাকে পড়িতে দিয়াছিলাম। তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা শুনিয়া আপনি আনন্দিত হইবেন : 'নব-জীবনলাভের পর একমাত্র ভারতীয় জাতীয় জীবন ও চিন্তার ভিত্তিপ্রস্তরে উপরই যে নব নব প্রচেষ্টা সার্থক হইতে পারে, লেখকের এই গভীর বিশ্বাস দেখিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট ও আনন্দিত হইলাম। আমি পূর্বে জানিতাম না যে ভারতবাসিগণের স্বদেশানুভূতি এত গভীর। মোটামুটি ইহাই জানিতাম যে সংস্কারের জন্য তাঁহারা ইউরোপীয় সভ্যতার মুখাপেক্ষী।' যাঁহারা স্বদেশ ও জাতীয় জীবনকে শ্রদ্ধা করেন তাঁহাদের প্রতি আমরা ইংরাজরা যে কত শ্রদ্ধাশীল তাহার আর একটি নমুনা আমি আপনাকে দিতে পারি। আমার আর একটি বন্ধু লণ্ডনে কেশববাবুর শেষ বক্তৃতায় যতটা অভিভূত হইয়াছিলেন তদপেক্ষা অভিভূত হইয়াছিলেন তাঁহার এই কথায় : আমি এখানে আসিয়াছিলাম ভারতীয় হইয়া, ফিতিতেছি আরও ভারতীয় হইয়া।'

কি জানি, শুনিয়া হয়তো আপনি অবাক হইবেন, অপরাপর যে ব্রাহ্ম লেখাগুলি আমি পড়িয়াছি তাহার মধ্যে আপনার পুস্তিকাগুলির সুর আমার নিকট অধিকতর ইংলণ্ডীয় এবং ইউরোপীয় বলিয়া মনে হইয়াছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে অপরাপর ব্যক্তি অপেক্ষা আপনি হিন্দু জীবনে অধিকতর বিশ্বাসী। তবে এইরূপ মনে হইল কেন ? আমার মনে হয় ইহার জন্য দায়ী আপনার স্থিরচিত্ত-বৈজ্ঞানিক মনোধর্মিতা এবং বাক্-সংযম। আরও লেখক অবশ্য আছেন কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে তাঁহাদের উৎসাহ যত বেশি, উপরি-উক্ত গুণাবলী সম্পর্কে তাঁহাদের

চেতনা তত গভীর নয়। এই গুণাবলীর জন্যই আপনার লেখাগুলি আমার নিকট মূল্যবান।

মিস্ এলিজাবেথ শার্প মহাশয়াকে আমার কৃত ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ তাঁহার দৃষ্টি জন্য পাঠাইয়া দিই। তিনি তাহা পাঠ করিয়া আমাকে লিখিয়াছিলেন (৮ই আগষ্ট, ১৮৭১) :—

"This little book has given me a better insight into the Hindu Shastras than I have before been able to have. How much I shall look forward to one day seeing the book you say you are preparing*. I am much struck with the great spirituality in many of the passages. It is very wonderful the intense realization those old Rishis had of the omnipresence of God. How beautiful that is 'He who seeth all in God and God in all despiseth not any.' How full of wisdom is the sentence, 'If you think you have known God well, then you know but little of the nature of God.' That has dwelt much in my mind since I read it in your book. To me, nothing in religious thought is more grand, more awful, more impressing, than the thought how infinitely beyond any knowledge and conception of ours is God. It is even comforting to me sometimes to think how much of him we do not know. Then I feel how right it is to be humble and patient, to wait in trust, not to dogmatize as the orthodox do, nor as the materialist, who will dogmatize in declaring there is nothing beyond things present to be known. It never harmonizes with my feeling when people speak with great certainty of the nature of God. Still that does not in any way weaken my *knowledge* that *he is*. 'It is neither that

1* Selections from the Hindu Shastras. ইহা আমার হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার ইংরাজী অনুবাদের শেষে আছে। তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। (১৮৮৯)

I know not God, nor is it, that I know Him. But while our knowledge of his nature seems sometimes undefined, how strong, how vivid, is our feeling of his love, our sense of our constant nearness to Him, our trust in His infinite kindness."

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পড়িয়া হিন্দু শাস্ত্রগুলিকে আরও ভাল করিয়া বুঝিতে সক্ষম হইলাম। জানিতে পারিলাম আপনি আর একখানি পুস্তক প্রণয়নে রত আছেন। কবে ইহা দেখিব এই আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি! গ্রন্থখানির বহু অংশে যে মহৎ আধ্যাত্মিকতা ছড়াইয়া আছে তাহা দেখিয়া আমি অতীব চমৎকৃত হইয়াছি। প্রাচীন ঋষিরা ঈশ্বরের সর্বব্যাপিতা সম্বন্ধে যে গভীরতম উপলব্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই উপলব্ধি কি অসীম বিস্ময়ের, তাই না? 'যিনি ঈশ্বরের মধ্যে সকলকে দেখেন এবং সকলের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না'—এই সত্যটি কি চমৎকার! 'তুমি যদি মনে কর যে ঈশ্বরকে তুমি ভালরূপে জানিয়াছ, তাহা হইলে তুমি ঈশ্বরের স্বভাব সম্বন্ধে কিছুই জান না'—এই বাক্যটি কি জ্ঞানগর্ভ! আপনার গ্রন্থখানি পড়ার পর মুহূর্ত হইতেই এই কথাগুলি আমার বার বার মনে পড়িতেছে। ঈশ্বর সর্বজ্ঞানের অতীত, সর্ব ধারণার ঊর্দ্ধে। আমার মতে, ইহার চেয়ে সুন্দর, বিপুল এবং মর্মস্পর্শী সত্য ধর্মভাবধারায় আর একটিও নাই। এমন কি মাঝে মাঝে আমি এইটুকু জনিয়া সান্ত্বনা পাই যে তাঁহার কতটুকু অংশ আমরা জানি! তখন আমি বুঝিতে পারি, আমাদের আরও কতটা ধীরস্থির হওয়া প্রয়োজন, ঈশ্বরে মতি রাখিয়া আমাদের আরও কতটা অপেক্ষা করা প্রয়োজন। এই সংগে বুঝিতে পারি, গোঁড়ামি এবং যাঁহারা বলেন যাহা আছে তাহাই কেবল জানা যায়, তাহার বাহিরে কিছুই জানা যায় না, তাঁহারা কত ভ্রান্ত! ঈশ্বরের স্বভাব সম্বন্ধে যাঁহারা সবজান্তার ন্যায় কথাবার্তা বলেন, তাঁহাদের সহিত আমি একাত্ম হইতে পারি না। তথাপি, তিনি যে আছেন, আমার এই জ্ঞানকে ইহা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। আমি ঈশ্বরকে জানি ইহা যেমন সত্য নয়, তেমনই আমি যে তাঁহাকে জানি না ইহাও সত্য নয়। মাঝে মাঝে আমাদের জ্ঞান

ঈশ্বরের স্বভাবের নাগাল পায় না সত্য, তবু তখনও তাঁহার প্রেমের অনুভূতি, তাঁহার সহিত আমাদের নিত্য নৈকট্য বোধ এবং তাঁহার অসীম দয়ায় আমাদের বিশ্বাস কি দৃঢ়, কি স্পষ্ট ইহাই না আমাদের মধ্যে দেখা দেয়!"

আমি বিদুষীকে সংস্কৃত শাস্ত্র ও পারস্য কবির গ্রন্থ হইতে উত্তম উত্তম বচন নির্বাচন করিয়া তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ পূর্বক তাঁহার দৃষ্টি জন্য প্রেরণ করিতাম, তাহাতে তিনি অত্যন্ত আহ্লাদ ও বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিতেন। সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত যে সকল শ্লোক অনুবাদ করিয়া পাঠাই তাহার মধ্যে নিম্নে লিখিত শ্লোক একটি ঃ—

পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়েম্বনুতৎপরোপি।
ধীরো ন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দং॥
সঙ্গীত নৃত্যকতিতান বশংগতাপি।
মৌলিস্থকুম্ভ পরিরক্ষণধীর্নটীব॥

বিশ্বনাথ চক্রবর্তিকৃত ভাগবতের টীকা।

যেমন সুধীরা নটী সঙ্গীত, নৃত্য ও কত প্রকার তানের বশবর্তী হইয়াও মস্তকস্থিত কুম্ভ পতিত হইতে দেয় না, তদ্রূপ ধীর ব্যক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিয়াও মুক্তিদাতা ঈশ্বরের পদারবিন্দ পরিত্যাগ করেন না।

তাঁহার ১৮৭১ সালের ২৮এ ডিসেম্বর তারিখের পত্রে এই শ্লোক সম্বন্ধে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন—

"I have a sonnet to quote to you by a favourite English Poet of mine, Elizabeth Barret Browning, it so much agrees in sentiment with this passage you quoted to me; 'As the woman that dances with a pitcher full of water on her head, dances regularly but has her mind upon the pitcher to prevent it from falling so a pious man should perform worldly business but have his mind at the same time set upon God.'

The woman singeth at her spinning-wheel
A pleasant chant, ballad, or bar carolle,

She thinketh of her song, upon the whole,
Far more than of her work, and yet the reel
Is full, and artfully her fingers feel
With quick adjustment provident control,
The lines too subtly twisted to unroll
Out to a perfect thread. I hence appeal
To the dear Christian Church, that we may do
Our Father's business in these temples mirth,
Thus swift and steadfast thus intent and strong,
The while apart from toil, our souls pursue
Some high, calm, spheric tune, and prove our work
The better, for the sweetness of our song.

"আমার প্রিয় কবি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিঙ্-এর একটি চতুর্দশপদী কবিতা আপনাকে শুনাইতে ইচ্ছা করি। আপনি যে অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার সহিত ইহার মিল আছে। 'যেমন সুধীর নটী জলপূর্ণ কুম্ভ মস্তকে লইয়া তালে তালে নৃত্য করিবার সময় মস্তকস্থিত কুম্ভ পতিত হইতে দেয় না, তেমনই ধীর ব্যক্তির উচিত বিষয়কর্মে মনোযোগ দিয়াও ঈশ্বরের পদারবিন্দে মতি রাখা।'

"চরকায় সুতা কাটিতে কাটিতে নারী গান গাচ্ছে—কোন মধুর গীত, গাথা কিম্বা খেয়া বাহিবার গান। তাহার নিকট কাজ বড়, কিন্তু কাজের চেয়ে ও বড় তাহার এই গান। গানের সংগে সংগে পাকানো সুতাগুলি অপরূপ লালিত্যে এবং সুনিপুণ শিল্পপ্রতিভার স্পর্শে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সুতায় পরিণত হয়। আমি খৃষ্টান চার্চের নিকট এই বলিয়া আবেদন করিতেছি যে আমরা ভবমন্দিরে পরম পিতার কাজ ক্ষিপ্রতা অথচ দৃঢ়তার সহিত নিষ্ঠা এবং আনন্দের সহিত সম্পন্ন করিব; কিন্তু কাজের কথা ছাড়াও আমাদের আত্মা যেন ধীর, সারগর্ভ এবং সুমহান এক সংগীতের সাধনায় রত থাকে। তাহাতে কাজও ভাল হইলে এবং গানও মধুর হইবে।"

আমি বিদুষীকে আমার প্রণীত নিম্নলিখিত কয়েকটি পুস্তিকা উপহার স্বরূপ পাঠাই।

(১) ব্রাহ্মধর্ম এবং ব্রাহ্ম-সমাজের স্বপক্ষে

(২) আজিকার ব্রাহ্ম প্রশ্নগুলির জবাব

(৩) ব্রাহ্ম উপদেশ, সাবধানবাণী এবং সাহায্য

(৪) আদি ব্রাহ্ম-সমাজ এবং ইহার নীতিসমূহ

'ব্রাহ্ম উপদেশ, সাবধানবাণী এবং সাহায্য' পুস্তিকার শেষে আমি বলি "ব্রাহ্মধর্ম ঐক্যের ধর্ম"। এই সম্বন্ধে তিনি তাঁহার ১৮৭১ সালের ১৫ই মার্চের পত্রে লেখেন ঃ

'I am so very much pleased with what you say in one of your pamphlets: 'Brahmoism is the religion of harmony.' 'The law of harmony is the test by which we should exmine whether any religious doctrine really agrees with Brahmoism.' Those words have helped me much. They expressed a thought I was trying, just before I read them, to arrive at more clearly than before. Our Theism should indeed try to make into one great harmonious whole all we find in God's wonderful world, for is not all, save our sin from God? And this, to me, is the great beauty and strength of theism that it helps me to feel how all science, all knowledge, all social improvement, all we do or learn, may partake of God. We are to develop harmoniously all parts of our nature in due proportion, not to dwarf one for the other's sake, for has not God endowed us with all these qualities? An exclusive religion, one that made something specially holy, and other less so, could never comfort me. I long for harmony: yet we know while there is humanity there must be some warring; warring at least with evil. Do you know Tennyson's beautiful lines?

Let knowledge grow from more to more,
But more of reverence in us dwell,
That mind and soul, according well,

May make one music as before,
But vaster.'

We want our whole lives 'to make one music' before God, our Father. Only to-day I was reading a passage from the Roman Marcus Aurelius, which agrees with this thought. 'Everything harmonizes with me which is harmonious to Thee O Universe. Nothing for me is too early or too late which is in due time for Thee. Everything is fruit to me which Thy seasons bring. O Nature! From Thee are all things, in Thee are all things, to Thee all things return'*. Of course, nature to me is not separated from God. Nature's ways are His ways, though how great and infinitely beyond and above nature He may be, we cannot tell."

"আপনার একখানি পুস্তিকায় আপনি লিখিয়াছেন ঃ 'ব্রাহ্মধর্ম ঐক্যের ধর্ম।' ইহা আমার অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে। 'কোন ধর্মমত আসলে ব্রাহ্ম-ধর্মের সহিত একাত্ম কি না তাহা নির্ভর করে সেই ধর্মমত ঐক্যের নিয়ম মানিয়া চলে কি না, তাহার উপর।' এই কথা আমাকে অত্যন্ত উপকৃত করিয়াছে। আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছিলাম, ইহা সেই সিদ্ধান্তকে প্রকাশ করিয়াছে। ঈশ্বরের পরম সুন্দর পৃথিবীতে যাহা কিছু অমারা দেখি সেই সবকিছুর মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা এবং সবকিছুকে এক সূত্রে গ্রথিত করাই আমাদের ঈশ্বরবাদের প্রকৃত কর্তব্য হওয়া উচিত। কারণ, এক পাপ ছাড়া আর সমস্তই কি আমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে পাই নাই? উপরন্তু আমার মতে ঈশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য হইল এই যে, ইহা আমাদের বুঝিতে সাহায্য করে যে, আমরা যাহা কিছু করি কিংবা শিখি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজ-উন্নয়ন—সব কিছুই ঈশ্বরের অনন্ত

* যতো ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি
যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম।
তৈত্তরীয় উপনিষৎ।

স্বভাবের সহিত যুক্ত। আমাদের স্বভাবের সকল অংশকেই সুসমঞ্জস করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে—এক সুরে বাঁধিতে হইবে। কোন অংশকে বড়, কোন অংশকে ছোট করিলে চলিবে না। কারণ, ঈশ্বরের নিকট হইতেই না আমরা সকল প্রকার গুণ প্রাপ্ত হইয়াছি! যে ধর্ম নিজেকে বড় এবং পবিত্র ঘোষণা করিয়া অপর ধর্মকে ছোট করে, সেই ধর্ম আমাকে কখনও আনন্দ দিতে পারে না। আমি ঐক্যের উপাসিকা; তথাপি আমরা জানি যতদিন মানুষ আছে ততদিন অল্পবিস্তর সংগ্রাম থাকিবেই—অন্তত অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। টেনিসনের সুন্দর ছত্রগুলি কি আপনার জানা আছে ?

"জ্ঞানের সীমানা উত্তরোত্তর বিস্তৃত হউক, কিন্তু ভক্তির জ্ঞানই যেন আমাদের অন্তরে বেশি করিয়া বিরাজ করে; কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মন এবং আত্মা যেন একটি সঙ্গীত রচনা করিতে পারে—যে সঙ্গীত পূর্বেরই ন্যায় কিন্তু আরও বিরাট।"

আমরা চাই আমাদের জীবন যেন আমাদের পিতা ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া 'এমনই একটি সঙ্গীতে' পরিণত হয়। এই আজই আমি রোমক মার্কাস অরেলিয়াসের একটি অনুচ্ছেদ পড়িতেছিলাম। ইহার সহিত তাহার মিল আছে। 'হে বিশ্ব, যাহার সহিত তোমার ঐক্য আছে, তাহার সহিত আমারও ঐক্য আছে। তোমার সময় হইলেই আমারও সময় হইবে, মহাকাল তোমারই করায়ত্ত। হে প্রকৃতি, তোমার ঋতুসমূহ যাহা সৃষ্টি করে, তাহাই আমার নিকট ফল স্বরূপ; তোমা হইতেই সকল বস্তুর জন্ম, তোমারই মধ্যে সকল বস্তু বিরাজ করে এবং তোমারই নিকট সকল বস্তু ফিরিয়া যায়।' অবশ্য আমার মতে প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নয়। প্রকৃতির লীলা তাঁহারই লীলা, যদিও আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয় তিনি প্রকৃতির কত ঊর্দ্ধে, কারণ তিনি অনন্ত এবং মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা।"

বাঙ্গালীর ইংরাজী লেখা এবং তাঁহার নিজের বাঙ্গালা শিক্ষা সম্বন্ধে ঐ পত্রে বলিয়াছেন—

"I am struck by the perfectly correct English in which you write. You Hindus are indeed proficient in our language. You say you wish I could read Bengali,

the best works on Brahmoism being in that language; indeed I should like to read them. I have been lately trying to learn Bengali from my interest in your country. Babu Prasanna Kumar Ray has been helping me in this study. I feel that it would take me a very long time to become at all accustomed to the language, but I have with the help of good Dictianary (Sir C. Houghton's) been able to translate some of the sentences from Keshub Babu's little compilation of Theistic texts, those from the Hindu Scriptures, being only in Sanskrit and Bengali, were until now sealed to me. Some of them delighted me much, I show them also to my friends. I know they should properly be rendered into English from the Sanskrit rather than Bengali, still I am glad to reach through the Bengali. Could you tell me if I could procure any other Bengali work of spiritual passages selected from the Hindu Shastras? I see you mention one in your 'Defence of Brahmoism' (that pamphlet specially pleased and interested me). Is that compilation called 'Brahma Dharma' out of print? If you have other English pamphlets like those you sent me I should be much interested to see them. I wish I had some true theistic work to return to you, but none now occurs to me. If there is any English book you wish to see I could procure and send to you. I should be most pleased to send it to you, if you will tell me of it. It may sometimes be difficult to procure European works you want in Calcutta. I am very sorry to hear of your physical sufferings. I hope it is consolation to you to feel you have laboured for the right and true. Your account of how health must give way before mental labour in India is not encouraging to Europeans who might wish to visit your country. I could

say much more to you on many subjects, but my letter is long enough."

"আমি অবাক হইয়া ভাবি আপনি কি আশ্চর্যরকম শুদ্ধ ইংরাজী লেখেন। আপনারা হিন্দুরা আমাদের এই ভাষায় বাস্তবিকই সিদ্ধহস্ত। আপনি বলিয়াছেন, আমি যদি বাংগালা পড়িতে পারিতাম তাহা হইলে আপনি খুশী হইতেন; কারণ ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ লেখাগুলি সবই বাংগালা ভাষায়। পড়িতে পারিলে আমি সত্যই সৌভাগ্য মনে করিতাম। আপনার দেশের প্রতি অনুরাগ বশতঃ আমি কিছুদিন হইল বাংগালা ভাষা শিখিতে চেষ্টা করিতেছি। এই বিষয়ে প্রসন্নকুমার রায় মহাশয় আমাকে সাহায্য করিতেছেন। এই ভাষার সহিত সামান্য পরিচিত হইতেই আমার অনেক দিন লাগিবে; তবে একখানি ভাল অভিধানের (স্যার সি, হাউটনের) সাহায্যে কেশব বাবুর সংকলন-গ্রন্থ হইতে (যাহাতে ঈশ্বরবাদ সম্বন্ধে কতকগুলি পাঠ আছে) কয়েকটি বাক্য অনুবাদ করিতে সক্ষম হইয়াছি। হিন্দুশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত এই পাঠগুলি কেবল সংস্কৃতে এবং বাংগালায় লিপিবদ্ধ থাকায় এতদিন পর্যন্ত আমার নিকট দুর্বোধ ছিল। ইহার কতকগুলি আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়াছে। এইগুলি আমি আমার বন্ধুদেরও দেখাই। আমি জানি যে মূল সংস্কৃত হইতেই এইগুলির ইংরাজী অনুবাদ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবুও বাংগালার মাধ্যমে যে এইগুলি হৃদয়ংগম করিতে পারিতেছি ইহাতে আমি আনন্দিত। আপনি কি বলিতে পারেন, হিন্দুশাস্ত্র হইতে সংকলিত আধ্যাত্মিক অংশগুলির আর কোন বাংগালা গ্রন্থ আমার পক্ষে পাওয়া সম্ভব কি না? আপনার 'ব্রাহ্মধর্মের স্বপক্ষে' পুস্তিকায় একখানির উল্লেখ দেখিয়াছি। (এই পুস্তিকাখানি বিশেষ করিয়া আমার মনোরঞ্জন করিয়াছে)। 'ব্রাহ্মধর্ম' নামক সংকলন-গ্রন্থখানি কি আর ছাপা নাই? যেমন পাঠাইয়াছিলেন সেই ধরণের আর কোন ইংরাজী পুস্তিকা আমাকে পাঠাইলে অত্যন্ত আনন্দিত হইব। ঈশ্বরবাদ সম্পর্কে কোন ভাল লেখা আমার নিকট থাকিলে আপনাকে পাঠাইয়া দিতাম। যদি কোন ইংরাজী পুস্তক আপনি পড়িতে চান, উহার নাম জানাইলে, আমি তাহা সানন্দে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। প্রয়োজন মত কলিকাতায় ইউরোপীয় বইগুলি পাওয়া সবসময় সম্ভব না-ও হইতে পারে। আপনি অসুস্থ জানিয়া দুঃখিত হইলাম।"

মিস শার্প ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ চাহিবাতে তাহার ইংরাজী অনুবাদ একখণ্ড আমি তাঁহাকে পাঠাইয়া দিই। তাহা পাইয়া তিনি যে আনন্দ প্রকাশ করেন তাহা পূর্বে উদ্ধৃত এক পত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ অনুবাদ এক্ষণে (১৮৮৯) পাওয়া যায় না। ইহা ইংরাজী ১৮৫১ সালের পূর্বে প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হয়।

উপরে উল্লিখিত যে চারিখানি পুস্তিকা মহাশয়াকে পাঠাইয়া দিই তাহা তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক ঐ ভাষায় অসাধারণ বিদ্বান সুবিখ্যাত জর্মন পণ্ডিত গোল্ডষ্টুকার সাহেবকে দেখান; তাহাতে তিনি যে পত্র মিস শার্পকে লিখিয়াছিলেন নিম্নে তাহার প্রতিলিপি দেওয়া গেল। পাঠকবর্গ উহা পাঠ করিয়া দেখিবেন যে আমি ধর্ম প্রচারের যে প্রণালী সমর্থন করি গোল্ডষ্টুকার সাহেব তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিয়াছেন।

14 St. George Square,
Primrose Hill, London.
August 7, 1871.

DEAR MADAM,

I feel very much obliged for your kindly sending me the letter of Babu Rajnarain, and having read it with great interest I beg to return it to you with my best thanks.

I quite agree with the Babu's views of the best, if not the only, means of effecting a sound reform of Hinduism. The Hindus must be shown that the present forms of their religion have nothing in common with the Vedic teaching, on which they assume them to be founded; but that they are the work of late ages, of ignorance and an interested priesthood. But to understand this, the Hindus must go back to their ancient Sanskrit literature of which they have all reason to be proud, they must remove ignorance by dint of hard study. As a long time, however, would be required in working out such a result, I believe that much might be gained by the establishing of religious

councils composed of good and learned Hindus in whom the people had confidence and whose exposition of the old doctrine would have weight with them. In former times single individuals like Sankaracharya effected such reforms by the same means; but as India has at present no man of this stamp, the combined action of several learned men should supply their place.

Mere general talking, preaching and moralising, without positive knowledge would have no effect; for, if ignorant or interested priests persuaded the masses that such preaching is not in the spirit of the old religion, they would believe them, and abide by their superstitions.

I am extremely glad also to find Babu Rajnarain regrets all kinds of foreign proselytism; for I have never doubted that even its best and sincerest intentions must remain useless, while too often only they have proved positively mischievous.

I beg to remain,
Dear Madam,
Your obedient Servant,
(Sd.) Th. Goldstucker.

১৪, সেণ্ট জর্জ স্কয়্যার
প্রিমরোজ হিল, লণ্ডন,
৭ই আগষ্ট, ১৮৭১

সচ্চরিতাসু,

দয়া করিয়া রাজনারায়ণ বাবুর পত্রখানি আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন বলিয়া অত্যন্ত বাধিত হইলাম। আমি ইহা অত্যন্ত কৌতূহলের সহিত পড়িয়াছি। এক্ষণে ধন্যবাদের সহিত তাহা আপনার নিকট ফেরত পাঠাইয়া দিতেছি।

হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত সংস্কার সাধন করিবার জন্য রাজনারায়ণ বাবু যে পথ-নির্দেশ দিয়াছেন তাহা যদি একমাত্র না হয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তো বটেই। ইহাতে

আমি সম্পূর্ণ একমত। হিন্দুদের দেখাইয়া দেওয়া উচিত যে তাঁহারা বর্তমানে যে ধর্মগুলির চর্চা করিয়া থাকেন, তাহার সহিত বৈদিক ধর্মের কোনই মিল নাই, যদিও তাঁহারা ধরিয়া লন যে, তাঁহাদের ধর্ম বেদেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে পরবর্তীকালে অজ্ঞতা এবং পুরোহিত সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতার জন্যই বৈদিক ধর্মের এমন রূপান্তর ঘটিয়াছে। ইহা সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে হিন্দুদের ফিরিয়া যাইতে হইবে তাঁহাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে—যে সাহিত্যের জন্য তাঁহারা সত্যই গর্ব অনুভব করিতে পারেন। শ্রমসাধ্য অধ্যয়নের সাহায্যে তাঁহাদের এই অজ্ঞতা দূর করিতে হইবে। কিন্তু ইহা প্রচুর সময়-সাপেক্ষ। তাই আমার মনে হয়, এমন সং হিন্দু পণ্ডিতদের লইয়া যদি কতকগুলি ধর্মসভার সৃষ্টি করা যায়, যাঁহাদের কথা এবং প্রাচীন ধর্মব্যাখ্যা লোকে বুঝিবে এবং মানিয়া চলিবে, তাহা হইলে সুফল ফলিবার আশা আছে। পূর্বে ঠিক এই উপায়ে শংকরাচার্যের ন্যায় কয়েকজন ব্যক্তি একাই এমন সংস্কার সাধন করিতে সক্ষম হন। কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষে যখন তেমন ব্যক্তি নাই, তখন সেই স্থান পূর্ণ করা উচিত কোন পণ্ডিতমণ্ডলীকে দিয়া।

কাজের কাজ না করিয়া কেবল বক্তৃতা এবং উপদেশ বর্ষণ করিলে ফল ভাল হইবে না। যাহা প্রয়োজন তাহা হইল সঠিক জ্ঞান। কারণ অজ্ঞ কিংবা স্বার্থপর পুরোহিতগণ যদি জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হন যে, এই বক্তৃতা এবং উপদেশ প্রাচীন ধর্মের পরিপন্থী, তাহা হইলে জনসাধারণ তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিবে এবং কুসংস্কারগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবে।

আমি আরও একটি বিষয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। সে বিষয়টি হইল এই যে, রাজনারায়ণ বাবু সকল প্রকার বৈদেশিক ধর্মান্তর প্রচেষ্টার ঘোরতর বিরোধী। আমি নিঃসন্দেহ যে এই সকল প্রচেষ্টা যতই ভাল হউক না কেন, যতই সদিচ্ছা প্রণোদিত হউক না কেন, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবেই। উপরন্তু এই প্রচেষ্টাগুলি যে অত্যন্ত ক্ষতিকর তাহাও প্রমাণিত হইবে। ইতি।

বিনীত

(স্বাঃ) গোল্ডষ্টুকার

মহাশয়ের সঙ্গে যে প্রগাঢ় আত্মীয়তা হয় এবং পরস্পর যে স্নেহ জন্মে

তাহার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার প্রণীত একটি ক্ষুদ্র কবিতার প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

(1)

How wonderful is life, how strange and new!
Things are, I know, I never thought could be,
I know that far across the southern sea,
Are hearts that beat in kindness to me:
How wonderful is life, how strange but true.

(2)

What though men speak their thoughts
with different tongue,
What though they move far different
scenes among,
The language of the heart is still the same,
All spirits understand love's sacred name,
Blest be the land from whence to mine it came.

(3)

How can I ever thank my stranger friend?
His life and mine must lie in different ways,
But he has sunshine brought within my days,
By knowing how his thought with mine to blend,
And shown the common goal to which we tend.

(4)

What can I do, dear Father, but stoop low,
In true and loving gratitude to Thee,
Thou hast made possible these things should be,
'Tis Thou that leadest all where we should go,
Thy hand it is from whence these blessing flow.

(১)

জীবন কত সুন্দর, কত বিস্ময়কর এবং কত নূতন! আমি জানি অসম্ভবও সম্ভব হয়; আমি জানি সুদূর দক্ষিণ সমুদ্রের ওপারে এমন অনেকেই আছেন যাঁহাদের হৃদয় আমার প্রতি কৃপা-সহানুভূতিতে স্পন্দিত হয়। জীবন কত সুন্দর, কত বিস্ময়কর কিন্তু কত সত্য।

(২)

নানা লোকের নানা চিন্তা, নানা ভাষা; কিন্তু তাহাতে কি যায় আসে? নানা লোক নানা পরিবেশে লালিত-পালিত; কিন্তু তাহাতে কি যায় আসে? হৃদয়ের ভাষা তবু যে এক ও অভিন্ন। প্রেমের পবিত্র নামে সকলেই মিলিত হয়। যে-দেশ হইতে প্রেমের বাণী আসিয়াছে সেই দেশ ধন্য হউক।

(৩)

আমি কি ভাবে আমার অজানা বন্ধুকে ধন্যবাদ দিব? তাঁহার জীবন এবং আমার জীবন বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইবে; তিনি জানিতেন কেমন করিয়া আমাদের উভয়ের চিন্তা একসূত্রে গ্রথিত করিতে হয়, উপরন্তু তিনি সেই অভিন্ন লক্ষ্যের সন্ধান দিয়াছেন যে লক্ষ্যের দিকে আমরা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি।

(৪)

হে পিতঃ, সত্য ও সপ্রেম কৃতজ্ঞতায় তোমার সম্মুখে নতজানু হওয়া ব্যতীত আমি আর কি করিতে পারি? তুমি সকলই সম্ভব করিয়াছ। যে লক্ষ্যে আমাদের সকলের উপনীত হওয়া উচিত, সেই লক্ষ্যের দিকে তুমিই আমাদের পরিচালিত কর। তোমার হস্তই সকল আশীর্বাদের উৎস।

মিস শার্প-এর সঙ্গে অনেক পত্র লেখালেখি হয়। তাঁহার বিবাহের পর তাহা বন্ধ হইয়া যায়। বিবাহ করিবার অব্যবহিত পূর্বে তিনি আমাকে যে পত্র লেখেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

1 Highbury Terrace,
London,
18th July, 1872.

MY DEAR SIR,

I have two letters for which to thank you, dated

16th April and 18th May; both of them were very interesting to me, and I thank you much for your kind expressions towards me, I have also received safely your beautiful present of the silver butterfly; I think I must thank both you and your wife for sending it. It has been much admired by all my friends as well as by me especially. I shall always value it very much as a specimen of beautiful Indian workmanship, as rare and precious coming from so distant a country, but more than all because it will speak to me of the kind feelings of distant and unseen friends. I shall like very much to wear it in my hair. My sister Letitia is writing to your wife to send thanks also for her present. I am very glad to hear that you received Mr. Martineau's book* safely, and that you are pleased with it. Since I received your letters and presents, a packet of your pamphlets arrived by the last mail, and I have despatched some, and will soon send all to their several destinations.

I should have written to you before this, but I have been extremely engaged, and all my time and thoughts have been occupied in deciding a matter which will influence and indeed change all my future life. Perhaps you may have heard about this from some of my Calcutta friends. It is this, I am going to be married. This will change my life completely from what I thought it might have been. I shall never come to India now, which I thought I might possibly have been able to do, indeed I shall be able to do very little for your country, though I shall always care very much for her welfare, for I shall be so much occupied in my own home, and shall feel it my

1. Martineau's Endeavours after the Christian Life.

first duty, to spend all my best energies there. An English lady at the head of a household, has seldom much time or thought for objects beyond her home. I have hitherto had an unusual amount of leisure-time, living in a quiet home, well-ordered by my good mother, and sharing with my sisters the small domestic duties. In my new home I shall be more than usually occupied. Mr. Henry Cobb, to whom I am now to be married in a few weeks, is a London lawyer. He has been married before, and has four little children, to whom I am to supply the place of the mother they have lost so early. I am very happy in the thought of my new and life-long duties. It is, of course, impossible to leave any old course of life and enter a new one without some regrets, but I believe I am doing what is right, and as God would have me do. I cannot but regret that I shall be much cut off from my Indian friends, I shall have little leisure for writing or anything, but I shall always think with pleasure of the kindness *you* have shown to me, and shall value your letters, and the many interesting quotations from the oriental mines of treasure, I so much admire you have sent me. I am sorry I cannot answer your letters fully and properly. Will you tell your wife with my love I received and was much pleased to read her printed poem? One of my Indian friends, Babu Srinath Dutt translated it for me. I also was much pleased to receive her letter. If you still like to make us of use for your publications in London, I will do what I can. If I am very busy, one of my sisters will help me. Will you thank your son very much with my kind regards for copying for me the extracts from Sadi? I must not now

write more, but remain always with feelings of respect and regard.

Yours in theistic fellowship,
(Sd.) ELIZABETH SHARPE.

১, হাইবারি টেরেস
লণ্ডন,
১৮ই জুলাই, ১৮৭২

প্রিয় মহাশয়,

আপনার ১৬ই এপ্রিল ও ১৮ই মে-র পত্র দুইখানির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। দুইখানি পত্র পড়িয়াই আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আমার প্রতি আপনি যে প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন তাহার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার সুন্দর উপহার রৌপ্য প্রজাপতিটি নিরাপদে আমার নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহা পাঠাইবার জন্য আপনাকে এবং আপনার পত্নীকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। উপহারটি আমার তো ভাল লাগিয়াছেই, আমার বন্ধুগণেরও অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে। ভারতীয় কারিগরির সুন্দর নমুনা হিসাবে ইহা চিরদিন আমার নিকট মূল্যবান হইয়া থাকিবে। শুধু তাহাই নহে, সুদূর এক দেশ হইতে এই উপহারটি আসিয়াছে সেইজন্যও ইহা অমূল্য। কিন্তু সর্বোপরি ইহা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে যে আমার সুদূরের বন্ধুগণ আমাকে কত ভালবাসেন, যাঁহাদের আমি দেখিও নাই। আমার ভগিনী লেটিসিয়া-ও আপনার পত্নীকে তাঁহার উপহারের জন্য ধন্যবাদ পাঠাইতেছে। মিঃ মার্টিনু-র গ্রন্থখানি যে নিরাপদে আপনার নিকট পৌঁছিয়াছে এবং গ্রন্থখানি যে আপনার মনোরঞ্জন করিতে পারিয়াছে, ইহার জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আপনার দুইখানি পত্র এবং উপহারগুলি পাইবার পর গত ডাকে আপনার কতকগুলি পুস্তিকা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার কতকগুলি উপযুক্ত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়াছি। বাকিগুলিও সত্বর যথাস্থানে পাঠাইয়া দিব।

অত্যন্ত ব্যস্ত না থাকিলে আপনার পত্রের জবাব আগেই দিতাম। আমার সমগ্র চিন্তা ও সময় এমন একটি বিষয়ের মীমাংসায় ব্যাপৃত ছিল যাহা আমার

ভবিষ্যৎ জীবনে প্রভাব বিস্তার করিবে এবং সত্যই পরিবর্তন আনিয়া দিবে। আমার কলিকাতাস্থ বন্ধুগণের কাহারও কাহারও নিকট এ সম্বন্ধে কিছু হয়তো শুনিয়া থাকিবেন। ব্যাপারটি এই—আমি বিবাহিতা হইতে চলিয়াছি। ইহা আমার জীবনে পূর্ণ পরিবর্তন ঘটাইয়া দিবে। আমার পক্ষে এখন ভারতবর্ষে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। ভাবিয়াছিলাম হয়তো যাইতে পারিব, কিন্তু তাহা হইবার নয়। আপনার দেশের জন্য আমি বোধ হয় আর কিছুই করিতে পারিব না, যদিও ইহার মঙ্গলচিন্তায় আমার মন সর্বদা পূর্ণ হইয়া থাকিবে। ইহার কারণ হইল এই যে আমার নিজের সংসারে আমাকে সর্বদাই ব্যাপৃত থাকিতে হইবে এবং আমার প্রথম কর্তব্য হইবে সংসারের কাজগুলিতে সমস্ত শক্তি ঢালিয়া দেওয়া। একজন ইংরাজ গৃহকর্ত্রীর পক্ষে সংসারের বাহিরের কাজগুলিতে সাড়া দেওয়া প্রায় একেবারেই অসম্ভব। এতদিন আমার প্রচুর অবসর ছিল। বাড়ির কাজকর্ম দেখাশুনা করিতেন আমার স্নেহময়ী মাতা। জীবন ছিল নিরুপদ্রব। গৃহস্থালির ছোটখাটো কাজগুলি আমার ভগিনীদের সহিত ভাগাভাগি করিয়া লইতাম। আমার নূতন সংসারে সেই অবসর থাকিবে না, সর্বদাই অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিব। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মিঃ হেনরী কবের সহিত আমার বিবাহ হইবে। তিনি লণ্ডনের একজন উকিল। আগে একবার তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার চারিটি ছোট ছোট সন্তান আছে। আমাকে তাহাদের মা হইতে হইবে। জীবনব্যাপী নূতন কর্তব্যগুলির কথা ভাবিয়া আমার আনন্দের সীমা নাই। পুরাতন জীবন ছাড়িয়া নূতন জীবনে প্রবেশ করিবার সময় কিছুটা দুঃখ হয় সত্য, কিন্তু আমি জানি যাহা করিতেছি তাহা ঠিক এবং তাহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমি দুঃখ না করিয়া পারি না যে আমার ভারতীয় বন্ধুগণ হইতে আমি যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িব, লিখিবার বা অন্য কাজের অবসরই থাকিবে না; কিন্তু আপনি আমার প্রতি যে কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার জন্য আমি চিরদিন বাধিত থাকিব। আপনার পত্রগুলি এবং উদ্ধৃতিগুলি আমার নিকট অমূল্য সম্পদ হইয়া থাকিবে। আপনার পত্রগুলির পূর্ণ জবাব দিতে পারিব না বলিয়া দুঃখিত। আপনার পত্নীকে আমার ভালবাসা জানাইয়া বলিবেন যে তাঁহার প্রকাশিত কবিতাটি পড়িয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আমার একজন ভারতীয়

বন্ধু শ্রীনাথ দত্ত ইহা আমার জন্য অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। আপনার পত্নীর পত্র পাইয়াও আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আপনি যদি এখনও মনে করেন যে লণ্ডনে আপনার পুস্তক প্রকাশে সহায়তা করিতে পারি, তাহা হইলে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আমি যদি ব্যস্ত থাকি, আমার কোন ভগিনী আমাকে সাহায্য করিবে। সাদি-র কিছু অংশ নকল করিয়া আমার নিকট পাঠাইবার জন্য আপনার পুত্রকে দয়া করিয়া আমার ধন্যবাদ জানাইবেন। আজ এই পর্যন্ত। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা চিরদিন অটুট থাকিবে। ইতি।

আপনার সহ-ঈশ্বরবাদিনী
(স্বাঃ) এলিজাবেথ শার্প।

মহাশয়ার শেষ পত্রের প্রতিলিপি যেমন দেওয়া গেল তেমনি আমারও শেষ পত্রের প্রতিলিপি নিম্নে দিতেছি। উপরের পত্র এই পত্রের উত্তর।

Calcutta,—May, 1872.

MY DEAR MISS SHARPE,

After the despatch of my letter, dated the 16th ultimo and the parcel containing my wife's gifts to yourself and আনন্দময়ী* I received your very kind and valuable present of a copy of Mr. Martineau's "Endeavours after the Christian Life." I have not yet read the whole of the book but I am extremely pleased with what I have read. I have been literally charmed with certain passages replete with the most beautiful poetry and the strongest logic fused together. It is indeed a very precious gift. I have not see you personally. It seems to me as if an invisible hand is sending these precious gifts to me and that hand becomes at times dearer than those that are visible and near. Distance is of no reckoning in the case. "There were giants in those days"—the Taylors, the Barrows, the Hookers, the Miltons, the Leightons, the Latimers, the Cudworths and the Baxters. Mr. Martineau evidently

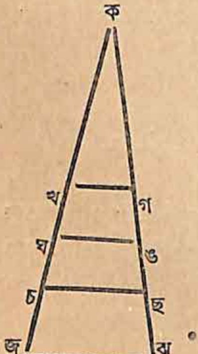
* বাঙলায় Letitia নামের অনুবাদ আনন্দময়ী।

belongs to this race and not the present, but surpasses even that race in clearer perception of truth and the deeper feeling of love. A thousand pity it is that he did not publish his magnificent sermons on the foundation of religious knowledge! If my feeble voice can add any weight to those of the respected 600 who signed the petition you speak of in your letter, I would certainly add mine.* The more I am learning of the causes of the schism† in the Samaj of India mentioned in my last, the more I am coming to the conclusion that the Great Man Theory, as propounded in Keshub Babu's lecture, has much to do with it. The seceders highly disapprove of that Theory. The diagrams in my last must have provoked a smile.‡ I must admit that I had thought as well as entertainment in view.

* সম্প্রতি (১৮৮৯) এই সকল "সর্ম্মন" "ধর্ম্মের অনুশীলন" নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

† কোচবিহারের বিবাহের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে।

‡ আমি ঐ পত্রে নিম্নে আলেখিত ত্রিভুজ দ্বারা প্রমাণ করি যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক আত্মপ্রত্যয় চিরকাল সমান থাকে কিন্তু ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বরপ্রেম যেমন বাড়িতে থাকে তেমনি শান্তি ও আনন্দ বাড়িতে থকে।



কোণ 'ক' ঈশ্বরের স্বজ্ঞা 'ক' 'ঝ' ঈশ্বরজ্ঞান 'ক' 'জ' ঈশ্বরপ্রেম। ক্রমবর্ধমান ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল দিব্য আনন্দের পরিচায়ক।

খগ
ঘঙ
চছ
জঝ } বিভিন্ন ভূমি শান্তির পরিচায়ক।

The other day a thought occured to me that we are in the house of our Father both in this life and the next but that this life is the first floor, and the first stage of existence in the next, the second floor of the house and so on. We can see Him if we but turn our eyes towards Him just as a child can see its earthly father in its home by turning its eyes towards him, but there is the difference between the physical sight and the spiritual that a child is born with the former in a perfect condition while the latter is susceptible of improvement both in this life and the next. This is His will—we cannot help.

I have given you extracts from Hafiz, I am sorry poor Sadi has been neglected. I send you herewith some passages from his works. They have been copied out for me by my eldest boy, Jogindra Nath Basu. I have nearly exhausted my stock of Persian poetry. As the stock is small I could not comply with your request of publishing a volume of selections from Persian poetry. If I can learn more of the language, I shall try, but the nervous debility is a great drawback.

Yours affectionately,
(Sd.) RAJNARAIN BOSE.

EXTRACTS FROM SADI.

(1)

The rain of His mercy extends to every place.

(2)

When every act of inspiration and respiration shows His mercy, who is there that can ever release himself from the obligation of constantly praising Him?

(3)

Man, His servant, committeth sin; He is ashamed.

(4)

Cloud, wind, moon, sun and sky are constantly engaged so that you may bring a bread into your hand. All are employed for thee; it is not just that thou shouldst not labour.

(5)

O thou bird of the morning*! Ask what is love from the moth. It burns itself to death but not a groan issues from its lips. These pretenders to the love of God have not received His news in His search. Of him to whom His news has come, news are not received. [That is, he sacrifices his life for His love.]

(6)

O Thou beyond conception, imagination, inference and comprehension! The festal assembly of life is drawing to a close, but still I am at the *beginning* of Thy praise.

(7)

Sadi, being asked whether the world is real or a delusion, replied: "I asked the glow-worm why dost thou not shine in the day?" It replied: "Because of the superior lustre of the sun." This means that the world appears real as long as God does not appear to the soul. When He does so, the world's petty light is lost in His.

This was a favourite passage of Rajah Rammohan Roy.

(8)

He, who has not made thee rich, knows thy happiness better than thyself.

* The nightingale, the lover of the rose. This bird is a mere babbler of love compared with the moth.

(9)

I am vexed with the company of friends. They see my defects as merits, they see my thorn as roses and jessamine. I long for the quick-eyed sharp enemy who can point out my defects to myself.

(10)

Eating is for the purpose of living and glorifying God but thou thinkest that living is for the purpose of eating.

(11)

It is better to lick the wall than dip the fingers in the pilau of a rich man.

কলিকাতা। মে, ১৮৭২

প্রিয় মিস শার্প,

আমার গত মাসের ১৬ তারিখের চিঠি এবং আপনার ও আনন্দময়ীর নিকট আমার পত্নীর উপহারগুলির মোড়ক পাঠাইবার পর, আপনার সুন্দর ও মূল্যবান উপহার মিঃ মার্টিন্যুর 'খ্রীষ্টান জীবনের সাধনা' নামক গ্রন্থখানি পাই। বইখানি এখনও শেষ হয় নাই। তবে যেটুকু পড়িয়াছি তাহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। কতক অংশ পড়িয়া একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছি। এই অংশগুলি শ্রেষ্ঠ কাব্য ও অনতিক্রম্য যুক্তির সমন্বয়। উপহারটি সত্যই মূল্যবান। আমি আপনাকে চোখে দেখি নাই; তবে আমার মনে হয় একখানি অদৃশ্য হস্ত যেন আমাকে এই মূল্যবান উপহারগুলি পাঠাইতেছে এবং এই হাতখানি অনেক সময় কাছের হাতগুলি অপেক্ষা প্রিয়তর হইয়া উঠে। এ-ক্ষেত্রে দূরত্বের সমস্যা কোন সমস্যাই নয়। "এককালে বিরাট অতিমানবরা ছিলেন"—টেলর, ব্যারো, হুকার, মিলটন, লেটন, ল্যাটিমার কাড্ওয়ার্থ এবং ব্যাক্স্টারের ন্যায় মনীষীরা। মিঃ মার্টিন্যু সেই শ্রেণীর মানুষ, বর্তমান শ্রেণীর নয়; কিন্তু তাহা হইলেও সত্যের স্পষ্টতর অনুভূতিতে এবং প্রেমের গভীরতর উপলব্ধিতে তিনি সেই শ্রেণীকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে ধর্মজ্ঞানের ভিত্তি সম্পর্কিত তাঁহার অনবদ্য উপদেশগুলি তিনি প্রকাশিত করিলেন না! আপনার উল্লিখিত আবেদন যাহা ছয় শত সুধীর স্বাক্ষরে গৌরবান্বিত, আমার সামান্য স্বাক্ষরে

যদি তাহার কোন গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে আমিও আমার স্বাক্ষর দিব। ভারতের সমাজে দলাদলির কারণগুলি সম্বন্ধে যতই অবহিত হইতেছি ততই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে কেশব বাবুর বক্তৃতায় প্রস্তাবিত মহা-মানব থিয়োরির সহিত ইহার যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। দলত্যাগীরা এই থিয়োরির সম্পূর্ণ বিরোধী। আমার গত পত্রের চিত্রগুলি নিশ্চয়ই কৌতুকের উদ্রেক করিয়াছে। অবশ্য আমি স্বীকার করিতেছি যে ইহা রচনা করিবার সময় চিন্তার খোরাকের দিকে যেরূপ নজর দিয়াছিলাম, আমোদের খোরাকের দিকেও তদ্রূপ দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম।

সেদিন ভাবিতেছিলাম ইহজীবনে এবং পরজীবনে আমরা আমাদের পিতার (ঈশ্বরের) গৃহেই থাকি; কিন্তু ইহজীবন হইল এই গৃহের দ্বিতল এবং পরজীবন হইল ত্রিতল, ইত্যাদি। ইহজীবন এই ত্রিতল অস্তিত্বেরই প্রথম স্তর। যেমন কোন শিশু চোখ তুলিলেই তাহার পার্থিব পিতাকে দেখিতে পায়, তেমনই আমরাও যদি চোখ তুলি, তাহা হইলে আমাদের দিব্য পিতাকে দেখিতে পাইব। তবে এই দৃষ্টির পার্থক্য আছে। একটি স্বাভাবিক দৈহিক, অন্যটি আধ্যাত্মিক। শিশু যখন জন্মায় তাহার দৈহিক চক্ষু লইয়াই জন্মায়, সে-চক্ষুর পরিবর্তন ঘটে না; কিন্তু তাহার আধ্যাত্মিক চক্ষুটি ইহজীবনে ও পরজীবনে আরও উন্নত হইবার আশা রাখে। ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা,—ইহার অন্যথা নাই।

আমি আপনাকে হাফিজের কবিতার কতক অংশ দিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাদি বাদ গিয়াছে। আজ সাদির কাব্যের কতক অংশ আপনার নিকট পাঠাইয়া দিতেছি। আমার হইয়া আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগীন্দ্রনাথ বসু এই-গুলি নকল করিয়া দিয়াছেন। পার্শিয়ান কবিতা আমার নিকট আর একটিও নাই। সংগ্রহ এত সামান্য যে নির্বাচিত পার্শিয়ান কবিতার কোন সংকলন-প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যদি আরও ভাল করিয়া এই ভাষা শিখিতে পারি তাহা হইলে ইহা সম্ভব হইলেও হইতে পারে। কিন্তু স্নায়বিক দুর্বলতা ইহার বিরাট অন্তরায়। ইতি।

সপ্রীতি আপনার

(স্বাঃ) রাজনারায়ণ বসু

সাদির কাব্যের কতক অংশ

(১)

তাঁহার (ঈশ্বরের) কৃপা সর্বত্র বর্ষিত হয়।

(২)

যখন প্রতিটি নিশ্বাস-প্রশ্বাস তাঁহার কৃপার সাক্ষ্য দেয়, তখন কে এমন আছে যে তাঁহার নিত্য গুণগান করিবার কর্তব্য হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে?

(৩)

তাঁহার ভৃত্য মানুষ পাপ করে; তিনি লজ্জিত হন।

(৪)

মেঘ, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য এবং আকাশ সর্বদাই কর্মে ব্যাপৃত যাহাতে তুমি অন্ন হাতে পাও। তোমার জন্য সকলকেই কর্মে নিযুক্ত; তুমি কাজ করিবে না, ইহা ঠিক নয়।

(৫)

ওগো ভোরের পাখি! পতঙ্গকে জিজ্ঞাসা কর প্রেম কি। ইহা পুড়িয়া ছাই হয়, তবু এতটুকু আর্তনাদ করে না। ঈশ্বরপ্রেমের অধিকারী বলিয়া যাহারা ভণ্ডামি করে তাহারা তাঁহাকে সন্ধান করিবার সময় তাঁহার সংবাদ পায় নাই। যাহার কাছে তাঁহার সংবাদ আসিয়া পোঁছায়, তাহার সংবাদ আর পাওয়া যায় না। (অর্থাৎ, সে তাঁহার ভালবাসার জন্য জীবন বলি দেয়।)

(৬)

ধ্যান, ধারণা, কল্পনা ও অনুমিতির উর্দ্ধে অবস্থিত হে পরম পুরুষ! জীবনের উৎসব শেষ হইয়া আসিল, কিন্তু তোমার প্রশংসা আমি আজ সবেমাত্র আরম্ভ করিয়াছি।

(৭)

সাদিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল জগৎ সত্য না মিথ্যা, তিনি বলিলেনঃ "আমি জোনাকিকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি দিবসে আলো দাও না কেন?" জোনাকি বলিল ঃ "দিই না কারণ সূর্যের আলো আরও উজ্জ্বল।" ইহার

অর্থ এই যে আত্মায় যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটে, তত- ক্ষণ পর্যন্ত জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তিনি যখন আবির্ভূত হন, তখন জগতের ক্ষীণ আলোক তাঁহার আলোকে বিলীন হইয়া যায়।

এই অংশটি রাজা রামমোহন রায়ের প্রিয় ছিল।

(৮)

যিনি তোমাকে ধনী করেন নাই, তোমার চেয়েও তিনি তোমার সুখ সম্বন্ধে বেশি বুঝেন।

(৯)

বন্ধুদের সঙ্গ আমার ভাল লাগিতেছে না। তাহারা আমার দোষ- গুলিকে গুণ হিসাবে দেখে, আমার কাঁটাটিকে গোলাপ এবং জুঁই ভাবে। আমি সেই ক্ষিপ্রদৃষ্টি প্রবল শত্রুটির জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি যিনি আমাকে আমার দোষগুলি দেখাইয়া দিবেন।

(১০)

বাঁচার জন্য এবং ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করিবার জন্যই খাওয়া; কিন্তু তুমি ভাব যে খাওয়ার জন্যই বাঁচা।

(১১)

ধনীর পোলাও-এর মধ্যে আঙুল ডুবানো অপেক্ষা দেয়াল চাটা ভাল।

মিস শার্প-এর বাংগালা ভাষায় ব্যুৎপত্তির নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার পত্র হইতে নিম্নে লিখিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল ঃ—

"শ্রীমতী বসুজায়াকে আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার দিবেন। তাঁহাকে বলিবেন, আমি আশা করি, তিনি আমার নিকট একটি পত্র পাঠাইবেন।"

আমার কলিকাতায় অবস্থিতির সময়ে ১৮৭২ সালে প্রচলিত ধর্ম সকলের বহির্ভূত ব্যক্তিদিগের বিশেষতঃ ব্রাহ্মদিগের হিতার্থে সিভিল ম্যারেজ বিল বিধিবদ্ধ হয়। ব্রাহ্মবিবাহ বৈধবিবাহ, তাহার জন্য বিশেষ আইন করি- বার আবশ্যক ছিল না। যখন চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণবদিগের কন্ঠীবদল বিবাহ এবং অত্যন্ত আধুনিক শিখসম্প্রদায় কোকাদিগের বিবাহ আদালতে বৈধ বলিয়া গণ্য হয়, তখন বিশেষ আইন না হইলেও ব্রাহ্মবিবাহ গ্রাহ্য হইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেশব বাবু আর কিছুদিন অপেক্ষা করিলে

ব্রাহ্মবিবাহ একটি সাম্প্রদায়িক প্রথা দাঁড়াইত, তাহা হইলে তাহা আদালতে বৈধ বলিয়া গ্রাহ্য হইত। কিন্তু কেশব বাবুর সকল কার্য্যই তিন তাড়া-তাড়ি। ব্রাহ্মবিবাহের আইনের আন্দোলনের সময় কেশব বাবু বলিয়াছিলেন যে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে অসবর্ণ বিবাহ কখন বৈধ হইতে পারে না। তাঁহার স্থাপিত ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা যখন অসবর্ণ বিবাহ দিয়া থাকেন তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে সে কথার উত্তর এইরূপ দেওয়া হইয়াছিল অসবর্ণ বিবাহ যদি হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত নহে তবে নিজ কেশব বাবুর উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? তবে একথা যথার্থ বটে যে বিলোম অসবর্ণ বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত নহে। উপরে বলা হইয়াছে যে কেশব বাবুর কার্য তিন তাড়াতাড়ি। কেশব বাবু ব্রাহ্ম বিবাহের বৈধতা বিষয়ে এ্যাডভোকেট জেন্যারেল কাউই সাহেবের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; কাউই সাহেব যেমন অবৈধ বলিলেন অমনি ব্রাহ্মবিবাহ বৈধ করণার্থ চেষ্টা করিতে লাগিয়া গেলেন। কালব্যাজ নাই। ১৮৬৮ সালে গবর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভার ব্যবস্থা সচিব ম্যেন সাহেব হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রচলিত ধর্ম-ত্যাগী সকল ব্যক্তির হিত জন্য বর্তমান সিভিল ম্যারেজ বিল-এর ন্যায় একটি সিভিল ম্যারেজ বিল প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার এই দোষ ছিল যে যদি কোন ব্যক্তি হিন্দু অথবা মুসলমান অথবা ভারতবর্ষে প্রচলিত অন্য কোন ধর্মে জন্মিয়া সেই ধর্মে অবিশ্বাস করে এবং সেই ব্যক্তি ঐ ধর্ম প্রকাশ্যরূপে পরিত্যাগ না করিয়া ঐ ধর্মের বিবাহপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ না করে এবং প্রস্তাবিত আইন অনুসারে বিবাহ করে তাহা হইলেও সে বিবাহ বৈধ বলিয়া আদালতে গণ্য হইবে। ইহাতে হিন্দু মুসলমান সকলেই ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিল। তাহারা এই কথা বলিল যে প্রস্তাবিত আইন দ্বারা প্রচলিত ধর্ম অমান্য করা কার্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। ইহাতে ম্যেন সাহেবের পরবর্তী ব্যবস্থাসচিব স্টিফেন সাহেব প্রস্তাবিত আইনকে ভারতবর্ষস্থ একটি সম্প্রদায় মাত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের নাম দিয়া এবং এদিক ওদিক পরিবর্তন করিয়া উক্ত আপত্তি খন্ডনপূর্বক ব্রাহ্ম বিবাহ বিল নামে উহা বিধিবদ্ধ করিতে যাইতেছিলেন এমন সময়ে এক অলক্ষিত প্রদেশ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইল। সেই অলক্ষিত প্রদেশ আদি ব্রাহ্মসমাজ। যে দিন আইন বিধিবদ্ধ

হইবে তাহার পূর্বদিন আদি ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি ব্রাহ্ম স্টিফেন সাহেবকে তাঁহাদিগের আপত্তি জানাইলেন। তাঁহারা এই কথা বলিলেন যে, ব্রাহ্মধর্ম ও হিন্দুধর্ম বিভিন্ন নহে এবং আদিসমাজের ব্রাহ্মেরা "আমি ব্রাহ্ম" কপালে এইরূপ টিকিট মারিতে চাহেন না; হিন্দুসমাজে থাকিয়া হিন্দু বলিয়া গণ্য হইতে চাহেন, অতএব প্রস্তাবিত আইনকে ব্রাহ্ম বিবাহ বিল সংজ্ঞা দিলে তাঁহাদিগের হানি হয়। এই অপ্রত্যাশিত বিপক্ষতাচরণে ষ্টিফেন্ সাহেব এক প্রকার হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এমন সময়ে বিখ্যাত উকিল শ্রীনাথ দাসের পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ কতকগুলি সংশয়বাদী স্টিফেন সাহেবের কাছে এইরূপ আবেদন করিলেন যে ব্রাহ্মদিগের জন্য যদি আইন করা হয় তাহা হইলে সংশয়বাদীরা যদি কোন ধর্মের সঙ্গে সংশ্রব না রাখিয়া বিবাহ করেন তাহা হইলে সেই বিবাহ বৈধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে এমত আর একটি আইন করা উচিত। এই কথাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের প্রচলিত ধর্ম সকল পরিত্যাগকারী সকল লোকের হিতের নিমিত্ত একটি সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ করিবার মানস করিলেন; গভর্ণর জেনারেল-এর সিমলা যাইবার সময় উপস্থিত হওয়াতে তাহা বিধিবদ্ধ হইল না। তিনি ও স্টিফেন সাহেব প্রভৃতি কাউন্সিলের মেম্বরগণ সিমলা যাইলে পর শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এবং নবগোপাল মিত্র আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক শ্রীযুক্ত স্টিফেন সাহেবকে প্রস্তাবিত আইন বিষয়ে উপযুক্ত পরামর্শ দিবার জন্য সিমলায় প্রেরিত হন। সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ জামাতা। নবগোপাল মিত্র বঙ্গদেশের ফাদার অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন অর্থাৎ যুবকদিগের ব্যায়াম চর্চার প্রথম প্রবর্তক বলিয়া বিখ্যাত। [ইনি ব্রাহ্মবিবাহ আন্দোলন সময়ে আমাদিগের বিশেষ পরামর্শদাতা ছিলেন। লোকটি অতিশয় বুদ্ধিমান।] সিমলায় স্টিফেন সাহেবের সহিত সারদা বাবু ও নবগোপাল বাবুর সাক্ষাৎ হইবার সময় সাহেব বলিলেন, "তোমাদের প্রচারপ্রণালী আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, প্রচার কার্যে তোমরা ইংরাজের কিছু মাত্র সহায়তা চাও না (ইউ ডু নট ওয়ান্ট দি এইড্ অফ ইংলিশম্যান)। কেশব বাবু হিন্দু ধর্মের সঙ্গে কোন রকম সম্বন্ধ রাখিতে চাহেন না। সিমলায় আসিবার কিছু পূর্বে কেশব বাবুকে

আমি বলিলাম, 'তোমরা যদি বল যে হিন্দু নই তাহা হইলে আমার পক্ষে আইন করিবার সুবিধা হয়; যেহেতু প্রচলিত ধর্মত্যাগকারী সকল লোকের জন্য ধর্মসম্পর্কশূন্য একটি সাধারণ সিভিল বিবাহ বিধি বিধিবদ্ধ করিতে আমরা মানস করিতেছি।' কেশব বাবু উত্তর করিলেন, 'আমি হিন্দু নই বলিতে প্রস্তুত আছি' ইহাতে আমি আশ্চর্য হইলাম।" আশ্চর্য হইবার কথাই বটে। যে দিন কেশব বাবু বলিলেন "আমি হিন্দু নই" সেদিন কি শোচনীয় দিবস! সে দিন দুই ভাই-এর ছাড়াছাড়ি হইল। এক ভাই পৈতৃক নিবাস স্বরূপ হিন্দুসমাজে রহিলেন, আর এক ভাই তথা হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। সিমলা হইতে যখন সাহেবেরা ফিরিলেন তখন কলিকাতায় ব্রাহ্মবিবাহ বিষয়ে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হয়। উহা ১৮৭২ সালে প্রথমে বিধিবদ্ধ হয়। তখন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড মেয়ো সাহেবের আন্ডামান দ্বীপে হত্যার পর মান্দ্রাজের গবর্ণর লর্ড নেপিয়ার অফ এট্রিক গবর্ণর-জেনারেলের কাজ করিতেছিলেন। যেদিন আইন বিধিবদ্ধ হয় সেদিন আমি দর্শক স্বরূপ কাউন্সিল গৃহে উপস্থিত ছিলাম। গৃহটি অতি গম্ভীরভাববিশিষ্ট; প্রাচীরে লম্বমান পূর্বতন গবর্ণর-জেনারেলদিগের চিত্র ঐ গম্ভীরতা বর্ধন করিয়াছিল। গলদেশে লম্বমান ও বক্ষ দেশে স্থাপিত শোভন উপাধি চিহ্নধারী মেম্বরগণ যখন একের পর এক ঢুকিতে লাগিলেন তখন দেখিতে বড় সুন্দর হইয়াছিল। সকল মেম্বর অপেক্ষা প্রধান সেনাপতি লর্ড নেপিয়ার অফ ম্যাগডালার উপাধিচিহ্ন অধিক, তিনি দেখিতেও অতি সুশ্রী। স্টিফেন সাহেব প্রস্তাবিত আইন বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলে পর অন্যান্য মেম্বরগণ নিজ নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। এই সমস্ত সময়ে একজন দীর্ঘগুম্ফধারী মেম্বরকে নাসিকার শব্দযুক্ত ঘোর নিদ্রায় অভিভূত দেখিলাম। তিনি স্যার রিচার্ড টেম্পল। দেখিলাম অর্থ-সচিব চ্যাপমান সাহেব স্টিফেন সাহেবের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী, তিনি নিজ বক্তৃতাতে স্টিফেন সাহেবের প্রতি বিলক্ষণ কটাক্ষ ও শ্লেষ করিলেন। স্টিফেন গবর্ণর-জেনারেলের নিকট চ্যাপমান সাহেবের অভদ্র ইঙ্গিত সম্বন্ধে অভিযোগ করিতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম কাউন্সিল গৃহেও বিলক্ষণ বালকতা চলে। চ্যাপমান সাহেবের কটাক্ষের কোন খবর না লওয়াই স্টিফেন সাহেবের

উচিত ছিল। চ্যাপমান সাহেব দেখিতে 'হায়েনা' ব্যাঘ্রের' ন্যায় ছিপ্‌ছিপে ও বড়ই চালাক। স্টিফেন সাহেব একটু ভোঁদা। মেম্বর সকল বসিয়া বক্তৃতা করিলেন ইহাতে আমি আশ্চর্য হইলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম যে প্রত্যেকে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিবেন।

নূতন আইন সম্বন্ধে আমার অভিপ্রায় ছাপাইয়া কেশব বাবুর ব্রহ্ম-মন্দিরের সম্মুখে বিতরণ করা হইয়াছিল। কেশব বাবুর অনুবর্তীরা সন্তোষের সহিত উক্ত বিতরণ কার্য সমাধা হইতে দেন নাই। উহা ব্রাহ্মদিগের প্রতি একটি উদ্দীপনা-পত্রীর আকারে লিখিত হইয়াছিল। নিম্নে তাহার প্রতিলিপি দেওয়া গেল ঃ

An Appeal

To The Brahmos of India.

Dear Brethren,

I took up my pen once when you were going to plunge yourselves into the errors of Avatarism. I now take it up again on the present momentous occasion when the merits of the Brahmo Marriage Bill are undergoing public discussion. The Bill in question imposes a new form of marriage in the presence of the Registrar which bears on its face an implication that that form is indispensably necessary for the validity of Brahmo marriages whether they had been previously solemnized according to Brahmic rites or not. It is therefore plain that the Bill considers the solemnization of Brahmo marriages according to Brahmic rites a non-essential point What! are Brahmic nuptial rites nothing, and form of marriage imposed by the Legislature everything? Is not this a plain insult to our religion? I do not condemn the Legislature for this but those who applied for the law. What could the Legislature do when they were implored to make such law? How could the applicants for the law, being religious men, act in this way I am at a loss to conceive. Had the bill ordained the simple registration of

marriages previously solemnized according to Brahmic rites only, it would have been a different thing, but when the Legislature is going to impose a civil form of marriage contrary to the spirit of the Brahmic form, how can you, I ask, being true Brahmos, submit to the same? You must have lost every sense of respect towards our holy religion, if you can do so. You deceive yourselves with the thought that the civil form is a mere superaddition to the religious. How can this be, when the religious rites are non-essential, and the civil form the essential thing in the matter? Moreover, how can a Brahmo say before the Registrar that he *takes* a woman as his wedded wife, when he *has already done so (or will do so)** in the solemn presence of God and the ministers of religion? Will not this be a plain lie?

* * *

There is another point to be taken into consideration in connection with the Bill and that the most important one. For the first time in the history of India, the Government is going to interfere with the religion of a class of Her Majesty's Indian subjects, by rendering a civil ceremony essential for the validity of a religious one. Who is to be blamed for this? Not Government, but we ourselves who are going to surrender our religious rights into its hands of our own accord. The former Mahomedan Government as well as the present English Government have all along allowed Mahomedans or Hindoos differing from the orthodox faith to determine their own rites, manners and customs, and never questioned the legal validity of those rites and customs. The Sikhs, the Nanak-panthees, the Kubeer-panthees, the Sadhs, the Chaitanya Vaishnavas, the Ferazees, the newly sprung up Kokas of the Punjab

*"Will do so" কথাগুলি মূল পাঠে ছিল না।

as well as numerous other bodies of heterodox Hindoos or Mahomedans have all along enjoyed this privilege, as a spiritual patrimonial right handed down from generation to generation. Why should we only, Brahmos, be deprived of it? Never before this time did the Government interfere with this privilege. In the case of the abolition of the Sutee rite, the Government did not act contrary to the dictates of the Shastras which were plainly proved by the illustrious founder of our religion, the Raja Ram Mohan Roy, as not sanctioning that rite. In that of the Widow Marriage Act, the Government simply enforced the ordinance of the Rishi Parasara. In these two cases, Government did not interfere with the religion of any class of Her Majesty's Indian subjects. Now for the first time it is going to take away from us the right which all heterodox Hindoos and Mahomedans have all along enjoyed. If Government take away this privilege from our hands, we shall be obliged at every step in future to solicit government-interference in our religious and social concerns. Just consider the calamitous consequences that will flow from the same. Better that our sons be deprived of their patrimonial inheritance than part with our religious independence. Never before in the history of India did any such instance occur of a body of religious men surrendering their religious rights into the hands of the Government of their own accord in the way we are doing. Ever in its pages will this stain remain over our memory. How can we professing a religion higher and nobler than all others commit such an ignoble act? Have we got less religious spirit than the followers of other religions? If so, we should not vaunt any more of our religion being the highest of all. Many in India suffered martyrdom before for the sake of

religious independence. Are we Brahmos so base as to part with it of our own will? You will gradually lose all spirit and energy if you conduct yourselves in this way from this time, and I assure you that no nation—no religious denomination in the world—will look upon you in future with any feeling of respect. Awake, therefore, Brahmo brethren of India! to the danger of your present position. Arise to assert your religious independence or leave the Brahmo name at once.

ভারতবর্ষের ব্রাহ্মগণের প্রতি আবেদন

প্রিয় ভ্রাতৃগণ!

আমি একবার লেখনী ধারণ করিয়াছিলাম যখন আপনারা অবতারবাদের ভ্রান্তিতে নিজেদের নিমজ্জিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। আজ আবার এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমি লেখনী ধারণ করিতেছি যখন ব্রাহ্ম বিবাহ আইনটি লইয়া জনসাধারণের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে। আলোচ্য আইনটি এক নূতন ধরণের বিবাহ আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতেছে, যে বিবাহ সম্পন্ন হইবে রেজিস্ট্রারের সম্মুখে। ইহার তাৎপর্য হইল এই যে ব্রাহ্ম বিবাহ ব্রাহ্ম ধর্মপ্রথা অনুযায়ী সম্পন্ন হইয়া থাকুক আর না-ই হইয়া থাকুক, ইহার বৈধতার জন্য নূতন আইনটি অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয়। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে ব্রাহ্ম বিবাহ ব্রাহ্ম ধর্মসম্মত হইল কি না, তাহা লইয়া এই আইনটির এতটুকুও মাথা ব্যথা নাই। তবে কি বুঝিব যে ব্রাহ্ম বৈবাহিক প্রথাগুলির কোনই মূল্য নাই, আর যত মূল্য আছে এই নূতন বিবাহ-রীতির যাহা আইনসভা আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতেছে? ইহা কি আমাদের ধর্মের অপমান নয়? আমি ইহার জন্য আইনসভাকে দোষ দিতেছি না, দোষ দিতেছি তাঁহাদিগকে যাঁহারা এই আইনের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যদি এমন আইনের জন্য আইনসভাকে পীড়াপীড়ি করেন, আইনসভাই করিবেনই বা কি? যাঁহারা এই আইন লইয়া মাতামাতি করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ধার্মিক ব্যক্তি। আমি ভাবিয়া পাইতেছি না এই সকল ধার্মিক ব্যক্তি কি করিয়া এমন কার্য করিলেন! এই আইনটি যদি ব্রাহ্মসম্মত

বিবাহের কেবল রেজিস্ট্রেশন হইত, তাহা হইলে ব্যাপার অন্য রকম হইত; কিন্তু যখন আইনসভা ব্রাহ্ম বিবাহবিরোধী সিভিল বিবাহ চাপাইয়া দিতে চাহিতেছেন, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, প্রকৃত ব্রাহ্ম হইয়া আপনারা এই বিধান কেমন করিয়া নীরবে সহ্য করিবেন? আমার মনে হইতেছে, আমাদের পবিত্র ধর্মের প্রতি আপনাদের যে শ্রদ্ধা ছিল তাহা আপনারা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। আপনারা এই বলিয়া নিজেদের সান্ত্বনা দিতেছেন যে সিভিল বিবাহ ধর্মবিবাহের উপর আর একটি সংযোজন মাত্র। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব যখন ধর্মানুষ্ঠানগুলির কোন মূল্য দেওয়া হইতেছে না, অথচ সিভিল রীতিটিকে অপরিহার্য বলিয়া গণ্য করা হইতেছে? উপরন্তু, কেমন করিয়া একজন ব্রাহ্ম রেজিস্ট্রারের সম্মুখে বলিবেন যে একজন নারীকে তিনি তাঁহার বিবাহিত পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন, যখন তিনি ইতোমধ্যেই ঈশ্বর ও ধর্মযাজকদের সম্মুখে রাখিয়া তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন (কিংবা, করিবেন)? ইহা কি নিছক মিথ্যা হইবে না?

* * *

এই আইনটি সম্পর্কে আরও একটি বিষয় বিবেচ্য এবং এই বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রথম দেখা গেল ধর্মানুষ্ঠানের বৈধতার জন্য সিভিল অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করিয়া সরকার মহারাণীর ভারতীয় প্রজাবৃন্দের কোন সম্প্রদায়ের ধর্মে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত। কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কে? সরকার নন, আমরা। আমরাই তো স্বেচ্ছায় আমাদের ধর্মাধিকারগুলিকে সরকারের হস্তে তুলিয়া দিতেছি। প্রাক্তন মুসলমান সরকার কিংবা বর্তমান ইংরাজ সরকার কোনদিনই হিন্দু কিংবা মুসলমানের ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করেন নাই; হিন্দু কিংবা মুসলমানের ধর্মানুষ্ঠান, প্রথা এবং আচারগুলি যাহাতে সেই সেই ধর্মবিশ্বাস দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে সরকার তাহাতে অনুমতি দিয়া আসিয়াছেন। উপরি-উক্ত সরকার দুইটির কোনটিই ঐ ধর্মানুষ্ঠান এবং প্রথাগুলি সম্পর্কে কোনদিন কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই। শিখ, নানকপন্থী, কবীরপন্থী, সাধ, চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণব, ফেরাজী, পাঞ্জাবের নবোদ্ভূত কোকা সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরিয়া পৈত্রিক উত্তরা-

ধিকরাসূত্রে এই সুবিধা ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। তাহা হইলে আমরা ব্রাহ্মরাই বা কেন এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইব? ইহার পূর্বে সরকার আর কখনও এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। সতী প্রথার উচ্ছেদের কথাই ধরা যাউক। সরকার এই প্রথার উচ্ছেদ সাধন করেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা শাস্ত্রের অনুশাসনের বিরুদ্ধে যান নাই। আমাদের ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য রাজা রামমোহন রায় দেখাইয়া দিয়াছেন যে শাস্ত্রে সতীপ্রথার অনুমোদন নাই। বিধবা বিবাহ আইনের ক্ষেত্রে সরকার আসলে ঋষি পরাশরের নির্দেশই মানিয়া লইয়াছেন। সুতরাং দেখিতেছি যে এই দুইটি ব্যাপারে সরকার মহারাণীর ভারতীয় প্রজাবৃন্দের কোন সম্প্রদায়ের ধর্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই। সরকার আজ সর্বপ্রথম আমাদিগকে এমন একটি অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে যাইতেছেন যাহা সকল বিভিন্ন মতাবলম্বী হিন্দু এবং মুসলমান চিরদিন ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। একবার যদি সরকার আমাদের হস্ত হইতে এই অধিকার ছিনাইয়া লন. তাহা হইলে ভবিষ্যতে কি ধর্মসম্বন্ধীয় কি সামাজিক সকল ক্ষেত্রেই আমরা সরকারের হস্তক্ষেপ ভিন্ন কোন কাজই করিতে পারিব না। ইহার ফল যেঁ কি বিপজ্জনক হইবে তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। আমাদের পুত্রগণ যদি পৈত্রিক উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হয় তাহাও শ্রেয়, কিন্তু তাহারা যেন ধর্মস্বাতন্ত্র্য হইতে বঞ্চিত না হয়! ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন কোন ঘটনার উল্লেখ নাই যখন ধার্মিক ব্যক্তিগণের কোন সংস্থা তাঁহাদের ধর্মাধিকারগুলিকে আমাদের ন্যায় সরকারের হস্তে তুলিয়া দিয়াছেন। ইহা চিরদিন আমাদের স্মৃতিকে কলংকিত করিয়া রাখিবে। অমারা বলি যে আমাদের ধর্ম অপরাপর সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং মহত্তম। তবে আমরা কিরূপে এমন জঘন্য কর্ম করিতে সমর্থ হইলাম? তবে কি আমাদের আত্মিক ধর্মশক্তি অন্যান্যদের অপেক্ষা অল্প? তাহাই যদি হয় তবে আমরা যেন আর গর্ব না করি যে আমাদের ধর্মই শ্রেষ্ঠ। ধর্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য ভারতের অনেকেই মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। আমরা ব্রাহ্মরা কি এতদূর অবনত হইয়াছি যে স্বেচ্ছায় তাহা বিসর্জন দিব? এখন হইতেই আপনারা যদি এইভাবে চলেন তাহা হইলে আপনাদের সাহস বীর্য—সমস্ত কিছুই ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইবে; এবং আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, পৃথিবীর কোন জাতি, কোন

ধর্ম ভবিষ্যতে আপনাদের দিকে সম্মানের দৃষ্টিতে চাহিবে না। সুতরাং হে ভারতীয় ব্রাহ্মগণ! জাগিয়া উঠুন। আপনারা বিপন্ন। হয় আপনারা আপনাদের ধর্মস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করুন আর নয় তো এই মুহূর্তে ব্রাহ্মনাম পরিত্যাগ করুন।

উপরোক্ত উদ্দীপনা-পত্রীতে আমি লিখিয়াছি যে ধর্ম বিষয়ে একবার গবর্ণমেণ্টের হাতে যাইলে পুনঃ পুনঃ যাইতে হয়। আমার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পন্ন হইয়াছে। কিছু দিন হইল সাধারণ ব্রাহ্মেরা সিভিল বিবাহ আইনের দোষ সংশোধন জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের আবেদনের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ দেন নাই এবং দিবার সম্ভাবনাও নাই। সিভিল বিবাহ আইনের প্রতি আমার প্রধান আপত্তি এই যে ব্রহ্মের সম্মুখে ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মের সম্মুখে যে বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত হইল সে বিবাহের সন্তান সুজাত বলিয়া গণ্য হইবে না, যে পর্যন্ত না এমন এক ব্যক্তি, যাহার সহিত ধর্মের কোন সংস্পর্ক নাই অর্থাৎ রেজিস্ট্রার, বলেন ঐ বিবাহ বৈধ। ধার্মিক ব্যক্তিরা এই বিবাহ পদ্ধতির কি প্রকারে অনুমোদন করেন তাহা বুঝিতে পারি না।

১৮৭১ সালের শেষে আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন। আমি আমার ইংরাজীতে লিখিত চতুর্দশপদী কবিতাতে এমন আশা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে তিনি বোধ হয় বিলাতে অবস্থিতি নিবন্ধন দেশীয় ভাব হারাইবেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিলাত হইতে তিনি সম্পূর্ণ ইংরাজ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। বিলাত যাইবার পূর্বে তিনি একজন নিষ্ঠাবান উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন, বিলাত হইতে আসিবার পর তাহার বিপর্যয় দেখিলাম। দেখিলাম সংশয়বাদিতা তাঁহার মনে কিয়ৎপরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। ধর্মতত্ত্বদীপিকা তাঁহাকে আমি উৎসর্গ করি, সে উৎসর্গ পত্রে এমত আশা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে তিনি ডাক্তার স্বরূপে যেরূপ লোকের শারীরিক রোগ দূর করিবেন সেইরূপ ধর্মোপদেশ দ্বারা লোকের আধ্যাত্মিক রোগ নিবারণ করিবেন। আমার আশা বিফল হওয়াতে আমি মর্মাহত আছি। যাহা হউক ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা তিনি যেখানে থাকেন

যেন সুখেই থাকেন। তাঁহার অনেক অসাধারণ গুণ আছে, তিনি যারপর নাই ভদ্র, অমায়িক ও পরোপকারী। বিলাতে অবস্থিতি জন্য এই সকল গুণ তিনি হারান নাই। তাঁহার মন অতিশয় মধুর। সেই মাধুর্য তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিফলিত হইয়াছে। আমি যখন কানপুরে ছিলাম তথাকার ইংরাজী পল্টনের পাদরী রেভারেণ্ড মিল সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন, "তাঁহার ন্যায় এমন মাধুর্যমণ্ডিত মুখ আমি আর একটিও দেখি নাই।" সেই পাদ্‌রী সাহেব আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করি নাই। ভদ্রতাপূর্বক তাহা রক্ষা করিতে অস্বীকার পাই। পূর্বে যাহা হউক, কিন্তু এক্ষণে ইংরাজের সঙ্গে নানা কারণবশতঃ আহার করি না; কেবল ফল ও চা খাইয়া থাকি।

এক্ষণে (ইংরাজী আগষ্ট, ১৮৮৯) সিভিলিয়ান বীম্‌স সাহেবের নাম সকলেই অবগত আছেন। ইনি দেনা করার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে কিছুদিনের জন্য পদাবনতি শাস্তি প্রাপ্ত হয়েন। ইনি বাঙ্গালী-বিদ্বেষী সাহেব বলিয়া বিখ্যাত! বীম্‌স্ সাহেবের যেমন দোষ আছে তেমনি কতকগুলি গুণও আছে। ইনি একজন নিপুণ ভাষাতত্ত্বজ্ঞ ও পুরাতত্ত্বানুসন্ধানী। ইনি ১৮১৭ সালে বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি সাধনার্থ ফরাসীস্ দেশের ফরাসী একাডেমীর ন্যায় একটি একাডেমির সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন। এই একাডেমির সভ্যেরা বাঙ্গলা ভাষার শব্দ প্রয়োগের শুদ্ধতা বিষয়ে যাহা অবধারণ করিবেন তাহা আমাদিগের সকলকে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে। সংবাদ পত্রে ও ছাপান পরিপত্রে এই প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। আমি এই প্রস্তাবের বিপক্ষে জাতীয় সভায় (ন্যাশনাল সোসাইটিতে) বক্তৃতা করি, সেই বক্তৃতার সারমর্ম 'ন্যাশনাল পেপার'-এ প্রকাশিত হয়। তাহা দেখিয়া ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন "ইট ইজ এ সেটলার" অর্থাৎ বীম্‌স সাহেব ইহার কোন উত্তর দিতে পারিবেন না। যদিও বীম্‌স সাহেব বলিয়াছিলেন "আমি মহাশয়ের সকল যুক্তি খণ্ডিত করিব", কিন্তু তাহার পরে তাহা আর করিলেন না অথবা পারিলেন না। ভাষাকে প্রথমে স্বাধীনতা দেওয়া কর্তব্য। বৈয়াকরণিক ও আলঙ্কারিকেরা ভাষাকে প্রথমে নিয়মিত ও সীমাবদ্ধ করিবার জন্য নিয়ম সকল সংস্থাপন করেন। ভাষা তাহা তুচ্ছ করতঃ একটি অট্টহাস্য করিয়া

আপনার গতিতে চলিয়া যায়। তবে ভাষা স্বেচ্ছাচারবিশিষ্ট ও উচ্ছৃংখল অবস্থায় চিরকাল থাকে আমার এমত মত নহে। একটি বিশিষ্ট আকার ধারণ করিলে তাহাকে নিয়মিত করা কর্তব্য।

—শকে ইংরাজী—সালে আমি ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভা সংস্থাপন করি। আদি ব্রাহ্ম সমাজ কেবল মাত্র উপাসনার স্থান, যে খুসী এস উপাসনা করিয়া চলিয়া যাও। রামমোহন রায়ের ট্রাষ্ট ডীড অনুসারে উহা কোন দস্তুর মোতাবেক সভায় পরিণত হইতে পারে না। মন্দির রক্ষা জন্য ট্রাষ্টীগণ নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগের অধীনে মন্দিরের কার্য সুনির্বাহ হয় কি না তাহা দেখিবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত আছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহিত প্রচার কার্যের কোন সংশ্রব নাই। ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার জন্য আমি ঐ সভা সংস্থাপন করি। আদি ব্রাহ্ম সমাজের লোকসভার কার্য নির্বাহ জন্য দাতব্য দিতেন। সভা একজন প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হেমচন্দ্র চক্রবর্তী। ইনি দক্ষিণ বারাসত নিবাসী। ইনি দিন কতক খুব উৎসাহের সহিত দেশীয়ভাব রক্ষাপূর্বক ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার পর নানা কারণ বশতঃ আর অধিক দিন সভা টেকিল না। সেই সকল কারণের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঔদাসীন্য একটি কারণ। কেশব বাবু আদি সমাজের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা অবধি তিনি কেমন এক রকম ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্বদা আমাদিগকে বলিতেন আমাদিগের এক্ষণে দুইমাত্র কার্য—আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রতি বুধবার নিয়মিত উপাসনা করা এবং প্রতি মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করা।

১৮৭২ সালের শেষে মিস্ শার্প মহাশয়া মিস এ্যাক্রয়েড-এর দ্বারা আমার সহধর্মিণীর জন্য কোন উপহার দ্রব্য পাঠান। যে দিন মিস এ্যাক্রয়েড কলিকাতায় পেঁছিেন তাহার পর দিন কোন প্রয়োজন উপলক্ষ্যে বিখ্যাত ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের সংগে দেখা করিতে যাই। কথোপকথনের পর তিনি বলিলেন "আপনি মিস এ্যাক্রয়েড-এর সংগে দেখা করিবেন? তিনি আপনার পরিবারের জন্য মিস শার্প প্রেরিত উপহার আনিয়াছেন।" আমি বলিলাম "আহ্লাদপূর্বক দেখা করিব।" তৎপরে তিনি আমাকে দোতলায় লইয়া গিয়া মিস এ্যাক্রয়েড-এর সংগে পরিচয় করিয়া দিলেন। পরিচয়

করিয়া দিয়া তিনি বেড়াইতে চলিয়া গেলেন। মিস এ্যাক্রয়েড-এর সংগে আমাদিগের সামাজিক অনেক বিষয়ে কথোপকথন হইতে লাগিল। আমি বলিলাম "যদি আমরা ইংলণ্ড জয় করিয়া তথাকার লোক দ্বারা আমাদিগের রীতিনীতি অনুকরণ কার্যে যদি আমরা উৎসাহ প্রদান করিতাম তাহা হইলে আপনারা কি পছন্দ করিতেন?" তিনি বলিলেন "না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কোন সাহেব যদি ধুতি পরিয়া লণ্ডনের রাস্তায় বেড়ান তাহা হইলে আপনারা তাঁহাকে কি করেন?" মিস এ্যাক্রয়েড তাহাতে উত্তর করিলেন "উই ইনষ্টেণ্টলি ক্ল্যাপ হিম টু বেডল্যাম" অর্থাৎ "আমরা তাহাকে পাগলা গারদে দিই"। তাহাতে আমি বলিলাম "আপনারা যেমন ঐ কার্য ঘৃণা করেন, আমরাও সেইরূপ বিলাতফেরৎ বাঙ্গালী দ্বারা ইংরাজ পরিচ্ছদ ব্যবহারে সেইরূপ ঘৃণা করি।"। স্ত্রী স্বাধীনতার বিষয়ে কথা হওয়াতে আমি বলিলাম "বিনা সুশিক্ষায় স্ত্রীস্বাধীনতা অনিষ্টকর। তিনি বলিলেন "ঠিক বলিয়াছেন, বিনা শিক্ষায় স্ত্রী-স্বাধীনতা অত্যন্ত অনিষ্টকর।" তিনি এইরূপ আমার সকল কথা মানিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু ভিতর ভিতর রাগিতেছিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। তাহার পর আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আমি বলিলাম "আপনি ইংরাজী আদব-কায়দাগুলিকে শ্রেষ্ঠ ভাবেন" এই কথা বলাতেই তিনি টেবিল চাপড়াইতে লাগিলেন, গৃহের মেজেতে পদাঘাত করিতে লাগিলেন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তাঁহার চক্ষু হইতে বিনির্গত হইতে লাগিল। আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল আমাকে বা প্রহার করেন। আমি কম্পিত কলেবর হইয়া বলিলাম "ক্ষমা করিবেন মহাশয়া, আমি খারাপ ভাবিয়া কিছু বলি নাই।" এমন সময়ে মনোমোহন বাবু বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি দুজনে মিষ্টালাপ হইতেছে দেখিয়া গিয়াছিলেন, আসিয়া দেখেন দাঙ্গা উপস্থিত। আমি তৎপরে বিদায় লইলাম। বিদায় লইবার সময় মিস্ এক্রইড্ আমাকে একটি নমস্কার করিলেন, কিন্তু যখন প্রথম দেখা হয় তখন শেকহ্যাণ্ড করিয়াছিলেন। নমস্কার করিবার অর্থ এই যে "যখন আপনি জাতীয় ভাব এত ভালবাসেন তখন আপনাদিগের জাতীয় প্রথানুসারে আপনাকে নমস্কার করা উচিত।" আমি হারিবার পাত্র নহি, আমি মনোমোহন বাবুকে বলিয়া আসিলাম "ম্যাম্ সাহেবকে বলিবেন যে

তাঁহার নমস্কারটি অতি সুন্দর দেখাইয়াছিল।" মিস্ এ্যাক্রয়েড কোপন-স্বভাবা স্ত্রীলোক। কেশব বাবু একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তাহাতে তর্ক উপস্থিত হইয়া দুইজনে রাগারাগী হয়। কেশব বাবু বাড়ী ফিরিয়া আসিবার সময় সিঁড়িতে নামিতেছিলেন এমন সময়ে মিস্ এ্যাক্রয়েড সিঁড়ি পর্যন্ত আসিয়া পুনরায় তাঁহার সহিত আর একবার ঝগড়া করিয়া গেলেন। আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর মিস্ এ্যাক্রয়েড কলিকাতায় বয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয় কি প্রকারে চালান কর্ত্তব্য সে বিষয়ে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি অন্যান্য পরামর্শের মধ্যে রামায়ণ-মহাভারত পড়াইতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। তাহার পর ম্যাম সাহেব আমি এত জাতীয়ভাবানুরাগী হইয়া পত্র লিখিবার সময় বাঙ্গালা কাগজ ব্যবহার না করিয়া ইংরাজী কাগজ ব্যবহার করি কেন এরূপ খুটীনাটী ধরাতে আমি একেবারে পত্র লেখা বন্ধ করিলাম। তৎপরে এক-দিন মিস্ এ্যাক্রয়েড আমার বাটীস্থ স্ত্রীলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। মিস্ এ্যাক্রয়েড এক্ষণে (১৮৮৯) আলিপুরের জজ বেভারিজ সাহেবের স্ত্রী। তিনি এক্ষণে বধির হইয়াছেন শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম।

কুচবিহার বিবাহের পরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে যে আত্মবিরোধ উপস্থিত হয় তাহার সূত্রপাত তাহার ৫।৬ বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। ১৮৭২ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য স্ত্রীস্বাধীনতার বিষম পক্ষ কতকগুলি ব্রাহ্ম সমাজমন্দিরে যে পর্দার ভিতরে স্ত্রীলোকেরা বসিতেন সেই পর্দার বাহিরে আপনাদিগের বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে বসাইবার অধিকার জন্য সমাজমন্দিরের অধ্যক্ষদিগের নিকট আবেদন করেন; কিন্তু অধ্যক্ষেরা সম্মত না হওয়াতে উক্ত সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ রহিত করিয়া বাহির হইয়া পড়েন। এই দলের নেতা ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির, দুর্গামোহন দাস, রজনীনাথ রায় প্রভৃতি ছিলেন এবং ইঁহাদিগের সহিত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীও যোগ দিয়াছিলেন। ইঁহারা স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শমতে আমি দিনকতক এই নূতন সমাজের আচার্যের কার্য করি। দেবেন্দ্র বাবু ও আমি, আমাদিগের মধ্যে এই কথা স্থির হইল যে আদি ব্রাহ্মসমাজে সমাজ-

সংস্কার বিষয়ে রক্ষণশীল, তথাপি যে আমাদিগকে উপাসনা করিতে ডাকিবে আমরা অবশ্য যাইব, তাহাতে আমাদের আপত্তি করা উচিত হয় না। নূতন সমাজে আমার অব্যবহিত সম্মুখে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির আকারে স্ত্রীলোকেরা বসিতেন, তাহার পেছনে পুরুষেরা বসিতেন। বহুবাজারে একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে প্রতি রবিবারে ঐ সমাজ হইত। স্ত্রীলোকেরা সমস্বরে গান করিতেন। বরিশালের নিকটস্থ লাখুটিয়ার জমিদার বাবু রাখালচন্দ্র রায়ের প্রথম সহধর্মিণী প্রধান গায়িকা ছিলেন। তিনি ধর্মপরায়ণা স্ত্রীলোক ছিলেন। এই সমাজ ৬।৭ মাসের পর উঠিয়া গেল। রাখাল বাবুর বর্তমান (১৮৮৯) সহধর্মিণীর শুনিতে পাই বাক্‌পটুতা ও ধর্মপ্রচারের বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে।

ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগিরির প্রথমাকন্যা কুমারী সৌদামিনী উপরি-বর্ণিত সমাজের সভ্য ছিলেন। তাঁহার পিতা সমাজ সংস্কার বিষয়ে এত অগ্রসর হইলেও ধর্ম সংস্কার বিষয়ে তত অগ্রসর ছিলেন না। তিনি সৌদামিনীর বিবাহ প্রচলিত হিন্দুমতে দিয়াছিলেন। দেবেন্দ্র বাবু ও আমি, দুইজনে স্থির হইল যে বিবাহ ক্রিয়া সকলই প্রচলিত হিন্দুমতে হউক, কেবল শালগ্রামশিলা না আনিলেই আমরা বিবাহে উপস্থিত থাকিব। খাস্তগিরি মহাশয় বলিলেন যে শালগ্রামশিলা আনা হইবে না। প্রসিদ্ধ সিভিলিয়ান বিলাতফেরৎ বিহারীলাল গুপ্তের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ হয়। এই বিবাহে বিষম জনতা হইয়াছিল, লোকে লোকারণ্য। এই জনতার কারণ প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম খাস্তগিরি প্রচলিত হিন্দুমতে বিবাহ দিতেছেন ও প্রসিদ্ধ বিলাত-ফেরৎ বিহারীলাল গুপ্ত সেইমতে বিবাহ করিতেছেন, এই দৃশ্য দেখিবার জন্য সকল লোকে সমুৎসুক হইয়াছিল। প্রচলিত হিন্দুধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সকল প্রকার লোকই উপস্থিত ছিলেন এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের লোকও উপস্থিত ছিলেন। এই জন্য খাস্তগিরির বিপক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মুখস্বরূপ 'মিরার' শ্লেষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে ঐ দিন বিবাহের বাটী 'হল্ অব অল্ নেশন্স্' হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ গ্রেট ঈষ্টার্ণ হোটেল-এর ঐ নাম। দিন কতক এমন হইল যে প্রায় প্রত্যহ মিরার খুলিলেই খাস্তগিরি ও আমার এই দুইজনের গালাগালি দেখিতে পাওয়া যাইত। আমাকে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা জন্য গালাগালি দিত। বাটীর যে ঘরে বিবাহ হইয়াছিল, সেই ঘরে

কতকগুলি বাছা বাছা লোককে যাইতে দেওয়া হইয়াছিল। তাহার মধ্যে দেবেন্দ্র বাবু ও আমি ছিলাম। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লোক ঐ ঘরে উপস্থিত ছিলেন।

ইং ১৮৭৩ সালে (১৭৯৪ শকে মাঘ মাসে) শ্রীমৎ প্রধান আচার্য প্রাচীন উপনয়ন পদ্ধতি যতদূর ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্তিত করা যায় তাহা করিলেন। পূর্বে যে অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রকাশিত হয় তাহাতে উপনয়ন বলিয়া একটি ক্রিয়া আছে বটে, কিন্তু তাহা কেবল ব্রাহ্ম উপদেষ্টার নিকটে কোন বালককে আনিয়া তাঁহার উপর তাহার ধর্ম শিক্ষার ভার অর্পণ করা। কিন্তু নূতন প্রবর্তিত উপনয়ন পদ্ধতিতে গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষাপূর্বক উপবীত গ্রহণ করার নিয়ম প্রবর্তিত হইল। যদি অন্য দেশের অভিজাত ব্যক্তিরা সম্মুখের পা তোলা সিংহের প্রতিকৃতি ব্যবহার আভিজাত্যের চিহ্ন স্বরূপ জ্ঞান করেন, তবে আমাদের দেশের ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব ব্রাহ্মেরা প্রাচীন ঋষিদিগের সন্তান বলিয়া পৌত্তলিকতার সহিত কোন সংস্রব না রাখিয়া উপবীত আধ্যাত্মিক আভিজাত্যের চিহ্নস্বরূপ যদি ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাহাতে আমি কোন হানি দেখি না। জাতি-বিভেদ প্রথা কোন না কোন আকারে সকল জাতীয় মনুষ্য সমাজে থাকিবেই থাকিবে, যদি আমাদিগের দেশের মতন জাতিবিভেদ প্রথা না থাকে তথাপি ধনী দরিদ্রের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ করা প্রথা থাকিবে। সেও এক প্রকার জাতি-বিভেদ প্রথা। আমরা কেবল এই মাত্র দেখিব যে পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব না থাকে, যেহেতু অপরিমিত দেবতার পরিবর্তে পরিমিত দেবতার উপাসনা ব্রাহ্মের পক্ষে নিষিদ্ধ। নূতন প্রবর্তিত প্রথানুসারে দেবেন্দ্র বাবু সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক তাঁহার সর্বকনিষ্ঠ দুই পুত্রের উপনয়ন দেন। পৌত্তলিকতা ছাড়া ব্রাহ্মণ্য সকল নিয়ম পালন করিয়া উপনয়ন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। যেদিন উপনয়ন ক্রিয়া হয় তাহার দুই তিন দিন পূর্বে আমি নিবাঁধই দত্তপুকুরে আমার দ্বিতীয় জামাতা দীননাথ দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। যেদিন উপনয়ন হয় সেইদিন যে দালানে ক্রিয়া হইতেছিল আমি নিবাঁধইয়ের ফেরতা একেবারে সেই দালানে গিয়া বসি। আমি জানিতাম না যে শূদ্রে তথায় বসিতে পারিবে না এমন নিয়ম হইয়াছে। এরূপ নিয়ম হইয়াছে জানিলে আমি তথায় বসিতাম না। যেহেতু সমাজনায়কেরা ভালরূপ

বিবেচনা করিয়া যে নিয়ম অবধারিত করেন তাহার প্রতি হস্তার্পণ করা আমার স্বভাব নহে, তাহা পালন করা কর্তব্য মনে করি।, প্রথমে আমি নূতন উপনয়ন প্রথার বিপক্ষ ছিলাম, কিন্তু এরূপ উপনয়ন ব্যতীত আদি ব্রাহ্মসমাজের হিন্দু অনুষ্ঠান পদ্ধতি সর্ব্বায়ব সম্পন্ন হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়া তাহাতে যোগ দিয়াছিলাম।

পূর্বে একস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে যে 'ফ্রেন্ড্ অফ্ ইণ্ডিয়া' সম্পাদক রুটলেজ সাহেব নিজে খৃষ্টীয়ান হইয়াও আমার হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম বিবাহ আইন আন্দোলনের সময় আদি ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ সহায়তা করেন। ১৮৭৩ সালে তিনি বিলাত গমন করেন। তিনি ভারতবাসীদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া 'ফ্রেন্ড্ অফ্ ইণ্ডিয়া' কাগজে লেখাতে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য উত্তরপাড়ার জমিদারবাবুরা উত্তরপাড়ায় এক সাধারণ সভা আহবান করেন, তাহাতে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত লোক উপস্থিত ছিলেন। আমরা আদি সমাজ হইতে কতকগুলি লোকে এই সভায় উপস্থিত থাকি। আমি সকলের পেছনে বসিয়াছিলাম, তাহাতে জমিদার বাবুদিগের একজন আসিয়া আমাকে বলিলেন, "আপনি আমাদের জাতীয়-ধর্ম্মের সমর্থক, আপনার পেছনে বসা উচিত হয় না, চলুন আপনাকে সম্মুখে লইয়া বসাই।" এই বলিয়া ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি যেখানে বসিয়া-ছিলেন সেখানে লইয়া গিয়া তিনি আমাকে বসাইলেন। রুটলেজ সাহেব বিলাতে গিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ ও আমার হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে তাঁহার প্রণীত 'ইংলিশ রুল অ্যাণ্ড নেটিভ ওপিনিয়ন ইন ইণ্ডিয়া' বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

'In September 1852 the walls of Calcutta were placarded with an advertisement of a lecture to be given by the minister of the elder body of the Brahmists (termed the 'Adi Samaj'—Adi Church) on the superiority of Hinduism to all other religions. Reference has been made in an earlier chapter to one essential and vital difference between the two Brahmist Churches both professing to follow the

great first Brahmist, Rajah Ram Mohun Roy. The younger body, the body of Keshub Chandra Sen, may be said to be very nearly akin to the Unitarian Christianity. The elder believe that Hinduism, although overgrown with excrescences, has for its germ and origin the worship and unity of the One True God and that a return to the teaching of the Vedas would be a return to a pure though a poetical deism. I had at this time been in India about two years and had sent home what I must term strictly and rigorously accurate, though not unquestioned, pictures of what may be seen at the festivals of Durgah and Jagannath and I had also in those two years formed an impression that Englishmen do not rightly comprehend the faiths, or the men influenced by the faiths of India. The advertisement, however, was a startling one. Did the minister of the Adi Samaj (a scholar and a gentleman I afterwards found) actually mean to assert in the face of the missionaries and educated English of Calcutta, that Hinduism is superior to Christianity? I found he did; and before the controversy which this lecture caused had ended, I had come to the conclusion that the Hindus, may, in God's good providence, and without an absolute adherence to Christian channels of faith and form, find their way backward to the key of all truth, the oneness of the most High God. I did not think, and do not now think, of defending Hinduism. I did, and do, desire to show somewhat of the character of any Hindu scholars and thinkers who still claim to be actuated and guided by Hinduism.

Since that time I have endeavoured in different ways to draw attention to the literature of these two Brahmist

bodies—a literature so marvellously devotional and so imbued with a spirit of love to God and man, that one might seek far for a parallel to it, save in the most devotional works of the old Catholic divines. I find such passages as these; "Is not progress to be perceived in the sacred writings of the Christians also? Was it not a great transition from the Elohim of Moses to the God of the New Testament? A change passes over the Jewish religion from fear to love, from power to wisdom, from the justice of God to the mercy of God, from the nation to the individual, from this world to another, from the visitation of the sins of the father upon the children to every soul shall bear its own iniquity; from the fire, the earthquakes and the storms to the 'still small voice'.....Let us be pure and holy in our lives. Let us make sacrifices for our religion. Lord God, our Father, our Saviour, our Redeemer! to Thee we look up for succour, for we are weak. Always grant the light of Thy countenance, for that light alone is our only consolation amid the darkness and danger of our situation. Forsake us not, but infuse patience, firmness and fortitude into our souls, so that we may stand as witnesses of thy glory to generations to come." ইহা আমার "Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj" হইতে উদ্ধৃত)।

In the same spirit, a writer of the same body claims for Brahmoism the words of Abou Ben Adhem's dream —"Write me as one who loves his fellow-men." This literature is ever growing and its spirit pertains to both the Brahmo bodies. Each has its pamphlets, its newspaper, its societies for moral and social, as well as religious progress. Both alike disown Christianity, save as one of the good

systems of religion which "the education of the world" has produced from age to age.

The Minister of the Adi Samaj undertook to prove, in the face of the younger Brahmo body as well as of Christian Missionaries:

"That Hinduism is superior to all other religions, because it owes the name to no man; because it acknowledges no mediator between God and man; because the Hindu worships God as the soul of the soul and can worship in every act of life—in business, in pleasure and in social intercourse; because while other scriptures inculcate worship for the rewards it may bring or the punishment it may avert, the Hindu is taught to worship God and practise virtue for the love of God and of virtue alone, because, being unsectarian and believing in the good of all religions, Hinduism is non-proselytising and tolerant, as it also is devotional to an entire abstraction of the mind from time and sense, and possesses an antiquity which carries it back to the fountain head of all thought."

These are some of the points which the lecturer endeavoured to illustrate from history, and by well-put references to existing facts.

His position was disputed by a genial and accomplished missionary, the Rev. Dr. Murrty Mitchell, and several members of the younger Brahmo body. Dr. Mitchell claimed to include the Tantras among the sacred books of the Hindoos, and adduced from them immoral passages, which the minister of the Adi Samaj, Babu Rajnarain Bose, promptly disowned. "I am not", he said, "a Tantrist, and therefore decline to enter into a discussion on the merits and de-merits of any of the Tantras. The position which I

took up in my lecture on the superiority of Hindooism was this, that even the lowest Shastras the Tantras, not to mention the Vedas, the Upanishads, the Smrities, and the Puranas, contain monotheistic sentiments of the most exalted description.'' The younger Brahmo body maintained that the church represented by Babu Rajnarain Bose had drifted from the teachings of Raja Ram Mohun Roy, and of his successor, Debendra Nath Tagore, neither of whom confined his search for truth to any one system, and the latter of whom claimed all great and good men as teachers, all 'nature as revelation' and 'pure reason as minister.' Baboo Jotendra Nath Tagore (a notable Calcutta Zemindar, kinsman and successor of Raja Ram Mohun Roy's disciple, Dwarknath Tagore) maintained that Hinduism is an illimitable fount of truth, and in confirmation of this view produced many beautiful passages from the Shastras.

This controversy produced little effect in India, so far as making known the tenets of the two Brahmist Churches was concerned; but it was valuable to me, and it may be so to the reader in two ways. First, it shows that while the Church of Baboo Keshub Chunder Sen is drifting further from Hindooism, the older body is coming nearer to Hindooism while, at the same time, endeavouring to raise it from idolatry to a philosophy and a monotheistic faith. Secondly, that the younger body in drifting from Hindooism is not drifting any the nearer to Christianity. The forms of worship of both Churches are thoroughly, and at festive times markedly Hindoo in the apparent intensity of the devotion, and in the appeals to the senses by music and flowers. An 'Inquirer from the outside' during this

controversy having asked some questions indicating his view of the greater simplicity, solemnity, devotion, charity, and purity of the Gospel of Christ, the *National* (Adi Somaj) Paper replied with some fine instances of Hindoo charity, of honour paid to parents, and much besides; facts which may be freely admitted, while, at the same time, a glimpse into these ancient writings, as into the Koran, is sufficient to show what a marked contrast they present to the New Testament. I cannot see whither the spririt of inquiry now abroad in India is tending, but I venture to ask the reader to view it in a generous and kindly spirit."

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার প্রাচীরে প্রাচীরে এই মর্মে এক বিজ্ঞাপন ঘোষিত হয় যে, ব্রাহ্মগণের অগ্রজ গোষ্ঠীর ('আদি সমাজ' নামে অভিহিত) যাজক, সকল ধর্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠ, এই বিষয়ে এক বক্তৃতা দিবেন। পূর্বের এক অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, দুইটি ব্রাহ্ম গোষ্ঠীর মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ও সারগর্ভ পার্থক্য বিদ্যমান, যদিও উভয় গোষ্ঠীই বলেন যে, তাঁহারা সেই প্রথম ও মহান্ ব্রাহ্ম রাজা রামমোহন রায়ের অনুবর্তী। তরুণ গোষ্ঠী অর্থাৎ কেশবচন্দ্র সেনের গোষ্ঠীটির ধর্মমত প্রায় ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টান ধর্মমতেরই ন্যায়। অগ্রজ গোষ্ঠীটি বিশ্বাস করে যে, ভিতরে বাহিরে নানা উদ্গত দলে ভারাক্রান্ত হইলেও, হিন্দুধর্মের আদর্শ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরের ঐক্যানুভূতি ও উপাসনা; এবং বেদের শিক্ষায় প্রত্যাবর্তন করার অর্থ শুদ্ধ (যদিও কবিত্বময়) ঈশ্বর-বাদে প্রত্যাবর্তন করা। আমি এই সময় দুই বৎসর ভারতবর্ষে ছিলাম এবং দুর্গাপূজা ও জগন্নাথ পূজা উৎসবগুলির পুংখানুপুংখ চিত্র স্বদেশে পাঠাইয়াছিলাম। তবে এই চিত্রগুলি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উঠিয়াছিল। আমি ইহাও অনুভব করিয়াছিলাম যে, ইংরাজগণ ভারতবর্ষের ধর্মবিশ্বাস-গুলিকে এবং সেই ধর্মসমূহে বিশ্বাসী মানুষগুলিকে সঠিকভাবে বুঝিতে পারেন না। যাহাই হউক, বিজ্ঞাপনটি বিস্ময়ের উদ্রেক করিল। এখন কথা হইল এই যে, আদি সমাজের এই যাজক (পরে জানিলাম ইনি একজন

সজ্জন পণ্ডিত) কলিকাতার মিশনারীগণের এবং শিক্ষিত ইংরাজগণের মুখের উপর কি ইহাই প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান যে, হিন্দুধর্ম খ্রীষ্টধর্ম অপেক্ষা আরও উন্নত? দেখিলাম, তিনি তাহাই করিলেন এবং এই বিতর্কের পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে হিন্দুগণ, ঈশ্বরের কল্যাণে এবং খ্রীষ্টধর্মের বিনা সহায়তায়, সেই অখণ্ড সত্যে উপনীত হইতে পারেন—যে সত্য বলে যে, ঈশ্বর একমেবাদ্বিতীয়ম্। আমি হিন্দুধর্মের হইয়া কোন কথা বলিতে চাহি নাই বা বলিবও না। বহু হিন্দু পণ্ডিত এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি যাঁহারা আজও দাবী করেন যে হিন্দুধর্ম তাঁহাদের ধ্রুবতারা, তাঁহাদের মননধারার কিছুটা পরিচয় দেওয়াই হইল আমার উদ্দেশ্য।

সেই অবধি আমি নানাভাবে এই দুই ব্রাহ্মগোষ্ঠীর লেখাগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। এই লেখাগুলি এমন আশ্চর্য ভক্তিমূলক, এবং ঈশ্বর ও মানবপ্রেমে এমনই সিঞ্চিত যে ইহার তুলনা মেলাই ভার। ইহার তুলনা মিলিতে পারে একমাত্র প্রাচীন ক্যাথলিক ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞগণের অপরূপ ভক্তিমূলক লেখায়। এমন এমন অংশও আমার চোখে পড়িয়াছে যেমন ঃ

"খ্রীষ্টান লেখকগণের পূত রচনাগুলির মধ্যেও কি প্রগতি উপলব্ধ হয় না? মোজেস্-এর এলোহিম হইতে নূতন টেস্টামেণ্টের ঈশ্বর পর্যন্ত এই যে রূপান্তর, ইহা কি বিরাট নয়? ইহুদীয় ধর্মে এক পরিবর্তন আসিল—ভয় হইতে প্রেমের দিকে, শক্তি হইতে প্রজ্ঞার দিকে, ঈশ্বরের সুবিচার হইতে ঈশ্বরের করুণার দিকে, জাতি হইতে একক ব্যক্তির দিকে, এই জগৎ হইতে অন্য জগতের দিকে, পিতার পাপ পুত্রে বর্তিত হওয়া হইতে প্রতিটি আত্মা নিজের পাপ নিজে বহন করিবার দিকে এবং অগ্নি, ভূমিকম্প ও ঝঞ্চা হইতে 'ক্ষুদ্র শান্ত ধ্বনি'র দিকে।.........এসো আমাদের জীবনকে শুদ্ধ ও পবিত্র করি। এসো, আমরা আমাদের ধর্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করি। হে ঈশ্বর, প্রভু, পিতা, আমাদের ত্রাণকর্তা ও কর্ণধার! আমরা দুর্বল, তাই সাহায্যের জন্য তোমার মুখাপেক্ষী হইয়া আছি। সর্বদা তোমার জ্যোতিঃ দান করিও, কারণ এই অন্ধকার ও বিপদের মধ্যে ওই জ্যোতিঃই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা। আমাদের ত্যাগ করিও না; আমাদের

আত্মাকে আরও ধীর, স্থির ও সুরক্ষিত কর, যাহাতে আমরা যুগ যুগ ধরিয়া তোমার মহিমার সাক্ষ্য বহন করিয়া যাইতে পারি।" (ইহা আমার 'ব্রাহ্মধর্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতিরক্ষার্থে' হইতে উদ্ধৃত।)

ঠিক এইভাবে ওই একই গোষ্ঠীর একজন লেখক ব্রাহ্মধর্মের জন্য আবু বেন আধেমের স্বপ্ন-কথাগুলিকে দাবি করেন : "আমি মানুষকে ভালবাসি এইভাবে আমাকে লিখিয়া রাখুন।" এই সাহিত্য ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ হইতেছে এবং ইহা উভয় ব্রাহ্মগোষ্ঠীর সহিতই সম্পৃক্ত। প্রত্যেকটির নিজস্ব পুস্তিকা আছে, সংবাদপত্র আছে, নৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় উন্নতির জন্য সভাসমিতি আছে। উভয় গোষ্ঠীই একযোগে ঘোষণা করেন যে, খ্রীষ্টধর্মের সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই, এবং যুগে যুগে সভ্যতা যে সকল সৎ ধর্মকে জন্ম দিয়াছে, খ্রীষ্টধর্ম সেগুলির অন্যতম, ইহার অধিক কিছু নহে।

আদি সমাজের যাজক তরুণ ব্রাহ্মগোষ্ঠী এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের সম্মুখে প্রমাণ করিতে চাহিলেন যে,

"হিন্দুধর্ম সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ (১) কোন ব্যক্তিবিশেষের নামে ইহার নামকরণ হয় নাই; (২) ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে ইহা কোন মধ্যস্থ মানে না; (৩) হিন্দুগণ ঈশ্বরকে পূজা করেন আত্মার আত্মা হিসাবে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে—কি বিষয়কর্মে, কি আনন্দে, কি সামাজিক আলাপ-আলাপনে; (৪) অপরাপর শাস্ত্রগুলির মতে উপাসনা পুরস্কার-সাপেক্ষ, কিন্তু হিন্দুগণ ঈশ্বরের উপাসনা এবং ধর্মচর্চা করেন কোন পুরস্কারের অপেক্ষা না করিয়া, ঈশ্বরপ্রেম এবং ধর্মচর্চাই এই উপাসনার প্রথম ও শেষ কথা; (৫) ইহা অসাম্প্রদায়িক এবং সকল ধর্মের কল্যাণে বিশ্বাসী; (৬) ইহা কাহাকেও ধর্মান্তরিত করে না, ইহা সহনশীল এবং এতদূর ভক্তিমূলক যে ইহা সম্পূর্ণভাবে কাল ও বোধনিরপেক্ষ; (৭) ইহা সকল জ্ঞানের আদি উৎস।"

ইতিহাস ও বর্তমান তথ্যের সমন্বয় সাধন করিয়া বক্তা যে-যুক্তিগুলি খাড়া করেন তাহার কতকগুলি উপরে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

এই মতের বিরোধিতা করেন রেভারেন্ড ডাঃ মারে মিচেল নামক এক

সুশিক্ষিত ভদ্র মিশনারী এবং তরুণ ব্রাহ্মগোষ্ঠীর কয়েকজন সভ্য। ডাঃ মিচেল বলেন যে, তন্ত্রশাস্ত্রসমূহ হিন্দুদিগের পবিত্র ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত। এবং তিনি তন্ত্রশাস্ত্র হইতে এমন এমন অংশ উদ্ধৃত করেন যাহা যাহা নীতিবিগর্হিত। আদি সমাজের যাজক মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাহা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন ঃ "আমি তান্ত্রিক নই, সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্রের দোষগুণ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবেশ করিতে আমি অসম্মত। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে বক্তৃতা দিবার সময় আমার উদ্দেশ্য ছিল ইহাই প্রমাণ করা যে, বেদ, উপনিষদ্, স্মৃতি ও পুরাণগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও, নিকৃষ্টতম শাস্ত্র যে তন্ত্র তাহার মধ্যেও একেশ্বরবাদিতা সম্বন্ধে সুমহান বর্ণনা আছে।" তরুণ ব্রাহ্মগোষ্ঠী এই বলিয়া অভিযোগ করেন যে, বাবু রাজনারায়ণ বসুর গোষ্ঠীটি রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁহার অনুবর্তী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন; উপরন্তু, রাজা রামমোহন রায় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যের সন্ধানকে কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, যে ব্যক্তি মহৎ ও সজ্জন, সে-ই শিক্ষক; সমগ্র প্রকৃতিই ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ এবং বিশুদ্ধ যুক্তিই সার্থক যাজক। বাবু যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (যিনি কলিকাতার একজন বিখ্যাত জমিদার এবং রাজা রামমোহন রায়ের শিষ্য দ্বারকানাথ ঠাকুরের আত্মীয় ও অনুবর্তী) বলেন যে, হিন্দুধর্ম সত্যের অফুরন্ত উৎস। শাস্ত্র হইতে সুন্দর সুন্দর অংশ উদ্ধৃত করিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান।

উভয় ব্রাহ্মগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের ধর্মমতগুলিকে সাধারণ্যে পরিচিত করা, কিন্তু এই বিতর্ক ভারতবর্ষে বিশেষ কান সাড়া জাগাইতে পারে নাই। তবে আমার লাভ হইয়াছে এবং দুই দিক দিয়া পাঠকদেরও লাভবান হইবার সম্ভাবনা আছে। এক—এই বিতর্ক দেখাইয়া দিয়াছে যে, একদিকে বাবু কেশবচন্দ্র সেনের সমাজ যেমন হিন্দুধর্ম হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন, অন্যদিকে অগ্রজ সমাজটি হিন্দুধর্মের নিকটতর হইতেছেন এবং সেই সংগে হিন্দুধর্মকে পৌত্তলিকতা হইতে একেশ্বরবাদী দর্শনে উন্নীত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দুই—তরুণ ব্রাহ্মগোষ্ঠীটি হিন্দুধর্ম হইতে দূরে সরিয়া গেলেও, খৃষ্টধর্মের এতটুকু নিকটতর হইতেছেন না। উভয়

সমাজেরই উপাসনা-পদ্ধতি ও উৎসব-অনুষ্ঠান ভক্তির গভীরতায় এবং সংগীত ও পুষ্পের সাহায্যে মনোরঞ্জন করিবার প্রয়াসে বিশেষভাবে হিন্দুধর্মী। এই বিতর্কের সময় বাহিরের কোন এক উৎসুক ভদ্রলোক খ্রীষ্টোপদেশের আরও সারল্য, নিষ্ঠা, গভীরতা, ভক্তি, দাক্ষিণ্য এবং বিশুদ্ধতার নজির দেখাইয়া কতকগুলি প্রশ্ন করিলে, ন্যাশনাল (আদি সমাজ) পেপার ইহার জবাবে হিন্দুদাক্ষিণ্য, মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আরও অনক কিছুর কতকগুলি সুন্দর নজির প্রদর্শন করেন। তথ্যগুলি অনায়াসে স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। তবে এই সংগে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠে। তাহা হইলে এই যে, যদি এই সকল প্রাচীন লেখা এবং কোরাণের মধ্যে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে দেখিব যে নূতন টেস্টামেণ্টের সহিত এইগুলির পার্থক্য অসীম। আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, ভারতবর্ষের এই অনুসন্ধিৎসা কোন্ লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হইয়াছে, তবে আমি পাঠকদের এই বলিয়া অনুরোধ করিব, তাঁহারা যেন সহানুভূতি ও সহৃদয়তার দৃষ্টিতে ইহাকে দেখেন।"

ইংরাজী ১৮৭৫ সালে প্রথম কলেজ-সম্মিলন (College Reunion) হয়। আমি উহা প্রথম বিখ্যাত জগদীশনাথ রায়ের নিকট প্রস্তাব করি। জগদীশনাথ রায়ের সঙ্গে হিন্দু কলেজে পড়িয়াছিলাম। ইনি বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম জেলা পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন। যখন আমি তাঁহার নিকট ঐ প্রস্তাব করি, তখন তিনি বালেশ্বরের জেলা পুলিশ সুপারিন্-টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। আমি প্রথম এই প্রস্তাব করি কেবলমাত্র পুরাতন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা কোন উদ্যানে সম্মিলিত হইয়া আমোদ-আহ্লাদ করেন। জগদীশনাথ রায় আমার প্রস্তাবকে প্রসারিত করিয়া সকল কলেজের ছাত্র-দিগকে তাহার অন্তর্ভূত করেন। প্রথম কলেজ সম্মিলন রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের "মরকত নিকুঞ্জ" নামক বিখ্যাত উদ্যানে হয়। আমি সেই সম্মিলনে হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত পাঠ করি। উহা আমার বিবিধ প্রবন্ধের প্রথম খণ্ডে আছে। আমি যে ঘরে উহা পাঠ করিতেছিলাম সেই ঘরে ঢুকিয়া কি হইতেছে দেখিতে একটি দর্শক উৎসুক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধু এই বলিয়া বারণ করিলেন যে "ওঘরে আর কি দেখিবে?

ওঘরে 'সেকাল একাল' হইতেছে।" আমার কলেজের সমাধ্যায়ী ও মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র পালিতের প্রতি বাঙ্গলা পুস্তক হইতে বাছা বাছা স্থান পড়িবার ভার ছিল। তিনি একটি অশ্লীল স্থান খানিক পড়িয়াছেন এমন সময় জগদীশনাথ রায় তাঁহাকে একটি ধমক ও তৎপরে একটি উপহাস দ্বারা তাহা হইতে বিরত করিলেন। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এক অতি সামান্য বেশ ধারণ করিয়া সকলের অভ্যর্থনা ও পরিচর্যা করিয়াছিলেন। এই সামান্য বেশ ধারণ জন্য বাঙ্গলা সংবাদপত্র সকল তাঁহাকে প্রশংসা করিয়াছিল।

দ্বিতীয় বৎসরে কলেজ-সম্মিলনে জগদীশনাথ রায় উপস্থিত ছিলেন না। সকল বিষয়ে অধ্যক্ষতা আমাকে করিতে হইয়াছিল। এ সম্মিলনও "মরকত নিকুঞ্জে" হয়। বিখ্যাত "শকুন্তলাতত্ত্ব" প্রণেতা বাবু চন্দ্রনাথ বসু, এম, এ, এইবার সম্মিলনের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এবার বক্তৃতা ও গানের শেষে কতকগুলি নাটকের বাছা বাছা স্থান অভিনীত হইয়াছিল ও কতকগুলি মূক অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছিল। তৎপরে কলেজ সম্মিলন তিন-চারি বৎসর বন্ধ থাকিয়া ১৮৮১ সালে পুনরায় "মরকত নিকুঞ্জে" হয়। সেবার কোন বে-বন্দোবস্ত বশতঃ উপস্থিত জনসমূহ ক্ষেপিয়া উঠিয়া অত্যন্ত গোলমাল করাতে রাজভ্রাতৃদ্বয়, (যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন) তাঁহাদের বাগানে সম্মিলন হওয়া বন্ধ করিয়া দেন। তাহার পর বৎসর হইতে লাহাভ্রাতৃদ্বয়, রাজা দুর্গাচরণ ও বাবু শ্যামাচরণ, উক্ত সম্মিলন করাইবার ভার গ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর উহা তাঁহাদিগের উদ্যানে হইয়া একেবারে বন্ধ হয়। বড় দুঃখের বিষয় যে কলেজ সম্মিলন আর হয় না। উহা একটি মনোহর ব্যাপার ছিল। সম্বৎসরের পর বৃদ্ধ ও যুবক কলেজিয়ান একত্রিত হইয়া পরস্পর মিষ্টালাপ করিতেন। তাহাতে বড় আনন্দের উদয় হইত। কি প্রকার আনন্দের উদয় হইত তাহা আমার হিন্দু কলেজের ইতিবৃত্ত বিষয়ক প্রবন্ধের শেষ কয়েক পংক্তিতে বিবৃত আছে। কলেজ সম্মিলন জ্ঞানাহার ও সৌহার্দ্যরসামৃতপানে (Feast of reason and flow of soul) অথবা জ্ঞানের ভোজ ও আত্মার ঢলাঢলি করিবার একটি প্রধান উপায় ছিল। উল্লিখিত কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"অদ্যকার সম্মিলন অতি শুভ ঘটনা। ইহার দ্বারা অন্য কোন উপকার যদি না হয়, অন্ততঃ এই উপকার হইল যে, আযৌবন পরিচিত সেই সকল পুরাতন মুখশ্রী অদ্য আমরা দেখিতে পাইলাম। সেই সকল মুখশ্রী সন্দর্শন করিয়া জীবনের সেই অতি সুখদ পরম মনোহর কাল স্মরণ হইতেছে, যখন আমরা এক বেঞ্চে উপবিষ্ট হইয়া এক শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করিতাম। ইহা অল্প আহ্লাদের বিষয় নহে। এই সম্মিলন প্রকাশ করিতেছে যে, আমাদের চিত্ত কেবল সামান্য অর্থচিন্তায় বদ্ধ নহে,—তাহা কেবল সামান্য অন্নপানের জন্য ব্যস্ত নহে। ইহাতে প্রদর্শন করিতেছে যে, আমাদিগের জ্ঞানের জন্য ক্ষুধা ও সৌহার্দ্যরস পানের জন্য পিপাসা আছে। বৎসর বৎসর এই প্রকার সম্মিলন দ্বারা ভবিষ্যতে কি উপকার হইবে কে বলিতে পারে? এতগুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তি একত্র হইলে যে-কোন সৎপ্রসঙ্গ ও সৎপ্রস্তাব উত্থিত হইবে না, ইহা অতি অসম্ভব। সেই সকল সৎপ্রসঙ্গ সৎপ্রস্তাব হইতে ভবিষ্যতে কি ফল ফলিবে তাহা কে জানে?"

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র মহোদয় আমার প্রণীত "জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার" অনুষ্ঠান-পত্র পাঠ করাতে হিন্দুমেলার ভাব তাঁহার মনে প্রথম উদিত হয়। তিনি আমার নিকট স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। ঐ হিন্দুমেলা সংস্থাপনের পর উহার অধ্যক্ষতা করিবার জন্য মিত্র মহাশয় "জাতীয় সভা" সংস্থাপন করেন। উহা আমার প্রস্তাবিত "জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার" আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। প্রথম যে বৎসর (১৮৬৭ সাল) হিন্দুমেলা হয় আমি মস্তকের পীড়া জন্য মেদিনীপুর হইতে ছুটী লইয়া বোড়ালে অবস্থিতি করিতেছিলাম। আমি এবং আমার বোড়ালবাসী কতকগুলি বন্ধু একত্রিত হইয়া বঙ্গের পূর্ব মহিমা বিষয়ে এক কবিতা রচনা করিয়া মেলায় পাঠার্থ প্রেরণ করি। উপহাসচ্ছলে আমি বলিয়াছিলাম যে উহার শিরস্থ স্থানে "বোড়াল কবিবৃন্দ কর্তৃক বিরচিত" এই বাক্য লিখিয়া দেওয়া যাউক। ঐ কবিতার প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া গেল :— "বঙ্গের পূর্ব মহিমা বর্ণন"

(বোড়ালের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্বারা বিরচিত ও মৎ কর্তৃক সংশোধিত।)

(১)

দেখিয়া উৎসব-সভা পুলকিত প্রাণ।
জাতীয় উন্নতি চিহ্ন যা'তে বিদ্যমান॥
বঙ্গের দুঃখের নিশা বুঝি পোহাইল।
ভ্রাতৃভাবে পুত্র তাঁ'র সকলে মিলিল॥
এই উপলক্ষে মন চাহে বলিবারে।
বঙ্গের মহিমা পূর্ব বঙ্গীয় মাঝারে॥

(২)

পুরাকালে যুধিষ্ঠির যজ্ঞের কারণ।
দিগ্বিজয় হেতু ভীমে করেন প্রেরণ॥
সমুদ্র ও চন্দ্রসেন বঙ্গ নৃপদ্বয়।
সমরে নিপুণ দোঁহে সাহসী নির্ভয়॥
উভয়ে সমর করে বৃকোদর সনে।
ভারতীয় সভাপর্বে বিস্তারিত ভণে॥

(৩)

বিজয় নামেতে বীর বিজয়ী প্রধান।
বঙ্গের নৃপতি সিংহবাহুর সন্তান॥
কি কারণে অভিমানে ত্যজি পিত্রালয়।
সমুদ্র ভ্রমণ আশে চলিলা বিজয়॥
সহচরগণ তাঁর যে যে ছিল বঙ্গে।
পত্নীগণ সহ তাঁরা চলিলেক সঙ্গে॥
পথের প্রয়োজন যা সকলি লইয়া।
আরোহি অর্ণবপোতে চলিল বাহিয়া॥
বিষম বিপদ পথে ঘটে অকস্মাৎ।
মেঘে আঁধারিল দিক ঘনবজ্রাঘাত॥
উঠিল প্রবল বায়ু জলধি মাঝার।
চির অরি সনে দ্বন্দ্ব লাগিল তাহার॥

নাচিল সাগর বক্ষে তরঙ্গ নিচয়।
গর্জ্জিল অপার সিন্ধু দেখে লাগে ভয়॥
ক্রমে ক্রমে বাড়ে ঝড় প্রলয় আকার।
সমুদ্র আকাশ উভে হয় একাকার॥
কামিনীর যান দ্বীপ মহেন্দ্রে লাগিল।
কুমার সহিত তরী সিংহলে পড়িল॥
বিজয় উঠিল গিয়া সিংহদ্বীপ তীরে।
কত লোক জীবন ত্যজিল সিন্ধুনীরে॥
অবশিষ্ট ক'টি বন্ধু লইয়া বিজয়।
প্রবেশিলা দেশমধ্যে নির্ভয় হৃদয়॥
তথাকার অধিবাসী যক্ষ যোধগণে।
দমিলা বিজয় সিংহ ঘোরতর রণে॥
পড়িল যক্ষের নাথ কে যোধে কুমারে।
বিবাহ করিলা যক্ষরাজ তনয়ারে॥
স্থাপিলা নূতন রাজ্য শাসি' যক্ষদলে।
সিংহল করিলা সভ্য নিজ বুদ্ধিবলে॥
উজলিলা চারি দিক সুধাধৌত ধামে।
রাখিলা সিংহল নাম আপনার নামে॥
বঙ্গজ পুরুষ কেহ করিলা এ সব।
কেহ যেন ইহা নাহি ভাবে অসম্ভব॥
ইহার প্রমাণ আছে জানিহ নিশ্চিত।
মহাবংশ ইতিবৃত্তে পালিতে লিখিত॥

(৪)

বহুকালব্যাপী বঙ্গ না ছিল অধীনা।
মগধ রাজের বশে হইয়া শ্রীহীনা॥
তৎপরে কয়েকজন জন্মেন ভূপাল।
স্বাধীন সাহসী যোদ্ধা পদবীতে পাল॥

কলিঙ্গ পর্যন্ত রাজ্য করেন বিস্তার।
প্রকাশিয়া শৌর্য্য বীর্য্য নাহি যার পার॥
তার পর সুবিখ্যাত বৈদ্য রাজগণ।
অধিকার করে বঙ্গ রাজসিংহাসন॥
কেমনে হইবে বল সে বংশ কীর্তিত।
বাহুবলে ইন্দ্রপ্রস্থ হল পরাজিত॥

(৫)

প্রতাপে আদিত্যসম যশোরে সদন।
প্রতাপ আদিত্য নাম সেনা অগণন॥
বঙ্গজ কায়স্থ জাতি সেই নৃপবর।
জেহাঙ্গীর সনে ঘোর করেন সমর॥
ভারত ভারত কবিকুলের প্রধান।
অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে যাঁর যশোগান॥

(৬)

নওয়াব মহাবেত জঙ্গের সময়।
মনওয়ারুদ্দিন খাঁ লয়েন আশ্রয়॥
মুর্শিদাবাদ নগরে নবাব নিকট।
ভ্রাতৃসনে রণে হারি ত্যজিয়া আরকট॥
কটকের সুবেদারী পরে তিনি পান।
লইলেন সঙ্গে তিনি করি দেওয়ান॥
রামচরণ দে ব্যবহর্ত্তা মহামতি।
যাহার প্রপৌত্র হিন্দু সমাজের পতি॥
সুবিখ্যাত সার্ রাজা রাধাকান্ত দেব।
যাঁহারে সম্মান করে হিন্দু কি সাহেব॥
পথিমধ্যে পিণ্ডারিরা আসি আক্রমিল।
তাহাদের সঙ্গে ঘোর সমর বাজিল॥
নাশিয়া অনেক শত্রু ব্যবহর্ত্তা বীর।
ত্যজিলা সম্মুখ রণে সার্থক শরীর॥

(৭)

হায়! হায়! কোথায় আমাদের সে দিন।
সেই বঙ্গবাসী মোরা দিন দিন ক্ষীণ॥
সাহস সহিত গেল আমাদের বল।
হেরিয়া কালের গতি হ'লাম বিকল॥
থাকিত মোদের যদি সে শুভ সময়।
তা হ'লে এ অপমান সহিতে কি হয়?
ইউরোপীয়েরা বলে ভরসা বিহীন।
মেষ সম বাঙ্গালীরা বলবীর্য্য হীন॥

(৮)

সম্প্রতি সুযোদ্ধা মুন্‌সেফ্ মহাশয়।
বিদ্রোহ সময়ে দেন বীর্য্য পরিচয়॥
গবর্ণমেণ্ট তুষ্ট হয়ে দিলা জায়গীর।
সাহস বাড়িবে বলে ভীরু বাঙ্গালীর॥
শুন ভাই বঙ্গবাসী মম নিবেদন।
লভিতে এরূপ যশ করহ যতন॥

(৯)

নাটোরের রাজপুত্র অতি বীর্য্যবান।
মহৎ বংশেতে জাত কুমার* প্রধান॥
সাহসের পরিচয় প্রদান কারণ।
সেনাপতি পদ জন্য করে আবেদন॥
কি জন্য যে গবর্ণমেণ্ট না দেন তাঁহায়।
বুঝিতে নারিনু মোরা এর অভিপ্রায়॥

(১০)

সকলের মুখে এই কথা শুনা যায়।
পিতামহ ছিলা মম বলবান্ কায়॥

---

* কুমার চন্দ্রনাথ রায়।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ছিল প্রচারিত।
বাঙ্গলার প্রতি গ্রামে ব্যায়ামের রীত॥
প্রত্যেক উৎসবে যত মল্লগণ আসি।
তুষিত দর্শকমন নৈপুণ্য প্রকাশি॥
রায় বাঁশ বর্শা আনি আপন আপন।
লইয়া করিত ক্রীড়া জিনিবারে পণ॥
মুদ্গর লইয়া হস্তে ভদ্র যুবজন।
ভাঁজিতেন প্রতিদিন করিতেন ডন্॥
এখন সে সব চর্চা দেখা নাহি যায়।
গ্রন্থের চর্চায় শুদ্ধ সময় কাটায়॥
বিদ্যালয়ে ছাত্র শুদ্ধ মানসিক শ্রম।
করিয়া দেহকে করে নিতান্ত অক্ষম॥
যৌবন সময়ে তারা অকর্মণ্য হয়।
পীড়ায় পীড়িত হয়ে চির কষ্ট সয়॥
অর্থলোভী পিতামাতা অর্থের কারণ।
পুস্তক পেষণী যন্ত্রে করিয়া পেষণ॥
সুকুমার শিশুবৃন্দে কি কহিব হায়।
কেবল অর্থের জন্য পরকাল খায়॥
কাঁচা বাঁশে ঘুণ যথা সারহীন করে।
চিন্তা ঘুণে সেইরূপ নাশে কলেবরে॥
ষোড়শ বৎসরাবধি ইংরাজ তনয়।
খেলিয়া পড়িয়া সুখে সময় কাটায়॥
ইংলণ্ডীয় বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ যত।
ছোট কি বড় সকলে হয় ক্রীড়ারত॥
বঙ্গ বিদ্যালয়ে তার বিপরীত প্রথা।
দেখিয়া স্বদেশপ্রেমী মনে পায় ব্যথা॥
বয়স্ক বালকগণ বিধি প্রতিবাদী।
বসিয়ে পড়য়ে যেন প্রবীণের গাঁদী॥

বিভিন্ন প্রথার ফল বিভিন্ন প্রকার।
ক্ষীণতনু দীন আত্মা বঙ্গজ কুমার॥
সবল শরীর মন ইংরাজ যুবার।
ইংরাজ তনয়বর ছাড়ি বিদ্যালয়।
সাহসী উদ্যমশীল দৃঢ়ব্রত হয়॥
পাঠান্তে উদ্যমহারা বঙ্গসুত যত।
শরীর লইয়া তারা সদাই বিব্রত॥
এ রোগের প্রতিকার কর নির্ধারণ।
নিবেদি বিনীত ভাবে স্বদেশীয় জন॥

১৮৬৭ সাল হইতে প্রতি বৎসর হিন্দুমেলা খুব জাঁকের সহিত করা হইত। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি এই মেলায় যোগ দিতেন এবং ঐ মেলায় প্রদর্শন জন্য নানাপ্রকার জিনিষ পাঠাইতেন। নানাপ্রকার ফলমূল ও পুষ্প এবং শিল্পকার্য্য প্রদর্শিত হইত। আমার স্মরণ হয়, বস্ত্র বয়নের এক নূতন যন্ত্র একবার মেলায় প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু সে যে প্রকার যন্ত্র তাহা সাধারণের ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। মেলা উপলক্ষে ব্যায়াম ক্রীড়া ও পাইকদিগের খেলা হইত এবং কবিতাও পঠিত হইত। কেহ কেহ বক্তৃতা করিতেন। ১৮৭৫ সালে যে মেলা হয় তাহার সভাপতির কার্য্য আমি সম্পাদন করি। ঐ মেলা কলিকাতার পার্সীর বাগান নামক বিখ্যাত উদ্যানে হইয়াছিল। এই মেলা উপলক্ষে বরদাবাসী সুবিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সের গান হয় এবং যশোহরের নড়ালবাসী জমিদার রায়চরণ ব্যাঘ্র শিকারে নৈপুণ্য জন্য এক স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েন। আমি সভাপতি স্বরূপে ঐ পদক তাঁহার গলায় পরাইয়া দিই। মৌলাবক্স তাঁহার সঙ্গীত-ক্ষমতা দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

১৮৭৫ সালে ৩০শে জুলাই তারিখে আমি তদানীন্তন লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সার্ রিচার্ড টেম্পল দ্বারা বেলভিডিয়ার ভবনে সান্ধ্য-সম্মিলনে নিমন্ত্রিত হই। ঐ সান্ধ্য-সম্মিলনে সকল প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সার রিচার্ড টেম্পলের যাহা দোষ থাকুক না কেন, তাঁহার একটি মহৎ গুণ ছিল। তিনি বাঙ্গালী জাতিসাধারণের প্রিয়

হইবার চেষ্টা করিতেন। আমি যে ভাড়াটিয়া গাড়ীতে বেলভিডিয়ারে যাই, সেই গাড়ীতে প্রসিদ্ধ নাটককার মনোমোহন বসু ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, "ছোটলাট বাহাদুরের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিব তাহা প্রতি পদে পদে আমাকে শিক্ষা দিবেন"। আমরা যখন গিয়া পৌঁছিলাম তখন ছোটলাট অনেকগুলি প্রসিদ্ধ সাহেবের সহিত আহার করিতেছিলেন। আমরা গিয়া চাপরাসী প্রদত্ত আসনে বসিলাম। সাহেবরা আহারের পর যে ঘরে আমরা ছিলাম সেই ঘরে আসিলে আমরা চাপরাসী শ্রেণীর ন্যায় দুই লাইনে কাতার দিয়া দাঁড়াইলাম। তাহার মধ্য দিয়া ছোটলাট ও ছোট-লাট পত্নী প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করতঃ সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করিলেন। তিনি এমন সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার করিলেন যে তাঁহাকে আমি মনে মনে পিসীঠাকুরাণী না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ছোটলাট যখন চলিয়া যাইতে লাগিলেন এই কথা বলিবার সময় সগুম্ফ চলিয়া যাইতে লাগিলেন আমার বলা উচিত ছিল। এমন জমকাল গোঁফ কখন দেখি নাই। সার রিচার্ড টেম্পলের নিকট তাঁহার গোঁফ বড় শ্লাঘার বিষয় ছিল। লোকে বলিত যে তাঁহার গোঁফ নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টির ন্যায় ছিল। যেমন তিনি আমাদের মধ্য দিয়া প্রত্যেকের কর স্পর্শ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন গবর্ণমেণ্ট বঙ্গানুবাদক রবিনসন্ সাহেব (টোনসেন্ড ও রবিনসন্‌কে বুড়া শিব মার্শমেনের নন্দী ভৃঙ্গী বলিয়া ঈশ্বর গুপ্ত বর্ণন করিয়াছিলেন) আমাদের প্রত্যেকের পরিচয় তাঁহার নিকট দিতে আরম্ভ করিলেন। সকল গ্রন্থকর্তা অপেক্ষা মনোমোহন বসু ছোটলাট সাহেবের নিকট অধিক আদর প্রাপ্ত হইলেন। অতএব ছোটলাট সাহেবের নিকট কিরূপ আচরণ করিতে হইবে সে বিষয়ে আমাদের নিকট হইতে তাঁহার আর কোন শিক্ষা লইতে হইল না। বরং তিনি যদি আমাদিগের প্রতি নেক্ নজর করিতে লাট সাহেবকে অনুরোধ করিতেন তাহা হইলে শোভা পাইত। হেয়ার সাহেবের স্কুলের শিক্ষক হরলাল রায়ের প্রণীত "বঙ্গের সুখাবসান" নাটকের কথা পাড়িয়া ছোটলাট তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। সেই নাটকে হরলাল বাবু কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্বাধীনতাস্পৃহা প্রকাশ করাতে ছোটলাট সাহেবের নিকট উপ-হাসাস্পদ হইয়াছিলেন। হরলাল বাবু এক্ষণে (অক্টোবর ১৮৮৯) হিন্দু

স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য করিতেছেন। উল্লিখিত সান্ধ্য সম্মিলনে মান্দ্রাজের (ঐ সময়ে ভাবী) গবর্ণর গ্রাণ্টডফ্ সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভারত ভ্রমণ জন্য ঐ সময় বিলাত হইতে আসিয়াছিলেন। উক্ত মজলিসে বঙ্গহিতৈষী যশস্বী কটন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। ইনি মেদিনীপুরে যখন অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন আমার নাম শুনিয়াছিলেন। তিনি আগ্রহের সহিত আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন। এই মজলিসে মুঁসে মিনায়ফ্ উপস্থিত ছিলেন। ইনি রুশ দেশীয় পণ্ডিত, সংস্কৃত ভাল জানেন। ইনি একদিন আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে গিয়া আমার প্রণীত ইংরাজী পুস্তিকাসকল ক্রয় করিয়াছিলেন। ইনি আগ্রহের সহিত আমার করমর্দন করিলেন। ইনি এই সময়ে ভারত ভ্রমণার্থ আসিয়াছিলেন। বিখ্যাত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের সমভিব্যাহারে ইনি ভাটপাড়া ও নবদ্বীপের টোল সকল পরিদর্শন করিয়াছিলেন। পরিদর্শন সময়ে তিনি কেবলই ইংরাজের নিন্দাবাদ ও রুশের প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন। সার রিচার্ড টেম্পল তাঁহার রেটিস্ নামক বিলাস-তরণীস্থ সম্মিলনে (আগষ্ট, ১৮৭৫ সাল) নদীভ্রমণে উল্লিখিত গ্রন্থকর্তাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। সেদিন অনেক বড়মানুষদিগকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সেইদিন গরীব গ্রন্থকর্তা ও বড়মানুষ লইয়া এক চমৎকার মিশ্র দৃশ্য হইয়াছিল। বড়মানুষদিগের মুখশ্রীতে বিস্ময়ের চিহ্ন আমরা অনুভব করিলাম। তাঁহারা মনে মনে কহিতেছিলেন, "এ বেটারা কোথা হইতে আইল"? সার রিচার্ড টেম্পলের পর ইডেন্ সাহেব লেফ্টেনেন্ট গবর্ণর হইলে আমাদিগের নাম বেলভিডিয়ার রাজভবনে নিমন্ত্রণীয়দিগের নামের ফর্দ হইতে উঠাইয়া দেন। বিলাস-তরণীতে যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগের জলযোগ জন্য ছোট-লাট বিশিষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন। পূর্বদিন বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটারী বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্রকে বলিয়া তাঁহার পরিবারদিগের দ্বারা এক হাজার পানের খিলি প্রস্তুত করান হইয়াছিল। সোডাওয়াটার, লেমনেড, আইস্‌ক্রিম্, সন্দেশ ও নারিকেল যথেষ্ট ছিল। দেখিলাম পর-লোকগত রাজা নর্সিং-এর বিখ্যাত কৃপণ পুত্র বিনাব্যয়লব্ধ রাজবাটীর আইস্‌ক্রিম্ বেগল্‌গস্ ভক্ষণ করিতেছিলেন। আমি কিছু আহার করিতে

মানস করিয়াছিলাম কিন্তু টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র) প্রকাশ্যরূপে ইংরাজের তরণীতে জলযোগ করিতে নিষেধ করাতে আমি তাহা হইতে বিরত হইলাম। ইংরাজের তরণীতে আমার প্রকাশ্যরূপে জলযোগ করাতে কোন আপত্তি ছিল না কিন্তু বৃদ্ধের কথা শুনা কর্তব্য বোধ করিলাম। প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় আমার পরলোকগত পিতার ও আমার পরম সুহৃদ্ ছিলেন। প্যারীচাঁদ বাবু অপ্রকাশ্যরূপে যবনস্পৃষ্ট দ্রব্য খাইতেন কিন্তু প্রকাশ্যরূপে খাইতে বিহিত বোধ করিতেন না। যে ষ্টীমার রোটসকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল সেই ষ্টীমারে যখন ব্যাণ্ড বাজিতে লাগিল ও নদীর স্নিগ্ধ বায়ু গায়ে লাগিতে লাগিল তখন মনে বড় আনন্দের উদয় হইল। সগুম্ফ সার্ রিচার্ড টেম্পল সহাস্যবদনে প্রত্যেক ব্যক্তির করমর্দন করিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলেন। একদিন বেলভিডিয়ারের হাতায় তাম্বু গাড়িয়া তাহার ভিতর আমাদিগকেও পোলাও খাওয়াইতে ছোটলাট সাহেব সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদিগের দূরদৃষ্টবশতঃ তিনি শীঘ্রই বোম্বাইয়ের গবর্ণর হইয়া যাওয়াতে সে সংকল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই।